সিদ্ধান্ত সমুদ্র।

(ষষ্ঠ খণ্ড।)

সাহা বণিকজাতির ইতিহাস

প্রণেতা—বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী

SIDDHANTA SAMUDRA.

A Social History of Hindu castes and Subcastes.

VOL. VI.

SHAHA BANIKS.

———:o:———

BY

SWAMI DHARMANANDA MAHAVARATI.

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রকুমার রায়

মূল্য আট আনা।

১৩১১

স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী প্রণীত

পুস্তকাবলী।

১। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" প্রথম খণ্ড, মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল এক আনা। কলিকাতা ২১০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ২। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" ২য় খণ্ড, মূল্য ১৲ টাকা, মাশুল এক আনা। কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য। ৩। মুক্ত-মাধব (নাটক) মূল্য বার আনা। মাশুল এক আনা। গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য। ৪। সিদ্ধান্ত সমুদ্র—১ম খণ্ড।—গন্ধবণিক, সদ্গোপ, গোপ ও মাহিষ্য জাতির ইতিবৃত্ত। ২য় খণ্ড—সুবর্ণবণিক। ৩য় খণ্ড—বারুই জাতি। ৪র্থ খণ্ড—বৈশ্য জাতি। ৫ম খণ্ড—তিলী, তাম্বুলী, উগ্র ক্ষত্রিয় ও ময়রা জাতি। ৬ষ্ঠ খণ্ড সাহা বনিকজাতির ইতিহাস। কলিকাতা—২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। গুরুদাস বাবুর দোকানে প্রাপ্তব্য। অথবা ঢাকা বাবুর বাজার শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয়ের কাষ্ঠের আড়তে প্রাপ্তব্য।

অভিমত।

জগদ্বিখ্যাত অমৃতবাজার পত্রিকা সম্পাদক মহাশয় "মুক্তমাধব" নাটক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

১৩৭। Dharmananda Mahavarti needs but little introduction at our hands, for he is too well known to the public. He is a devout Vaishnava, a man of great erudition and force of character It is therefore natural that a book from his facile pen can not but be useful and interesting, as the book under notice is. "Mukta Madhab" is a dramatic record of the glorious triumph of virtu over vice, and the wonderful conversion of hardened sinners atheists, misers and rioters into peaceful citzens, pious saints and faithful worshippers of the living and loving God. The delineation of different characters of the different types of humanity is almost perfect, and we are quite charmed with the characters of Sanyasi, his boy disciple and the Goswami, which, if we err not, is a true reflection of that of the author himself. Every one ought to have a copy of the book and read and study it for his benefit.—Amrita Bazar Patrika.

সিদ্ধান্ত-সমুদ্র।

(ষষ্ঠ খণ্ড)

সাহা বণিকজাতির বিবরণ।

প্রণেতা—বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

"Give to King what is due to King ; Give to God what is due to God ; give to your brother what is due to him. Deprive not any man of his legitimate rights and privileges. Remember that sympathy is one of the chief factors in successful dealings of any kind with human beings and sympathy can only come of knowledge. But not only does sympathy come of knowledge ; it is knowledge that begets sympathy."

—*Sir Richard Temple.*

"নির্গুণ স্বজনশ্রেষ্ঠ পর পর সদা"।—মাইকেল।

উপক্রমণিকা।—বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে যে সকল মহা আন্দোলনের ঘাত প্রতিঘাতে বঙ্গদেশের হিন্দুসমাজ প্রবলভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, যে সকল স্মরণীয় আন্দোলনের বহুবিধ কুফল ও সুফল [illegible] যুগ সৈকতে পদচিহ্ন স্বরূপ দৃশ্যমান থাকিয়া

আমাদের মনোমধ্যে অসংখ্যপ্রকার রস ও ভাবের উৎপাদন করিতেছে, হিন্দুসমাজান্তর্গত নানাবিধ জাতি ও উপজাতির বর্ণাশ্রমতত্ব বিষয়িণী আলোচনা তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ব্রহ্মবদন সম্ভূত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইতে অন্ত্যজ ও সঙ্কর জাতি পর্য্যন্ত, এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া স্ব স্ব জাতি বা উপজাতির ঔৎকর্ষ প্রতিপাদনে বদ্ধ পরিকর হইয়াছে দেখিয়া বাঙ্গালী সমাজের অস্থিকঙ্কালসার নির্জ্জীব শরীরে নবজীবন সঞ্চারের কথঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে কিন্তু এই আন্দোলন সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গে সুবিচার, নিরপেক্ষতা, বিবেক, সত্য, ন্যায়, শাস্ত্রমর্য্যাদা, উত্তমাধম জ্ঞান, শুদ্ধাশুদ্ধের ভেদবুদ্ধি প্রভৃতি প্রশংসনীয় গুণ সমূহ উত্তরোত্তর অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত ও বিষাদগ্রস্ত হইতে হয়। এই আন্দোলনে যুক্তি, বুদ্ধি, বিচার, বিবেক ও বরণীয় শাস্ত্র সমূহের যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে সন্দেহ নাই। পূজ্যপাদ মহর্ষি মহাত্মাগণ—ত্রিকালজ্ঞ শাস্ত্রকর্ত্তা মহাপুরুষগণ—জীবের কল্যাণ কামনায় সমগ্র মানবজাতিকে আর্য্য, অনার্য্য, ম্লেচ্ছ ও রাক্ষস এই সম্প্রদায় চতুষ্টয়ে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। ইহার মধ্যে সর্ব্বসম্প্রদায়ের বরণীয় ও পূজণীয় স্বরূপ আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণে বিভক্ত; সমগ্র হিন্দুজাতি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ে বিভক্ত হইয়াছে। এই বিশাল হিন্দুসমাজতরুর এই চারিটি বর্ণ বিরাট শাখা স্বরূপ; শাখা হইতে যেমন প্রশাখা, উপশাখা, অনুশাখা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, তেমনি এই বর্ণচতুষ্টয় হইতে বহুবিধ জাতি, উপজাতি ও অণুজাতি উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিলে কোনও তর্ক, বিচার বা গোলযোগের সৃষ্টি হয় না, কিন্তু জাতি বা উপজাতি ধরিয়া পরিচয় দিলে তর্ক আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিন্তু এরূপ সন্দেহের নিরাকরণ জন্য কাহাকে বিচারক বা মীমাংসক করা উচিত? যদি বল "বর্ণশ্রেষ্ঠ (সমাজপতি) ব্রাহ্মণই

ইহার মীমাংসক,” আমি তাহা হইলে একথা বলিতে পারি, ব্রাহ্মণদিগকে সকল সময়ে নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিতে সাহসী দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন প্রকৃত পণ্ডিত-ব্রাহ্মণ এবং প্রকৃত সত্যপ্রিয় নির্লোভী ব্রাহ্মণ না হইলে এরূপ গুরুতর ও মহা প্রয়োজনীয় বিষয়ের কখনই নিরপেক্ষ মীমাংসা হইতে পারে না। বরাহনগর নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালা আণ্টুনি ফিরিঙ্গি ব্রাহ্মণদিগকে সম্বোধন করিয়া গাহিত—

“তোমরা টাকা পেলে, হেসে খেলে, সাদায় করো কালো।
তোমাদের গোঁসাই চেয়ে (আমি বলি) কসাই তবু ভালো॥”

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ভুবনবিখ্যাত অধ্যাপক এবং নানা ভাষা ও নানা শাস্ত্রবিৎ আচার্য্য কাওয়েল সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন—My Brahmin Pundits were always afraid of giving reasonable interpretations of the sastras on any point, lest they should run the risk of losing their fair means by being declared as heretics, or they would not care to pass any opinion at all so long as their purse is full, অনেক ব্রাহ্মণের শাস্ত্রবিচার দেখিয়া কলিকাতা হাতীবাগানের তৎকালীয় সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক স্মরণীয়নামা পণ্ডিত ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন প্রভৃতি নিতান্ত দুঃখ ও লজ্জার সহিত লিখিয়া গিয়াছিলেন, “কেবলম্ লোকান্ বঞ্চয়িতুং তৎসম্বন্ধে জাতিমালা সংগ্রহোপি সংগৃহীত এব। স চ যথার্থ শাস্ত্র বিপরীতঃ।” (সিদ্ধান্ত-সমুদ্র ১ম খণ্ড দেখুন)। ফলতঃ ব্রাহ্মণবর্ণ সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সুযোগ্য হইলেও সকল সময়ে তাঁহারা ন্যায় ও যুক্তির সদ্ব্যবহার করেন না। কোনও প্রদেশের এক ব্রাহ্মণী তাহার স্বামীর অনেক ধনমান শিষ্য (যজমান) দেখিয়া মনে মনে আশা করিয়াছিল “বুঝি বা এইবারে আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল; বোধহয় এইবারে আমার সুবর্ণ অলঙ্কার নির্ম্মিত হইতে পারে”; কিন্তু বহুবর্ষকাল অতীত হইবার পরেও যখন সে দেখিল, তাহার

পূর্ব্বকালের দরিদ্রজনোচিত অলঙ্কারের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হইল না, তখন সে একদিন তাহার ভর্ত্তাকে ডাকিয়া কহিল—

ভাগ্যমন্ত যজমানে কি আছে ফল ?
আমার ঘুচ্‌লোনাকো কাঁসার মল।
হাতে পরি শাঁখা বালা, তরকারীতে কাঁচা কলা,
গলায় পরি কাঁটি "পলা" ; সংসার অচল॥
তবে ভাগ্যমন্ত যজ্‌মানে কিবা আছে ফল ?

পাঠকেরাও সেইরূপে বলিতে পারেন, ব্রাহ্মণজাতিকে সমাজপতি, নিরপেক্ষ, শাস্ত্রদর্শী ও ন্যায়বান মিমাংসক বিবেচনা করিয়া আমরা বর্ণ বিচারে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম কিন্তু তাঁহারা আমকে আমড়া, আমড়াকে আম, যদুকে কদু এবং কদুকে যদু লিখিয়া সত্যের অপব্যবহার করিয়াছেন।

তবে কি গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহার মিমাংসক হইবার যোগ্য ? আমি বলি, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মিকা। অ-হিন্দু এবং অনভিজ্ঞ বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার মামাংসক হইতে পারেন না। সরকার বাহাদুরের সহিত আমাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্র বা সমাজের কোনও সম্পর্কই নাই এবং না থাকাই বিধেয়। গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীরা বলেন—

রাম মরুক্, শ্যাম মরুক্, মরুক্ বুড়ী চাচী।
তফাৎ থেকে দেখ্‌বো আমি, আমার তাতে কি ?
কাক মরুক্, বক মরুক্, মরুক্ ঘোড়া হাতী।
আমি হৃষ্টমনে, খৃষ্টভজি ; আগুণে পুড়ুক "জাতি"।
তোমার কায়েৎ বড় কি বদ্যি বড়, আমার তাতে কি ?
আমার গরমভাতে বেগুণ পোড়া, বাশীভাতে ঘি॥
সরকারী কামেল্—কায়দা দেখ্‌তে যদি চাও।
সেন্সস্-দিল্লীকা লাড্ডু ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাও॥

তবে, পাঠক মহাশয়, আপনি ভারতের জাতিভেদের ইতিহাসানুসন্ধায়ী

পাদ্রী প্রভুকে কি ইহার যথাযোগ্য মিমাংসক বলিয়া বিবেচনা করেন? পাদ্রীরা এ বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করিয়াছে ও করিতেছে বটে কিন্তু তাহা কেবল দুষ্ট স্বার্থসাধনাভিপ্রায় ভিন্ন আর কিছুই নহে। হিন্দুর শাস্ত্রালোচনা করিয়া হিন্দুধর্ম্মকে বিনাশ করা এবং সমগ্র হিন্দুজাতিকে "যিশু ভজাইবার" চেষ্টা করা যাহাদের উদ্দেশ্য তাহারা বর্ণ বিচারের মিমাংসক হইতে পারে না ইহা নিশ্চিত কথা।

মোল্লার কাছে বেদপড়া কভু সত্য নয়।
পাদ্রীদ্বারা জাতিবিচার সদা মিথ্যা হয়॥

আমার বিবেচনায় ইহার একমাত্র মিমাংসক "শাস্ত্র," কিন্তু বিবেক, ন্যায় ও নিরপেক্ষতা বিনা কেবল শাস্ত্রদ্বারা সত্যের নিরাকরণ হইতে পারে না। রাশি রাশি শাস্ত্র মিলাইয়া দেখিলে, প্রথম দৃষ্টিতে তাহাতে পারস্পরিক বৈসাদৃশ্যের পরিচয় পাইবেন বটে কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সহিত তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলে শাস্ত্রসমূহের সুন্দর সামঞ্জস্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

শাস্ত্রাবলম্বন করিয়া যুক্তি, বহুদর্শীতা, ন্যায় ও নিরপেক্ষতার সহিত জাতি বিশেষের বর্ণ বিচার করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সেই জাতির প্রাচীন ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। জাতির উৎপত্তি, উপাধি সমূহের ব্যুৎপত্তি, উন্নতি বা অবনতির কারণ, সামাজিক অবস্থা, প্রাচীন ও আধুনিক কালের জাত্যন্তর্গত নরনারীর ক্রিয়াকলাপ, আচার ব্যবহার, শিক্ষা সভ্যতা, প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া তবে বর্ণবিচারে হস্তক্ষেপ করা উচিৎ। মিমাংসা করিবার সময়ে, সেই জাতির যতটুকু ন্যায় সঙ্গত, ধর্ম্ম সঙ্গত, শাস্ত্র সম্মত ও সমাজ সম্মত অধিকার আছে, সেই অধিকার তাহাকে প্রদান করা ন্যায়বান বিচারকের পক্ষে পরম ধর্ম্ম। যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা সর্ব্বাপেক্ষা অধমতম পাপ বলিয়া গণ্য।

যাহার যাহা প্রাপ্য তাহারে তাহা দাও।
অপরে বঞ্চিত করে নিজে নাহি খাও॥

বঙ্গের হিন্দু সমাজের (আর্য্য) বৈশ্য বর্ণভুক্ত সাহা বণিকবৃন্দের উপরে অনেক দিবস হইতে সমাজ নানাপ্রকারে অন্যায় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। বণিক সাহারা শুঁড়ি নহে এবং মদ্য বিক্রেতা শুঁড়িরাও সাহা নয়। দুঃখের বিষয় এই যে, অজ্ঞান, ভ্রম, কুসংস্কার, প্রতিহিংসা পরায়ণতা, বিদ্বেষ প্রভৃতি কারণে অনেকে সাহা বণিকদিগকে শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) বলিয়াই গণ্য করিয়া রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে এই মহা ভ্রমের অপনোদন ও সাহাবণিক জাতির নিরপেক্ষ বিবরণ প্রচার করা উদ্দেশ্য। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে, অনেকে সাহাবণিকবৃন্দকে কেবল শুঁড়ী বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, বস্তুতঃ অন্তজ ও সঙ্কর বর্ণের সহিত গণনা করিয়া নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

অগ্নিদাহে ন মে দুঃখং, ন দুঃখং লৌহতাড়নে।
ইদমেব মহদ্দুঃখং গুঞ্জয়া সহ তোলনং॥

জলন্ত অঙ্গারে সুবর্ণ ধাতু দগ্ধ হইয়া লৌহ মুদ্গর দ্বারা প্রহারিত হইলেও সুবর্ণের দুঃখ নাই কিন্তু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গুঞ্জ বীজের সহিত মহা মূল্যবান ধাতুশ্রেষ্ঠ সুবর্ণের সমতুল্যতা করা হয় ইহাই সুবর্ণের মহা দুঃখ। বঙ্গের বৈশ্য সাহা বণিকদিগের বর্ত্তমান দুঃখ ঠিক তাহাই।

বাঙ্গালা, ইংরাজি, সংস্কৃত বা অন্য কোনও ভাষায় সাহাজাতির ইতিবৃত্ত ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এই সম্পূর্ণ নূতন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া আমাকে অত্যন্ত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। যাহা হউক, এই পুস্তক প্রচারে যদি বর্ণ বিচারের পথ কিয়ৎপরিমাণেও প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হয় এবং এতদ্দ্বারা বৈশ্য সাহা সমাজের যদি অনুমাত্রও উপকার দেখা যায়, তাহা হইলে আমার যত্ন ও পরিশ্রম সুফল প্রসব করিয়াছে ভাবিয়া আমি পরমানন্দ লাভ করিব।

"সাহা" শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা।—"সাহা" শব্দ উচ্চারিত হইলে অনেকে বিবেচনা করিতে পারেন, এই শব্দ সংস্কৃত নহে, কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত ভাষায় একটি শব্দবিশেষ অপভ্রংশে রূপান্তরিত হইয়া সাহা নামে উচ্চারিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় ঠিক সাহা শব্দ না থাকিলেও ইহার মূল সংস্কৃত। কিয়ৎক্ষণ পরে এই মূল শব্দের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব। পারস্য ও উর্দ্দু ভাষায় সাহা শব্দ সহস্র সহস্র স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এখনও এ শব্দ পার্শী, হিন্দি, উর্দ্দু, প্রাকৃত, মাড়ায়াড়ী, গুজরাটী প্রভৃতি ভাষায় নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পারস্য সাহা শব্দের অর্থ—রাজা, সম্রাট, ধনী, ধনবান বণিক, সম্ভ্রান্ত পুরুষ এবং ভাগ্যবান সওদাগর। আধ্যাত্মিক পথের পুরুষগণও সাহা নামে সম্মানিত হইয়া থাকেন। মুসলমানেরা দর্ব্বেস, ফকির, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে সাহ বা সাহা বলিয়া সম্বোধন করেন। মুসলমান ভাষায় দর্ব্বেশের সাধারণ নাম "সাহা সাহেব", অপভ্রংশে সা সাহেব। আকবর, আরওঙ্গজেব, আলম্‌ প্রভৃতি সাহ উপাধিতে খ্যাত ছিলেন, যথা সাহ আলম্‌, সাহ আকবর, সাহ আওরঙ্গজেব, সের সাহ, পারস্যের সাহা ইত্যাদি। মুসলমানেরা অনেক প্রসিদ্ধ হিন্দু পুরুষকে সাহ উপাধি দিয়া গিয়াছেন; শিখ ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক জগদ্বিখ্যাত বাবা নানক "গুরু নানক সা" নামে অভিহিত হইতেন। মক্কা গমন করিয়াও তিনি সা উপাধির সম্মান হইতে বঞ্চিত হয়েন নাই। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের গোরক্ষনাথ মন্দিরের প্রধানাচার্য্য ও পুরোহিত আদিত্য শেখর শর্ম্মাকে মুসলমানেরা "সাহা" উপাধি দান করিয়াছেন। মধ্য প্রদেশে, মধ্য-ভারতে ও পঞ্জাব প্রান্তে অনেক ব্রাহ্মণের সাহা উপাধি আছে। সুতরাং সাহা যে সম্ভ্রান্ত উপাধি তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। গন্ধবণিক জাতির মধ্যে অনেকে প্রাচীনকালের সম্মানিত সাহা উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন, ঢাকার বাবুর বাজারের খ্যাতনামা লালমোহন সাহা প্রভৃতি

ইহার দৃষ্টান্ত। কাটিয়াবাড়ের অন্তর্গত জুনাগড় নামক দেশীয় রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান চিকিৎসক (chief medical officer) ডাক্তার ত্রিভুবন দাস মতিচাঁদ মহাশয়ের বংশের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে সাহা উপাধি প্রচলিত আছে, ইহাঁরা বিশিষ্ট হিন্দু এবং বৈশ্য; রেওয়া নামক প্রসিদ্ধ রাজ্যের নিকট চৈণপুরের রাজারা "সা" নামে পরিচিত, বর্ত্তমান রাজার নাম সাগর সা। উড়িয্যার অন্তর্গত বহরম্পুরের প্রসিদ্ধ সওদাগর মথুরী উড়িয়া, সাহা এবং সাহু এই উভয় উপাধিতেই সম্বোধিত হইয়া থাকেন। মুর্শীদাবাদ জীয়াগঞ্জের বৈশ্য জৈন সওদাগর জঙ্গলী সাহা এবং কলিকাতা ধর্ম্মতলার এন, এল, সাহা নামক পশ্চিমোত্তরবাসী বৈশ্য বণিকের নামের শেষে সাহা উপাধি আছে। গুরু নানকের পিতা কালু, জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন, ইঁহার পুত্র নানক ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদী তটে তালমণ্ডী নাম্নী পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ দিবস নানকের খুল্লতাত ক্ষত্রিয় বংশাবতংস মুসলমান বাদসা কর্ত্তৃক "সাহা" উপাধিতে ভূষিত হয়েন। সম্রাট আওরাঙ্গজেবের শাসনকালে রজপুত জাতীয় রাজা সংগ্রাম সিংহ বাখরগঞ্জে উপস্থিত হইয়া এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। (Calcutta Review. Vol. 53. Page 73).

বাখরগঞ্জেতে তিনি হয়ে উপনীত।
স্বীয় নামে গড় এক করিল স্থাপিত॥
সংগ্রামের পরাক্রম কি কহিব কথা।
গড় তাঁর অদ্যাপি দেখিতে পাবে তথা॥
সম্রাটের যুদ্ধ কার্য্যে ছিল নিরবধি।
রাজা সংগ্রাম "সাহা" লভিলা উপাধি॥
(পূর্ণচন্দ্র চৌধুরীকৃত কায়স্থ তত্ত্ব তরঙ্গিনী। ১১১ পৃষ্ঠা।)

রাজা সংগ্রাম সিংহ রজপুতজাতীয় হইয়াও "সাহা" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাতে সাহ উপাধির শুদ্ধতা ও সম্মান পরিষ্কাররূপে

বুঝা যাইতেছে। টড্ সাহেবের রাজস্থানের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে ৬১ পৃষ্ঠায় এবং যোধপুরের রাঠোর রাজ-সেনাপতি ভট্টকবির গ্রন্থে "সাহা" উপাধির সম্মান ও শুদ্ধতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ আছে। কবিকণ্ঠহার নামক প্রাচীন গ্রন্থেও সংগ্রামসাহের উল্লেখ দেখা যায়—

দুর্দ্দৈবাশ নিসম্পাতাদ্রঘুনাথো যুবামৃতঃ
সংগ্রাম সাহ তনয়া পাণি গ্রহণ পীড়িতঃ॥

বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের আষাঢ়মাসের "নব্যভারত" নামক মাসিক পত্রের ১৬১ পৃষ্ঠায় নেপালের পুরাতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, ইহাতে নেপালের ক্ষত্রিয়বংশের শৈব গুর্খা রাজাদিগের নামে "সাহা" উপাধি দেখা যায়—তদ্বথা, দলমর্দ্দন সাহা, নরনারায়ণ সাহা, পৃথ্বীনারায়ণ সাহা প্রভৃতি। একটা অতীব প্রাচীন প্রস্তর ফলকে যে শ্লোক খোদিত ছিল, তাহাতেও "সাহা" শব্দ পাওয়া গিয়াছে।

যুদ্ধে রুদ্রঃ, প্রতাপে রবিরখিলভূবো রক্ষণে বাসুদেবঃ।
ত্যাগে কর্ণঃ, ক্ষমায়াং ক্ষিতি রখিলজনানন্দনে পূর্ণচন্দ্রঃ॥
সত্যে ধর্ম্মঃ, স্বরূপে রতিপতি, রপথস্থায়িনাং দণ্ডধারো।
নানা দেব স্বরূপো জয়তি রণ বাহাদুর সাহা নৃপেন্দ্রঃ॥

আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, "সাহা" শব্দ একটি পুরাতন ও প্রখ্যাত সংস্কৃত শব্দের অপভ্রংশ; ঐ শব্দের নাম "সাধু"। বিহারে, অযোধ্যায় পশ্চিমোত্তর প্রদেশে এবং ভারতবর্ষের আরও নানা স্থলে "ধু" অন্তক শব্দ "হু" বলিয়া উচ্চারিত হয়, যথা বধু—বহু, গোধুম—গোহুম, দধি দহি, মধু—মহু (মৌ), কদুহু—কউহু, দাহুজী—দাউজী বা দাহুজী, অবধূত—অবউত ও অবহুত, মধুপুরী—মহুপুরী, ইত্যাদি। এইরূপে ঐ সাধু শব্দ সাহু, সাউ, সাহা সাউই, সাবুই, সা, সাজী প্রভৃতি শব্দে অপভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। সংস্কৃত সাধু শব্দের অর্থ—শুদ্ধচেতা লোক, ত্যাগী, উদাসী, ব্রহ্মদর্শী, ধনবান, বণিক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি। জাতি তত্ত্বে (বর্ণ বিচারে) সাধু শব্দের অর্থ বণিক। বৃহৎসংহিতায় "সাধুনাং

বণিজাণাং” এইরূপ লিখিত আছে; দুর্গাচার্য্যকৃত নিরুক্ত নামক বৈদিক ব্যাকরণে পণ্যজীবিণঃ অর্থাৎ বণিকগণ সাধু নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। গুজরাটী, মাড়োয়াড়ী, হিন্দী, উর্দ্দু, বুন্দেলখণ্ডী কাটিয়াবাড়ী প্রভৃতি ভাষায় “সাহু” “সাহুকর” প্রভৃতি শব্দ বণিকের উপাধি। পশ্চিমোত্তর প্রদেশে সাধু (অপভ্রংশে সাধ্) শব্দ বৈশ্যের উপাধি। বঙ্গের প্রাচীন কাব্যেও “সাধু” শব্দ বণিকের প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছে। কবিকঙ্কনের চণ্ডী কাব্যে প্রসিদ্ধ সওদাগর ধনপতি “সাধু” বলিয়া পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছেন। ধনপতি, বৈশ্য ও বণিক ছিলেন।

১। নিত্য নিয়মিত কার্য্য করি সমাধান।
অজয় নদীর জলে কৈল স্নানদান॥
পরে সাধু কাঞ্চন বসন বিভূষণ।
এক ভাবে পূজে সাধু শিবের চরণ॥

২। ওহে সাধু ধনপতি পূজ মহামায়া।
স্বপন কহেন মাতা শিয়রে বসিয়া॥

৩। কারো ঘরে নাহি আছে হেন পাপ বধূ।
খুল্লনা গর্জ্জিয়া তবে ক্রোধে বলে সাধু॥ (চণ্ডীকাব্য)

বৈশ্য গন্ধবণিক জাতির মধ্যে অনেকের উপাধি সাধু এবং সাহা ইহাদের একটা আশ্রমের নাম সাহা-সমাজ। সংস্কৃত সাধু শব্দ যে বণিকের উপাধি এবং এই সাধু শব্দ যে সাহা প্রভৃতি শব্দে অপভ্রষ্ট হইয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পশ্চিমে অনেক বণিক এখনও সাধু উপাধি ব্যবহার করেন। কাশ্মীরের অনেক ব্রাহ্মণ দোকানদার সাধু উপাধিতে আখ্যাত। পঞ্জাব প্রান্তে সাধু সাহু ও সাহা উপাধি বণিকের উপাধি।

বাঙ্গালা ১২৫১ সালে শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা “জাতি পাতির বিচার” নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া হিন্দুদিগের প্রতি গালি প্রয়োগ করিয়াছিল। ঐ পুস্তক, জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লিখিত

হয় এবং সেকালের বাঙ্গালার গদ্যে ও পদ্যে বিরচিত হইয়াছিল। এই পুস্তিকায় অনেক প্রাচীন পুস্তক হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছিল। এক স্থানে লেখা আছে—

বণিকের অপর নাম আছয়ে সাধু।
ডিঙ্গা চড়ি আইলেক যদু ও মাধু॥

একটা স্থানের সভা ও ভোজের বর্ণনায় ঐ অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে ইহাতেও বণিকের অপর নাম সাধু বলিয়া লিখিত আছে। খৃষ্টীয় ১৩১১ অব্দে বঙ্গীয় জমিদার (কায়স্থ বংশসম্ভূত) সুপ্রসিদ্ধ দনুজ রায় সুবর্ণগ্রামে গিয়াশুদ্দীনকে পরাজিত করিয়া "সাহা" উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সা বা সাহা, বৈশ্য বেনিয়াদিগের এই প্রসিদ্ধ পদবী উত্তর ভারতে প্রচলিত আছে। সা, সাহা বা সাজি পদবীতে অধিকাংশ শঙ্খবণিক্ বৈশ্য উত্তর ভারতে খ্যাত হয়। এই সা, সাহা ও সাজি বা সাহাজি পদবীতে শঙ্খবণিক্ শম্পাপনী সওদাগর ও বৈশ্যগণ উত্তর ভারতে প্রসিদ্ধ। সা বা সাহা অর্থে বেনিয়া বুঝায়। সাহ মুসলমান রাজা দত্ত পদবী— অর্থাৎ সম্রাট, বণিক, ধনবান লোক অথবা সম্ভ্রান্ত লোক। দাক্ষিণাত্যের চেটী এবং আর্য্যাবর্ত্তের শেঠ বা শ্রেষ্ঠী উপাধি অর্থে যাহা বুঝায়, সাহ পদবীর ঠিক তাহাই অর্থ। ফলতঃ সাহ শব্দ যে সাধু শব্দ হইতে নিষ্পন্ন এবং উহার রূপান্তর মাত্র তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সা, সাউ, সাহু প্রভৃতি শব্দও সাধু শব্দের পারিভাষিক অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নয়।

সাহা জাতির উৎপত্তি।—সাহা জাতি বৈশ্য, ইহারা বৈশ্য পিতার ঔরসে এবং বৈশ্যা মাতার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের বর্ণ বিচার কালে ইহাদের বৈশ্যত্ব প্রমাণ করিব। সাহা একটা উপাধি মাত্র ইতিপূর্ব্বে ইহার অর্থ দেওয়া গিয়াছে। "বৈদ্য" শব্দ যেমন আদি হইতে জাতিবিশেষের উপাধি ছিলনা, চিকিৎসক মাত্রেই বৈদ্য বলিয়া অভিহিত হইত, আদিতে বণিকেরা তদ্রূপ অপরাপর উপা-

ধির মধ্যে সাহা বা সাধু উপাধিতে ও অভিহিত হইত। ক্রমে বঙ্গদেশে বৈশ্যেরা একটা জাতিরূপে পরিণত হইয়াছে; বাঙ্গালায় বৈশ্য বর্ণভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাহোপাধিক এক সম্প্রদায় বণিক ক্রমশঃ জাতিরূপে পরিণত হইয়া উঠিয়াছে, ইহারা সাহা বণিক। শুঁড়িদিগের সহিত ইহাদের কোনও সম্পর্ক নাই, সে কথা অতঃপর বিশেষরূপে ও বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব। সাহা বণিক বৃন্দের অপর নাম শৌলক। কান্যকুব্জ নিবাসী ব্রাহ্মণেরা যেমন কান্যকুব্জী, মিথিলা বাসীগণ মৈথলী প্রভৃতি নামে (স্থানানুসারে) পরিচিত, শৌলক্য নামক রাজ্যে সাহা বণিকেরা প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল বলিয়া শৌলক নামে সম্বোধিত হইয়া থাকে। এই শৌলক্য রাজ্যের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। * পূর্ব্বকালে মগধ দেশ বাণিজ্য এবং বণিক দিগের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মহর্ষি মনু তাঁহার জগদ্বিখ্যাত সংহিতার দশম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—"মাগধানাং বণিক-পথঃ"। মগধের অপর নাম বিহার। মুসলমানেরা ইহাকে সুবে বেহার বলিয়া উল্লেখ করিত। হিয়ংসাং প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রাচীন পরিব্রাজকেরা মগধের ধন, ধান্য, বাণিজ্য, ব্যবসা প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। গ্রীক, রোম, আরব, পারস্য, ফিনিসিয় প্রভৃতি দেশের বহুল প্রাচীন গ্রন্থেও বিহারের বাণিজ্যের ও বিভবের কথা উল্লেখ আছে। মহাভারতে বিহারের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায়।

* দুঃখের বিষয় এই, "সম্বন্ধ নির্ণয়" প্রণেতা পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার পুস্তকে শুঁড়িদিগকে শৌলক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, বস্তুতঃ শুঁড়িরা শৌলক নহে। মদ্য বিক্রেতা শৌণ্ডিকগণের অপর নাম শুকলী; শুকলি দিগের জল এখনও অনাচরণীয়। মেদিনীপুর নগরের নবাবগঞ্জ নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ জানা নামক শুক্রী একণে জমিদার। অনেক শুক্রী (শুঁড়ি) সম্প্রতি ধনবলে মদ্যব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অন্যবিধ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। শুকলীগণ শুঁড়িরই শাখা বলিয়া গণ্য। শুড়ীর ব্যবসা হইতে স্বতন্ত্র হইয়াও ইহারা শুড়ী বলিয়াই গণ্য এবং সর্ব্বত্র শুকলীর জল অনাচরণীয়। সাহা বণিকের সহিত শুড়ীর কোনও সম্পর্ক নাই।

ঋগ্বেদের "কিকোত" দেশ সম্ভবতঃ পুরাতন বিহার। অথর্ব্ববেদে ইহা মগধ নামেই খ্যাত ছিল। তৎকালে এবং রামায়নের সময়ে উহার অধিকাংশ অরণ্যময়। গয়া নগরী মগধরাজ্যের দক্ষিণে অবস্থিতা বলিয়া প্রাচীন সংস্কৃতভূগোলে পাঠ করা যায়, তাহা হইলে মগধই বিহার। প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী বিহার দেশের রাজধানী "বিহার" নামে এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহা পাটনা জেলার অন্তর্গত। বক্‌তীয়ারপুর রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বিহার প্রায় দশ ক্রোশ। বিহারে একটি থানা, স্কুল, ডাকঘর, চিকিৎসালয় ও মহকুমা-কাছারী আছে এবং এখানে বহুসংখ্যক হিন্দু ও মুসলমান বসতি করে। বিহারে বৌদ্ধধর্ম্মের পরিস্ফুটন হইয়াছিল এবং জৈন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাবীর এইখানেই প্রথম প্রাদুর্ভূত হয়েন। হিংয়সাং এই নগর দর্শন এবং অশোক রাজার ভাই বহুদিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। ইহা বুদ্ধ ও বৌদ্ধদিগের মহালীলা-স্থল। বিহারের নিকটে অর্থাৎ প্রায় সপ্তক্রোশ দূরে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "রাজগৃহ" (রাজগিরি) নামক নগর অবস্থিত। ইহা বিহার মহকুমার অন্তঃর্গত, এই স্থানেই বুদ্ধদেব সন্ন্যাসাবলম্বন করিয়া শিক্ষা ও দীক্ষা প্রাপ্ত হয়েন। রাজগৃহ নামক মহা প্রাচীন নগর এক সময়ে ধন, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বিভব প্রভৃতিতে জগত অলঙ্কৃত করিয়াছিল। ইহা হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধদিগের ইতিহাসে নানা কারণে প্রখ্যাত। বিহার ও রাজগিরির মধ্যবর্ত্তী পথে সাধুশীলা নামে এক নগরী ছিল, অপভ্রংশে উহা সাহুশীলা, সাহ-শীলা, সাউশীলা নামে কথিতা হইত। এই স্থানে অগণ্য হিন্দু "সাধু" (বণিক) বাস করিতেন। এক দিকে বৌদ্ধদিগের অবর্ণনীয় প্রভুত্ব এবং অপর দিকে মুসলমানদিগের প্রবল প্রতাপ ও অত্যাচারে হিন্দু বণিকগণ পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়েন। জোশেফ্ মেরিয়ট্ নামক একজন প্রাচীন ঐতিহাসিকের গ্রন্থ হইতে তৎকালীন বৌদ্ধদিগের ধর্ম্ম প্রচার প্রথার বর্ণনায় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সাহেব বাহাদুর লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধেরা তাহাদের নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিবার

জন্য বল, কৌশল বা প্রলোভন প্রদর্শন করে নাই একথা মিথ্যা। বৌদ্ধেরা নানা প্রকার অসদুপায়ে প্রথমে মগধ দেশে তাহাদের নূতন মত প্রচার করিয়াছিল। তাহাদের অনেকের দৌরাত্মে ধনবান ব্যক্তিগণ নিদারুণ কষ্ট সহ্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিহার রাজ্যে বৌদ্ধাত্যাচারের অনেক কাহিনী আছে।" ইত্যাদি। (J. Mariotte's History of Budhism in Behar. Chap Vii) বেহার অঞ্চলে মুসলমানেরা কিরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত করিয়াছিল, নিম্নে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। জনৈক প্রসিদ্ধ পারস্য (মুসলমান) কবি, বিহারের হিন্দুর উপরে যবনের অত্যাচার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

The whole country, by means of the sword of our holy warriors has become like a forest denuded of its thorns by fire. The land has been saturated with the water of the sword and the vapours of infidelity have been dispersed. The strong men of Bihar have been trodden under foot, and all are ready to pay tribute-Islam is triumphant, idolatry is subdued. Had not the law granted exemption from death by the payment of poll-tax, the very name of Hind, root and branch, would have been extinguished. Amir Khasru's Ashika. Translated by Prof. John Dowson.

ক্রমে মুসলমানেরা বিহারের অন্তর্গত পাটনা, মুঙ্গের, হাজীপুর প্রভৃতি স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। মুসলমান শাসনকালেও বিহারে বৌদ্ধদিগের অল্প প্রভাব ছিল না। বৌদ্ধেরা মুসলমানের হস্তে কখনও বিরোধাচার প্রাপ্ত হয় নাই, ইহারা যবন শাসন কর্ত্তাদিগের নিকট চিরকাল সহানুভূতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজিকালি ব্রাহ্মসমাজ

যেমন খৃষ্টানদিগের হাতে নানাকারণে উৎসাহ প্রাপ্ত হয়, সে কালে বৌদ্ধগণ মুসলমানের হাতে, তদ্রূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইত, কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, খৃষ্টানেরা ব্রাহ্মের নিকটে যেমন হতশ্বাস হইয়াছে, মুসলমানেরাও সেইরূপ বৌদ্ধ দিগের নিকটে আশা হীন হইয়াছিল। একজন গণ্যমান্য বৌদ্ধও যবন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।

যাহাহউক, সাহা বণিকবৃন্দে পরিপূর্ণ প্রসিদ্ধ সাহাশীলা নগরী বৌদ্ধদিগের হস্তগত হইলে পর, শালকা নামে হিন্দুরাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তথায় রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। প্রাচীন পরিব্রাজকেরা সেই সময়ে এই নগরীকে অপভ্রংশে প্রাকৃত ভাষানুসারে শাংকশ্যানামে লিখিয়া গিয়াছেন; হিয়াংসাংবর্নিত শাংকাশ্যা এই সাহাশীলা নগরী। শ্রীমৎ আনন্দ ভট্ট বিরচিত এবং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক প্রকাশিত বল্লাল-চরিত গ্রন্থে এই নগরীর অপর নাম সাহঞ্জনী বলিয়া লিখিত আছে। (শকাব্দা ১৮২৩ সস্করণ, ৪৭ পৃষ্ঠা।) "সাহঞ্জনী নাম পুরী তেন রাজা নিবেশিতা"; সাহঞ্জনস্তু দায়াদো মহিষ্মানাম্ পার্থিবঃ।" ইত্যাদি। শলাকা রাজার নামানুসারে সাহাশীলা নগরী শলোক নাম ধারণ করিয়াছিল। কালপ্রভাবে ইহা শিলাও নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই শিলাও অর্থাৎ প্রাচীন শলোক এখনও বর্ত্তমান, ইহা বিহার মহকুমার অন্তঃপাতী এবং তথা হইতে প্রায় ৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী; এখানে থানা, ডাকঘর, ছোট স্কুল, দোকান এবং বহুসংখ্যক বণিকের বাস। এক সময়ে এখানে, ষষ্টি সহস্র সাহা-বণিকের বাস ছিল, এখনও এখানকার প্রধান প্রধান পুরুষেরা বৈশ্য ও বণিক, কিন্তু এক্ষণে ইহা ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত। বঙ্গের সাহা বণিকেরা বৌদ্ধ ও মুসলমানদিগের নির্য্যাতনে এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক কারণে শীলাও পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন। ইহাদের কোন্ কোন্ বংশ বা কুল সর্ব্ব প্রথম বাঙ্গালায় আগমন করিয়াছিল তাহা নিশ্চয়রূপে

জানিবার উপায় নাই। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্রীপতি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংশোধিত এবং শ্রীরামলাল সাহা প্রণীত সাহাকুল পরিচয়াত্মক পুস্তকে উপনিবেশিকদিগের যে তালিকা আছে তাহার কোনও প্রমাণ নাই। শ্রীযুক্ত রামলালা সাহা লিখিয়াছেন, তিনি মালদহ নিবাসী আশানন্দ সাহা নামক জনৈক ব্যক্তির গৃহে রক্ষিত এক পুরাতন কুলজি হইতে ইহা সংগ্রহ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রামলাল সাহা তাঁহার পুস্তিকায় শিলাও পুরীকে "সুলোক" বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, এই বানান ভ্রমাত্মক। ইহা তালব্য শ। যাহা হউক, রামলাল সাহা, সাহা বণিকদিগের বঙ্গদেশাগমন সম্বন্ধে যে পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহার ভূমিকায় লিখিত আছে—

বহুদিন বহু স্থানে করি পর্য্যটন।
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত কাছে করি অন্বেষণ॥
জানিয়াছি সাহু সাহা কুল বিবরণ।
কুলজী পুস্তক পাছে দেন একজন॥
পেয়েছিল সেই তাহা বহরমপুরে।
বাবু আশানন্দ সাহা সেতারীর ঘরে॥
তা'পরে আমারে যিনি করেন অর্পণ।
বোয়ালিয়া ধাম নাম শ্রীকৃষ্ণ জীবন॥
বহুদিন ইহলোক ত্যজেছেন তিনি।
থাকিলে সাহায্য মম করিত এখনি॥
অতিশয় জীর্ণ, ছিন্ন হস্তলিপি খাতা।
অতি কষ্টে পড়েছিনু কীটে কাটা পাতা॥
তৎপরে হৃষীকেশ পণ্ডিত সুজন।
সাহাকুল কথা কিছু লিখেন তখন॥

তদনন্তর বঙ্গাগমন, পথযাত্রা, নিবাস স্থাপন, ব্যবসা প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—

বঙ্গেতে উর্ব্বরা ভূমি শস্য সুপ্রচুর।
এমন সোণার বঙ্গ ছাড়ে কোন্ মূঢ়॥
চাষের সুযোগ্য ভূমি অনেক পাইব।
সকলে একত্রে তাহা ভাগ করি লব॥
অন্তর বাণিজ্য ভাল চলিবে এখানে।
মোকাম বানিয়ে মোরা থাকিব এখানে॥
সে কারণে সুবাহু আসিয়া বাস স্থানে।
সকলের দারা, সুত অন্তরঙ্গগণে॥
লইয়া করিল যাত্রা পুনঃ বঙ্গদেশে।
দেশের মায়াতে সবে কান্দিল যে শেষে॥
নঙ্গর তুলিয়া মাঝি শিকল খুলিল।
জয় গঙ্গা জয় বলি বাহিতে লাগিল॥
এইরূপে সাত দিন ডিঙ্গা চালাইল।
গঙ্গাতে আসিয়া অনুকূল বায়ু পেল॥
ছাড়িল হাতের দাঁড় যত মাল্লাগণ।
বাদাম লাগায়ে তবে করিল গমন॥
বায়ুবেগে চলে নৌকা তরঙ্গ ভেদিয়া।
সুবাহু কহিছে সাবধান মাঝি ভায়া॥
বালক বালিকা আর যতেক রমণী।
ভয়েতে আকুল তারা কাঁদিছে অমনি॥
এই মত কত দিনে গঙ্গা এড়াইল।
আসিয়া পদ্মার মাঝে দরশন দিল॥
বেগবতী পদ্মা নদী অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া সবার অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
উত্তাল তরঙ্গ যেন সাগর সমান।
কল শব্দে বধিরিল সবাকার কাণ॥

এইমত সবে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।
গঙ্গা পূজা করি যায় ভাসিতে ভাসিতে॥
তিন মাস পরে গেল সাগর বন্দর।
সাহুর সঙ্গেতে দেখা হ'ল সবাকার॥
মোকাম বাটীতে সাহু লইয়া সবারে।
বালক বালিকা নারী অতি সমাদরে॥
রাখিলেন যথাযোগ্য বাসস্থান দিয়া।
তদন্তে বসিল সাধু বাহিরে আসিয়া॥
যাইয়া সে রাজধানী গৌউড় নগরে।
প্রণাম করিয়া কহে নৃপতি গোচরে॥
সাহু সদাগর আছে সাগর বন্দর।
আমারে পাঠালে হেতা শুন দণ্ডধর॥
মণি, মুক্তা, হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বিক্রয় দোকান হেতা করিব স্থাপন॥
সে কারণে এ প্রার্থনা করি তব ঠাঁই।
বিপণির যোগ্য ভূমি সবিনয়ে চাই॥
মম প্রতি নরপতি হইয়া সদয়।
ব্যবসার যোগ্য ভূমি দিতে আজ্ঞা হয়॥
শুনিয়া ভূপতি তবে সাধুর বচন।
কহিতে লাগিল শুন ওহে মন্ত্রিগণ॥
যে স্থানে সুবিধা বোধ করে সদাগর।
সেই স্থানোপরি দেহ নির্ম্মাইয়া ঘর॥
যতেক লাগিবে তাহে টাকা কড়ি ধন।
রাজকোষ হ'তে তাহা করিবে অর্পণ॥
এ প্রকারে বৈশ্যজাতি বাহিরিল শাখা।
তিন স্থানে তিন চিঠি হ'য়ে গেল লেখা॥

একখানা রাখিলেন ঢাকা নিজ ধামে।
আর খানা পাঠাইল শ্রীহট্ট মোকামে॥
আর চিঠি পাঠাইল গোউড় নগরে।
সুবাহুর পুত্র যথা ব্যবসায় করে॥
অতঃপর বহুদিন হইলেক গত।
নানা স্থানে সাহাজাতি হইল বিস্তৃত॥
ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হইল সাহার।
বাণিজ্য সুগম যথা নদ নদী ধার॥
সেই সব স্থানে সবে বসতি করিল।
মেঘনা, যমুনা, পদ্মা তীর যে ছাইল॥
বুড়ীগঙ্গা, হর্সাগর আর ইচ্ছামতি।
মহানন্দা, ধলেশ্বরী, চন্দনা প্রভৃতি॥
এইরূপে সাহু সাহা থাকি স্থানে স্থানে।
খন্দ আদি বেচা কেনা করেন যতনে॥

("সাহাকুল পরিচয়")।

এতক্ষণ যাহা লিখিয়া আসিয়াছি এবং যে সকল পুস্তক হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহাতে পাঠকেরা পরিষ্কার রূপে অবশ্য বুঝিতে পারিয়াছেন যে, অতি শুদ্ধ এবং সুন্দর স্থানে সাহা বণিকেরা প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল এবং অতি প্রখ্যাত ও প্রাচীন স্থান হইতে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিল। তদ্দেশে ইহারা কথনও উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করে নাই, ইহারা পূর্ব্বেকার মত এখনও বৈশ্যোচিত বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকে। মগধে বা ভারতের আর কোনও স্থানে সাহা বণিকেরা সুরা প্রস্তুত, সুরাপাণ বা সুরার ব্যবসা করে নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে বাঙ্গালা দেশে ইহাদের শৌণ্ডিকাপবাদ কেন রটিয়াছে তাহার কারণ পশ্চাৎ উল্লেখ করিয়া এই অসার ও মিথ্যা অপবাদের নিরাকরণ করিব। সুতরাং

বণিকেরা চিরকালই বিশুদ্ধ বৈশ্য, ইহাদের জল অবশ্য আচরণীয়। অনেক জাতির লোকের মধ্যে সাহা উপাধি আছে; বিশেষতঃ গন্ধ বণিক প্রভৃতি বৈশ্য জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যেও "সাহা" উপাধি দেখা যায়, কিন্তু শুঁড়িদিগের সহিত সাহা বণিকের যেমন সম্পর্ক নাই, গন্ধ বণিকদিগের সাহা সম্প্রদায়ের সহিত এই পুস্তকান্তর্গত সাহাজাতির কোনও সম্পর্ক নাই। উভয়েই বৈশ্য তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই কিন্তু সাহা বণিকগণ গন্ধবণিক হইতে ভিন্ন এবং বৈশ্যবর্ণের অপর শাখা। বাঙ্গালাদেশে পূর্ব্ববঙ্গেই সাহা বণিকদিগের সর্ব্ব প্রথম আশ্রম স্থাপিত হয়। বোধহয় এই জন্য পশ্চিমবঙ্গের সাহা হইতে পূর্ব্ব বঙ্গের সাহা অধিকতর সভ্য, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ধনবান, পুরাতন ও পরাক্রমী। সাহাজাতি যে অতিশয় প্রাচীন জাতি, এবং পুরাকালে যে ইহারা বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া প্রবল পরাক্রমসহ বাণিজ্যাদি ব্যাপারে নিযুক্ত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। পঞ্জাবে পেশোয়ার নগরের সীমা পার হইয়া আফ্রিদিস্থান ও আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশাভিমুখে গমন কারলে, সাহাকোট্ (সা-কোট্) নামে নগরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট হইতে এই স্থলে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Dr. Stein, Inspector-General of Education and Archæological Surveyor, North-West Frontier Province, has returned to Peshawar from a short but fruitful tour of archæological exploration which, accompanied by Mr. Pipon, Assistant Commissioner of the Mardan sub-division, he was able to make to the trans-border mountain tract of Mahaban. This region, situated south-east of Bunen and overlooking the Yusufzai plain from the north, had never before been visited by

Europeans and still figures as "unsurveyed" on the latest maps of the Frontier. In it had been located for a long time the settlements of the Sha Baniks whose influence has still to be reckoned with.

Among the number of archæologically interesting sites surveyed was the old fort of Shahkot situated on the higher point of the Mahaban Range, some 7,400 feet above the sea. Since the days of General Abbott it had conjecturally been supposed to mark the position of the mountain fastness Aorness captured by Alexander the Great in the course of his Indian campaign. Its actual examination was thus a task of great historical interest.

From the commanding height of Shahkot splendid views were obtained over the whole of the previously unsurveyed area, the panorama extending northward to the high snowy rages on the Swat-Chitral watershed. One of the important results obtained is the discovery on Mount Banij of the remains of the ancient Buddhist sanctuary which marked the site where Buddha, in a previous existence, was believed to have sacrificed his body to feed a tigress.

উপরিউদ্ধৃত অংশে পাঠক মহাশয় দেখিবেন, সাহা কোটের আবিষ্কার, গ্রীক দেশীয় দিগ্বিজয়ী বীর সেকেন্দর (আলেকজান্দর) সম্রাট কর্তৃক ঐ দেশের মধ্যে আগমন প্রভৃতি কথা অতি পরিষ্কাররূপে লিখিত আছে। সাহা বণিকদিগের উহা আবাস স্থান ছিল ইহাও গবর্ণমেণ্ট

বাহাদুরের রিপোর্টে উল্লিখিত হইয়াছে। সাহাদের প্রাচীন নগরের পার্শ্বে যে মহা বন ছিল তাহা এখনও বিদ্যমান। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রেরিত প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিত ও পরিব্রাজক মহাশয়েরা উক্ত নগরের নিকটে "বণিজ" নামক এক পর্ব্বতের আবিষ্কার করিয়াছেন। অদূরে যে প্রশস্ত রাজ্য "শ্রেষ্ঠী বাস" (শেঠ বাস) বলিয়া পূরাকালে প্রসিদ্ধ ছিল তাহা এখনও সোয়াট্ নাম ধারণ করিয়া প্রাচীন শ্রেষ্ঠী (বণিক সাহাদিগের) গৌরবের পরিচয় দিতেছে। চীণ সমুদ্রে, রুসিয়া, মাঞ্চুরীয়া, কোরিয়া, প্রভৃতি স্থানেও সাহা বণিকদিগের গতিবিধি ছিল। সম্প্রতি রুশ ও জাপানীদিগের মধ্যে যে মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছে, সেই সর্ব্বলোকত্রাসী সমর সংঘটনের প্রান্তরের নাম "সাহাও" (Shaho), ইংলণ্ডের ভূবনবিখ্যাত "টাইমস্" সমাচার পত্রে জাপান সমর ক্ষেত্রস্থ সম্বাদদাতা লিখিয়াছেন অতি পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় বণিকেরা এই সাহো রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, কালক্রমে তাহা ধ্বংস হইয়া প্রশস্ত প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে।

সাহাজাতির মধ্যে দেশমুখ্য, ভৌমিক, দেওয়ান, প্রামাণিক, জোয়াদ্দার, মজুমদার প্রভৃতি উপাধি এই জাতির উচ্চশ্রেণীর স্থানের পরিচায়ক। মহামতি মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন, "প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যা স্বকর্ম্মভিঃ", অতএব জাতীয় কর্ম্ম দ্বারাও সাহাদিগের উৎপত্তির উচ্চতা ও শুদ্ধতা জানা যায়। মনুসংহিতায় টীকাকার কুল্লুকভট্ট যেমন লিখিয়াছেন "যেষাং জাতি নির্ণিতুং অশক্যা কর্ম্মণা তেষাং জাতি নির্ণয়া" তেমনি শ্রীমদভাগবৎ গ্রন্থের একাদশ স্কন্ধের সপ্তদশ অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে লিখিত আছে—

বর্ণাণামাশ্রমাণাঞ্চ জন্মভূম্যনুসারিণী।
আসন্ প্রকৃতয়ো নৃণাং নীচৈর্ণী চোত্তমোত্তমাঃ॥

অর্থাৎ, বর্ণ, আশ্রম, জন্ম ও ভূমি অনুসারে মানুষের স্বভাবের সৃষ্টি হয়। হারিত সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে লিখিত আছে—

"যজ্ঞাধ্যয়ন দানানি কুর্য্যাৎ নিত্য মতান্ত। পিতৃ কার্য্য পরশ্চৈব নরসিংহার্চ্চণ পরঃ।" মনুর এবং হারীতের শ্লোক দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী সাত্বিক প্রকৃতি সম্পন্ন সাহাদিগের উৎপত্তির উচ্চতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। ফলতঃ উপনয়ন ব্যতীত, বিবাহ, গর্ত্তাধান, পুংসবন, সীমন্তোনয়ন, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, সাধভক্ষণ, জাত কর্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, নাম করণ এই দশবিধ সংস্কার সাহা সমাজে শাস্ত্রীয় প্রথামত প্রচলিত আছে। সংহিতা সকলের মধ্যে (অর্থাৎ পরশুরাম, আপস্তম্ব, বশিষ্ট, যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, ব্যাস, নারদ, বিষ্ণু, হারীত, পরাশর, বৃহৎ) এবং পুরাণ ও উপপুরাণ সমূহ মধ্যে (অর্থাৎ অগ্নি, কুর্ম্ম, বায়ু, গরুড়, শারদীয়, পদ্ম, শৈব, বামণ, বরাহ, বিষ্ণু, ব্রহ্ম, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, ব্রহ্মাণ্ড, ভবিষ্য, ভাগবত, মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, লিঙ্গ, স্কন্দ, কল্কি, কপিল, কালিকা, দুর্ব্বাসা, দেবী, নন্দী, নারদ, নৃসিংহ, বৃহদ্ধর্ম্ম, ভৃগু, মহেশ্বর, মুদ্গল, শাম্ব, শিব, সনৎকুমার এবং তদ্ব্যতীত অপরাপর অনেক শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখান যাইতে পারে সাহা বণিকগণের উৎপত্তি বিশুদ্ধ এবং সম্পূর্ণ আর্য্য। যাহা হউক, বঙ্গের সাহা বণিকাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে বিহার অঞ্চল হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিলেন তাহার অনেক প্রকৃষ্ট প্রমাণ ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেশ ভেদে ভাষায় পার্থক্য জন্মিয়াছে বটে কিন্তু অল্পদিনপূর্ব্বে ইহাদের জাতির মধ্যে অনেকের কারবারের হিসাব পত্রাদি হিন্দি ভাষায় (কায়থী অক্ষরে) লিখিত হইত; অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, কোনও কোনও স্থানে এখনও হিন্দি ভাষায় পত্রাদি লিখিত হইয়া থাকে। স্থান বিশেষে বিবাহ প্রথার অধিকাংশ পশ্চিম দেশীয় বণিকদিগের বিবাহের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইংরাজি ১৮৭৪ অব্দে দিনাজপুরের তৎসাময়িক ডিষ্ট্রীক্ট্ সিবিল জজ শ্রীযুক্ত ডবলিউ, ই, ওয়ার্ড সাহেব বাহাদুর, "পঞ্চানন দাস বনাম মহেশচন্দ্র দাস" এই মোকর্দ্দমায় মে মাসের ২০ তারিখের রায়ে লিখিয়া ছিলেন "আবেদনকারীদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে বঙ্গে

আগমন করিয়াছিলেন।" ডিষট্ কৃট্ জজের এই উক্তি ১৮৭৪ অব্দের অক্টোবর মাসে শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামান্য হাইকোর্টের বিচারপতি মহাশয়গণ ৪৪৬ নম্বর আপীল মোকর্দ্দমায় সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।" That these people did really come to settle in Bengal from a distant country admits of no doubt. * * All that seems to be proved is that the applicants' family did several generations ago come from a country far off from Bengal." (Sd. W. E. Ward, officiating Judge, Dinagepore, 20th May, 1874, Re. Panchanan Dass Versus Maheshchandro Das). The finding of the Judge has since been upheld by the Honble Judges of the Highcourt of Judicature at Fort William Calcutta. (vide Miscellaneous Regular Appeal No. 446 of 1874 preferred on the 2nd day of October of 1874. এতক্ষণ যাহা লিখিয়া আসিলাম, পাঠকেরা তাহা মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বুঝিতে পারিবেন, সাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিহার হইতে আগমন করিয়া বঙ্গদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং প্রাচীনকাল হইতে এ পর্য্যন্ত ইহারা বাণিজ্যাদি শুদ্ধ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বঙ্গের সাহা বণিকদিগের উৎপত্তির শুদ্ধতা ও আর্য্যত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

সাহাজাতির বর্ণ বিচার।—সাহাজাতির বৈশ্যত্ব প্রতিপাদক প্রমাণের অভাব নাই; আমরা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ইহারা বৈশ্য। সাহাজাতি যে বৈশ্য তৎসম্বন্ধে বহুল প্রমাণ দেখান যাইতে পারে, আপাততঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রমাণ সন্নিবিষ্ট করা গেল।

প্রথম প্রমাণ।—সাহা সম্প্রদায় ভুক্ত ব্যক্তি বৃন্দের অনেক উপাধি মধ্যে একটি উপাধির নাম পাইন বা পণি অথবা পণ্যী অর্থাৎ পণ্য

বিক্রেতা ; বণিক বর্ণ ভুক্ত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই পাইন উপাধি দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গে এবং অন্যান্য অনেক স্থানে সাহার পাইন উপাধি আছে। ইহা পণি বা পণ্যী শব্দের অপভ্রংশ। সংস্কৃত বণিজ ও পণিজ একই কথা। পাণিনীয় ঔণাদিক প্রকরণে আছে—"পণে রিজ্যাদেশ্চ বঃ বণিক্"। ঋগ্বেদে যে পণি শব্দের উল্লেখ আছে সায়ণের মতে উহার অর্থ বণিক্। প্রত্যয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া "পণ" ধাতুর উত্তর "ইজ্" প্রত্যয়ে বণিজ্ শব্দ সিদ্ধ হয়। এতদনুসারে পণি, পণিজ্ বা বণিজ্ শব্দ এক। ঋগ্বেদ মণ্ডল ৬, সূক্ত ৫৩, ঋক্ ৫, ৬, ৭ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। ইহাতে সাহা বণিকদিগের বৈশ্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে। পণি, পণ্যী, পণিজ, পাইন ইত্যাদি উপাধি কোনও কালেই শূদ্রের উপাধি ছিলনা ; এখনও তাহা নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ।—সংস্কৃত "সাধু" শব্দের অন্যান্য অর্থ মধ্যে বণিক ইহার অন্যতম অর্থ। যে কোনও সংস্কৃত অভিধান, শব্দশাস্ত্র বা বর্ণবিচার গ্রন্থ পাঠ করিলেই ইহার এই অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ইহা প্রাচীন ও প্রখ্যাত কথা, ইহাতে নূতনত্ব কিছুই নাই, ইহা সর্ব্বত্র প্রচলিত। অধিক কি বালক পাঠ্য "প্রকৃতি বোধ" নামক অভিধানেও সাধু শব্দের "বণিক" অর্থ লেখা আছে। এই সাধু শব্দ হইতে সাহু ও সাহা শব্দ অপভ্রষ্ট হইয়াছে। সাধু উপাধি শূদ্রের বা সঙ্করবর্ণের দ্বারা কখনও ব্যবহৃত হয় নাই, তাহারা এই উপাধি ব্যবহার করিতেও অনধিকারী। ইহা চিরকালই বৈশ্য বণিকবৃন্দের উপাধি। কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে সাধু শব্দ সর্ব্বত্র বৈশ্যের প্রতি প্রয়োজিত হইয়াছে।

তৃতীয় প্রমাণ—"সাহা" উপাধিকে যদি মুসলমান প্রদত্ত উপাধি অথবা এই শব্দকে যদি যাবণিক ভাষার শব্দ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলেও ইহার শুদ্ধতা ও শ্রেষ্টতা প্রকৃষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইতে পারে। সাহা এই সম্মানিত যাবণিক উপাধি, তৎকালীন মুসলমনা

সম্রাট, নবাব ও শাসন কর্ত্তাগণ, গণ্যমান্য ব্যক্তিগণকেই প্রদান করিতেন। বণিক ও মহাজনেরা এই উপাধিতে সম্মানিত হইতেন। সাহাজাতি যদি নিম্ন শ্রেণীর জাতি হইত তাহা হইলে এই উপাধি তাহাদিগকে প্রদত্ত হইত না ইহা নিশ্চয়। সম্রাট ও নবাবেরা স্বয়ং "সাহ" উপাধি ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এই উপাধি সম্মানসূচক এবং ইহা ধনবান ও সম্ভ্রান্ত পুরুষেরই যোগ্য। বৈশ্যের ইহা বিশিষ্ট উপাধি। সেকালে বৈশ্য বণিক সমাজেই ধনসম্পত্তি আবদ্ধ ছিল।

চতুর্থ প্রমাণ।—গন্ধ বণিকেরা বৈশ্য, ইহাদের উপাধি সমূহের মধ্যে একটি উপাধির নাম "সাহা"; সুবর্ণ বণিকেরা বৈশ্য, ইহাদের একটি উপাধির নাম "পাইন"; এই উভয় সম্প্রদায়ই বণিক। সাহা জাতির সাহা উপাধি নিশ্চয়ই বৈশ্যত্ব্য ব্যঞ্জক।

পঞ্চম প্রমাণ।—বঙ্গদেশে এবং বঙ্গদেশের বহির্ভাগে বৈশ্য সমাজে—কেবল বৈশ্য সমাজেই—সাহা উপাধি প্রচলিত। সুতরাং সাহা উপাধিধারী ব্যক্তিগণ বৈশ্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ষষ্ঠ প্রমাণ।—সাহা জাতির প্রাচীন ও বর্ত্তমান বৃত্তি অর্থাৎ বাণিজ্য, ব্যবসা, দোকানদারী, আড়তদারী, মহাজনী, কুসীদ গ্রহণ প্রভৃতি ইহাদের বৈশ্য শোণিতের প্রমাণ। তদ্ভিন্ন ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, ভক্তি, প্রেম, শুদ্ধতা, দেবসেবা, ব্রাহ্মণ সেবা, দান, পুণ্য কর্ম্ম ও ব্যবসা বুদ্ধি বৈশ্যত্বের সম্পূর্ণ পরিচায়ক।

সপ্তম প্রমাণ।—সুপণ্ডিত নবদ্বীপ ধাম ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিক্ষা, জ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে এক সময়ে সমগ্র জগতের শিরোমণি ছিল। শ্রীমৎ রূপসনাতনের পদাবলীতে লিখিত আছে—

ন্যায় স্মৃতি তত্ত্বজ্ঞানে নবদ্বীপ শ্রেষ্ঠ।
সর্ব্বদেশ হতে আসে বুভুৎসু গরিষ্ঠ॥

এই নবদ্বীপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শুদ্ধতম ব্রাহ্মণবর্গের বংশ পরিণামে গোস্বামী

উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। গোস্বামীগণের গুণ গরিমায় সমগ্র বঙ্গদেশ এক সময়ে ভারতবর্ষ মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিল।

অনন্যচিত, নিষ্কাম, হরিনাম বলে।
সর্ব্বজীবে সদয়, গোঁসাই নামে চলে॥

বঙ্গের অধিকাংশ বৈশ্য বণিক এই গোস্বামীদিগের প্রিয় শিষ্য।

যাদের শিষ্য প্রশিষ্য "সাধু" নানা জাতি।
এমন গুণের গুরু, গোস্বামীক-খ্যাতি॥

যাঁহাদিগকে জগৎগুরু গোস্বামীগণ, ব্রাহ্মণ গুরু গোস্বামীগণ, ভগবানের ভক্তাধিক ভক্ত এবং আধ্যাত্মিক তেজে মহাবিক্রমী ও মহা পবিত্র গোস্বামীগণ, পুত্রবৎ প্রিয় শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, সেই সাহা জাতি কখনই নীচ শূদ্র হইতে পারে না, ইহারা অবশ্যই শুদ্ধ বৈশ্য এবং ইহাদের জল অবশ্য আচরণীয়।

অষ্টম প্রমাণ।—সাহা শব্দ যে "সাধু" শব্দ হইতে নিঃসৃত এবং ঐ আদি সংস্কৃত শব্দের ইহা অপভ্রংশ, ইহা কেবল সাধারণ মত বা শাস্ত্রীয় মত নহে, সাহা জাতিরাও ইহা স্বীকার করে। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই কথা প্রচলিত। পশ্চিম বঙ্গে সাহা জাতির বালক ও বালিকারা প্রবৃদ্ধ পুরুষদিগের মুখে এখনও একটা প্রাচীন কবিতা শিক্ষা করে, তাহা এই—

বেসাতি বেপার করি, "সাধু" আদি নাম।
বণিকের বৃত্তিধরি, বৈশ্য যার কাম॥

এই শ্লোক আমি শত শত সাহা বণিক গৃহস্থের স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছি। অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত এই প্রবাদ বাক্যের কি কোনও মূল নাই? এ পর্য্যন্ত ইহার প্রতিকূলে কোনও কথা শুনি নাই। এই প্রাচীন প্রবাদ বাক্য অবলম্বন করিয়া "সাহাকুল পরিচয়" পুস্তিকার গ্রন্থ কর্ত্তা বোধ হয় লিখিয়াছেন" সাধু শব্দের অপভ্রংশ সাহা ও সাহু। সাহারা বৈশ্যজাতীয় বণিক।"

নবম প্রমাণ।—সাহাদিগের মগধ দেশের আদি বাস এবং তথায় ব্যবসা বৃত্তি পরিচালন প্রভৃতিও বৈশ্যত্বের পরিচায়ক; মনুমহর্ষি লিখিয়াছেন "মাগধানাং বণিক্ পথঃ"। সকল শাস্ত্রে বণিকের যে বৃত্তি আছে সাহাদিগের ঠিক সেই বৃত্তি, সুতরাং ইহারা বৈশ্য।

দশম প্রমাণ।—"সাধূনাং বণিজানাং" বৃহৎসংহিতার এই প্রাচীন শ্লোকে সাধু (সাহা) গণ বৈশ্য প্রতিপন্ন হইতেছেন।

একাদশ প্রমাণ।—দুর্গাচার্য্যকৃত নিরুক্ত নামক বৈদিক ব্যাকরণে "সাধু"গণ পণ্যাজীবিঃ বৈশ্য বলিয়া বর্ণিত আছেন।

দ্বাদশ প্রমাণ।—আরব্য, সংস্কৃত, পারস্য, উর্দ্দু, হিন্দি, তুর্কী, গুজরাটী, কচ্ছী, কাটিয়াবাড়া, মাড়োয়াড়ী, বুন্দেলখণ্ডী প্রভৃতি ভাষায় "সাধু" শব্দ বৈশ্যবণিকের প্রতি প্রয়োজিত হয়।

ত্রয়োদশ প্রমাণ।—সাহা বণিকগণের সমাজে প্রাচীনকালে বা বর্ত্তমান সময়ে অবৈশ্যত্বের কথা কখনও শুনা যায় নাই। অবিবেকী লোকেরা একটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অপ্রমাণিক ও সর্ব্বাঙ্গীণ মিথ্যা কথা ঘোষণা করিয়া ইহাদের যে শৌণ্ডিকাপবাদ দিয়াছে তাহার যথা সময়ে উল্লেখ করিব। কিন্তু সাহা বণিক সমাজের লোকেরা তাহাদিগকে কখনও অ-বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দেয় নাই, এবং এইরূপ পরিচয় কখনও শুনা যায় নাই। সামাজিক পরিচয় সমাজের ঔৎকর্ষাপকর্ষের পরিচায়ক। হিন্দু সমাজে প্রাচীনকাল হইতে যাহার যাহা পরিচয় আছে তাহা কখন কেহ গোপন করে নাই এবং হিন্দু সামাজিক নিয়ম এত সুদৃঢ় যে তাহা গোপনও থাকিতে পারে না। সাহারা শূদ্র বা সঙ্কর হইলে এরূপ একটা ধারণা তাহাদের মনোমধ্যে অথবা এরূপ একটা পরিচয় তাহাদের সমাজ মধ্যে অবশ্যই বর্ত্তমান থাকিত, কিন্তু তাহা নাই; তাহারা চিরকালই বণিক বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছে এবং এখনও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

বৈশ্যবংশে জন্ম সাহা অতি সদাচার।
ব্রাহ্মণের সেবা ভক্তি করে অনিবার॥
একে একে সকল হইল অবগত।
বৈশ্যকুল শাখা জাতি সাহু সাহা যত॥
("সাহাকুল পরিচয়।" প্রথম ও একুইশ পৃষ্ঠা)

চতুর্দ্দশ প্রমাণ।—অনুসন্ধান করিলে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন, বঙ্গদেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সাহা বণিকদিগের নামে অনেক গ্রাম, নগর ও কীর্ত্তি বর্ত্তমান আছে। ধনবান পুরুষ না হইলে এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে, আমরা পূর্ব্বেই কহিয়াছি, সেকালে বণিক সমাজেই ধন আবদ্ধ ছিল। বিশ শব্দ ধন সম্পত্তির পরিচায়ক। হুগলীর নিকট সাহাগঞ্জ সাহাদিগের দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত। তারকেশ্বরের নিকট সাপুর গ্রাম সাহাদিগের দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত। মালদহের সাহামুণ্ডী, মাণিকগঞ্জের সাহা বালেশ্বর প্রভৃতি গ্রাম সাহা বণিকগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের সাহাপুর প্রসিদ্ধ বণিক উদয় সাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ছোটনাগপুরের সাপুর রাজ্য প্রখ্যাত বৈশ্যবণিক ভরণী সাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই রাজ্য এখনও বর্ত্তমান। প্রসিদ্ধ ভগরীথ সাহা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুর্শিদাবাদ জেলার ভগরীথপুর গ্রাম এখনও বর্ত্তমান। এই সকল প্রমাণে কি সাহা জাতিকে বৈশ্য বলা যাইতে পারে না?

পঞ্চদশ প্রমাণ।—পেশোয়ারের দ্বাবিংশ মাইল অন্তরে সাহা-বাজগড়ী নগরী এখনও বর্ত্তমান আছে। একসময়ে অশোক রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। বহু পূর্ব্বে আমি স্বয়ং সাহাবাজগড়ী নগরীতে গমন করিয়া কয়েক দিবস তথায় অবস্থান করিয়াছিলাম। সেখানে এখনও সাহা উপাধিধারী বৈশ্যবনিক আছে, ইহারা প্রাচীন সাহাদিগের বংশধর। এই প্রাচীনানগরী মঙ্গল সাহা নামক বণিকের

দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরীর চারি দিকে পুরাতন প্রস্তরের দেওয়াল এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটি গেটের (দ্বার বা ফটকের) প্রস্তর ফলকে, মঙ্গল সাহাকে অতি পরিষ্কার ভাবে বৈশ্য এবং বণিক রূপে বর্ণনা করিয়া কয়েকটি সুন্দর শ্লোক খোদিত হইয়াছে। এই কবিতায় সাধু এবং সাহা উভয় শব্দই প্রয়োজিত হইয়াছে।

ষোড়শ প্রমাণ।—শিলাও গ্রামের কথা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে। শিলাও এবং তাহার পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের সাহাগণ চিরদিন বণিক ও বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে।

সপ্তদশ প্রমাণ।—মালাবার উপকূলে মহীশূর প্রদেশে, ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে ও কোচিন দেশে সাহা বণিক এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা মাগধী বলিয়া পরিচয় দেয়; "মগধ হইতে আগত, বৈশ্য এবং বণিক" ইহাই ইহাদের সর্ব্বত্র পরিচয়।

অষ্টাদশ প্রমাণ।—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি উত্তর পশ্চিম-অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ ফরক্কাবাদ নগরে গমন করিয়াছিলাম। তথায় দেখিলাম, নগরে প্রায় পঞ্চশতাধিক "সাধু" উপাধিধারী ব্যক্তির বাস। ইহারা বিশুদ্ধ হিন্দু, পরম বৈষ্ণব, নিরামিশাসী এবং ইহাদের জল অতি পবিত্র ও সর্ব্বত্র আদরনীয় ও আচরনীয়। ইহারা বিষ্ণুভক্ত, ইহাদের মন্দির সুশোভন এবং ইহারা সকলেই বৈশ্যবৃত্তিজীবি ও সম্ভ্রান্ত। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে ইহাদিগের সমাজ ও মন্দির স্বয়ং দেখিয়া আসিতে পারেন। ইহারা সকলেই বণিক এবং মাগধী বলিয়া পরিচয় দেয়। সাহা ইহাদের অন্যতম উপাধি। পাঠক মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গের সাহাজাতির বৈশ্যত্বের এতদপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্ট প্রমাণ চাহেন কি? ইহা কি প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে? ভারতের সর্ব্বত্র সাধু, সাহু, সাহা এইগুলি বণিকের ও বৈশ্যের উপাধি। কেবল তাহাই নহে, পৃথিবীর প্রায় সমুদয় প্রাচীন ও সুসভ্য সমাজে এই

উপাধিগুলি বৈশ্যত্বের পরিচায়ক। প্রমাণান্তরে তাহা দেখিবেন।

ঊনবিংশ প্রমাণ।—অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ য়িহুদীজাতির হিব্রু ভাষায় "সাদক" শব্দ সাধু শব্দবৎ উচ্চারিত হয়, ইহার অর্থ ব্যবসায়ী। গ্রীক ভাষার সাধউকেশ্ শব্দের অর্থ ধনবান এবং ন্যায় পরায়ণ ব্যক্তি। সেকালে বণিকদিগকে সকলে সাধু বলিয়া জানিত, বণিকদিগের নিকটেই আপামর সাধারণের টাকা গচ্ছিত থাকিত, বণিকদিগের দ্বারাই "লেনা" "দেনার" কার্য্য হইত, তাহারাই ধন, সম্পত্তি, শস্য ইত্যাদির মাণ পরিমাণ করিয়া দিত, এই জন্য ইহাদিগকে সকলে ন্যায়পরায়ণ বলিয়া বিশ্বাস করিত এবং এই জন্যই বণিকের অপর আখ্যা মহাজন। এখন বুঝা গেল, পৃথিবীর সকল প্রাচীণ ভাষাতেই সাধু ও সাহা শব্দের অর্থ বণিক এবং বণিকেরা বৈশ্য।

বিংশ প্রমাণ।—ইতিপূর্ব্বে সাহাজাতির উৎপত্তি নামক প্রস্তাবে সাহাকোটের যে পরিচয় দেওয়া গিয়াছে তাহা সাহাজাতির বৈশ্যত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

একবিংশ প্রমাণ।—ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈশ্যের উপাধি সমূহ ধনপুষ্টি বা ঐশ্বর্য্যবাচক। সাহাজাতির মধ্যে প্রচলিত বহুল উপাধি তাহাই প্রতিপাদন করে। বিষ্ণু, মনু, শঙ্খ প্রভৃতি স্মার্ত্ত গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। "ধনো পেতং বৈশ্যস্য" (বিষ্ণু সংহিতা ২৭অ,) "বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং" (মনু ২য়অ,) "ধনান্তঞ্চৈব বৈশ্যস্য" (শঙ্খসংহিতা ২য় অ,), "ধনোবৈশ্যে" (বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ)।

দ্বাবিংশ প্রমাণ।—ঢাকার সুবিখ্যাত রূপলাল দাস রঘুনাথ দাস, সাহাজাতির অন্যতম মহা ধনবান পুরুষ ও শোভনীয় অলঙ্কার। এক সময়ে ভারতবর্ষের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফারিণ সাহেব বাহাদুর ইঁহাদের বাটীতে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রূপলাল দাস রঘুনাথ দাস প্রভৃত অর্থব্যয়, রাজভক্তি ও পরিশ্রম সহকারে গবর্ণর

জেনেরল বাহাদুরের সম্রাটোচিত অর্ভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। লাট সাহেব কলিকাতা রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, কয়েকখানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র সম্পাদক লিখিয়াছিলেন "সাহারা নীচ জাতি, ইহাদের বাটীতে বড় লাটের আগমন শোভা পায় না।" ইহাতে সম্পাদকদিগের নামে রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থিত হয়; বিচারে দুই একজন সম্পাদকের ছয় মাস কারাবাস ও একশত টাকা অর্থদণ্ড হইয়াছিল। রায়ে জজ সাহেব লিখিয়া ছিলেন, "সাহাজাতি নীচজাতি নহে ইহারা বাণিজ্য ব্যবসায়ী মহাজন এবং জমিদার।" বিচক্ষণ বিচারপতি বিশেষ আলোচনা পূর্ব্বক সাহাজাতিকে বৈশ্য বলিয়া স্থির করিয়া ছিলেন।

ত্রয়োবিংশ প্রমাণ।—সাগরকান্দি গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ পোদ্দার বংশে, আলিসাকান্দির সুপ্রসিদ্ধ রায় বংশে, ঢাকার জমিদার রঘুনাথ দাস মহাশয়ের আলয়ে এবং তদ্ভিন্ন আরও অসংখ্য প্রাচীণ সাহা গৃহস্থে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, অতীব পুরাতন কোষ্ঠি ও কাগজ পত্রে "সাহকুলোদ্ভব" "বৈশ্যবর্ণঃ" ইত্যাদি সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে। ইহাতে কি বোধ হয় না, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই জাতি বৈশ্যবর্ণ বলিয়াই পরিচিত হইয়া আসিতেছে?

চতুর্ব্বিংশ প্রমাণ।—অতি পুরাতন কাল হইতে সাহা সমাজে গন্ধেশ্বরী পূজা প্রথা প্রচলিত আছে। এই পূজা বণিক ও বৈশ্য জাতি ভিন্ন আর কোনও জাতি মধ্যে প্রচলিত নাই। শূদ্রেরা কখনও গন্ধেশ্বরী প্রথা করে নাই এবং এখনও করে না, সুতরাং ইহাও সাহাদিগের বৈশ্যত্বের প্রমাণ।

পঞ্চবিংশ প্রমাণ।—কবিবর ভারত চন্দ্র রায়ের নাম সুশিক্ষিত পাঠক মাত্রেরই নিকট সুবিদিত আছে। ইঁহার প্রণীত "সত্যপীরের কথা" নাম্নী পুস্তিকায় ইনি সওদাগরকে পুনঃ পুনঃ "সাধু" লিখিয়া

সাহার বণিকধর্ম্ম ও বৈশ্যবর্ণের অমর সাক্ষী দিয়া গিয়াছেন। দুইটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত হইল। পাঠকেরা ইচ্ছা করিলে ঐ পাঁচালী বা "কথা" পাঠ করিয়া দেখিতে পারেন।

১। সত্যপীর ক্রোধঘন, রাজভাণ্ডারের ধন,
সাধুর নৌকায় থরে থরে।
দৈবে দেখে রাজ বলে, কোটাল প্রভাতে চলে
লোং পেয়ে বাঁধে সদাগরে॥

২। ভেদ পেয়ে দ্বিজস্থানে, সত্যপীরে সির্ণিমানে,
চন্দ্রকলা কান্তের কামনা।
প্রত্যুষে ফকিররূপ, স্বপনে দেখিয়া ভূপ,
ছেড়ে দিলা সাধু দুই জনা॥

ষড়বিংশ প্রমাণ।—ইংরাজী ১৮৯১ অব্দের সেন্সস গ্রহণকালে এদেশের জাতিতত্ব লইয়া হিন্দুরা আন্দোলন করেন নাই, তখন জাতিতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করতঃ কেহই পারস্পরিক বিদ্বেষের সৃষ্টি করে নাই। সেই শান্তির সময়ে মালদহের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং সেন্সস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বাবু সুরেশচন্দ্র সিংহ মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন। তিনি লিখিতেছেন—"The claims of the Sahas as baniks (Vaisyas) have been conclusively proved by many Vaisyas who came from Behar and N. W. P. and appeared before me to give evidence to ascertain the caste of the Sahas." অর্থাৎ বেহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের বহুলোক আসিয়া আমার নিকটে সাক্ষী দিয়া গিয়াছে যে, বঙ্গের সাহারা বণিক ও বৈশ্য।

সপ্তবিংশ প্রমাণ।—বাঙ্গালার বোর্ড অব্ রেভিনিউ নামক সর্ব্ব প্রধান দেওয়ানী আদালতে সাহা জাতীয় গোপীচন্দ্র দাস মহাশয় ১৮৭২ অব্দে আসিস্‌টাণ্ট চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন।

৩

গবর্ণমেণ্টের চাকুরীতে প্রবেশ করিলেই আইনানুসারে নাম, বয়স, পিতার নাম, জাতি ও বংশের পরিচয় দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর "সর্ব্বিশ বুকে," প্রায় ৩৪ বৎসর পূর্ব্বে, গোপীচাঁদ বাবুকে "বণিক ও বৈশ্য" বলিয়া তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।

অষ্টাবিংশ প্রমাণ।—মালদহের আগরওয়ালা বৈশ্য বণিক-দিগের এক পুরোহিতের নাম মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ইঁহার ভগ্নিপতির নাম শশীভূষণ বিদ্যাবিনোদ এবং শশীভূষণের সহোদরের নাম মহেন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ডুবলহাটী রাজবংশের পুরোহিত ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কন্যাকে মহেন্দ্র বিবাহ করেন। এখন দেখা গেল, মালদহের আগরওয়ালা বিশুদ্ধ বণিক বৈশ্যদিগের পুরোহিতেরা সাহাজাতির পৌরহিত্য করেন। ইঁহারা কেহই শূদ্রযাজক নহেন। সাহারা শূদ্র হইলে পুরোহিতেরা এই কার্য্যে ব্রতী হইতেন না। কেবল তাহাই নহে, ঢাকা, মুর্শীদাবাদ, রাজসাহী প্রভৃতি অনেক স্থান হইতে অগণ্য প্রমাণ আনীত হইয়াছে, তাহা সমগ্র প্রকাশ করিতে গেলে স্থানে কুলায় না। ফলতঃ উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরাই সাহা জাতিদিগের ব্রাহ্মণ।

ঊনত্রিংশ প্রমাণ।—সাহাদিগের কর্ম্ম ও বৃত্তি বা জীবিকা (যথা কৃষিকার্য্য, গোপালন, বাণিজ্য, ব্যবসা, দোকানদারী, আড়তদারী, মহাজনা, সওদাগিরি, ইত্যাদি) ইহাদের বৈশ্যত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ত্রিংশ প্রমাণ।—শরীরবিজ্ঞান ও বর্ণবিজ্ঞান লইয়া বিচার করিলেও দেখা যায়, সাহাদিগের পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগের অথবা বালক ও বালিকাদিগের দেহ, বদন, মন, মস্তিষ্ক, স্বভাব, আচার, প্রবৃত্তি, মুখাকৃতি প্রভৃতি অনার্য্য বা শূদ্রের ন্যায় নহে। বৈশ্যভাব ইহাদের কর্ম্মে ধর্ম্মে ও চর্ম্মে বর্ত্তমান আছে।

আর অধিক প্রমাণ দিবার আবশ্যক নাই। এই কয়েকটি প্রমাণেই

বুদ্ধিমান, সত্যপ্রিয় ও নিরপেক্ষ পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন যে, বণিক ধর্ম্মাবলম্বী সাহারা বাস্তবিক আর্য্য এবং বৈশ্য।

সাহা বণিকদিগের সমাজ ও স্বভাব।—সাহা জাতির সমাজ সম্বন্ধে আমি স্বয়ং অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে, ইহাদের সমাজে অ-হিন্দু জনোচিত বা অসাত্ত্বিক জনোচিত কোনও ব্যবহারই পরিদৃষ্ট হয় না। উপনয়ন ব্যতীত দশবিধ সংস্কার এই সমাজে প্রচলিত। নানাবিধ সাত্ত্বিক ব্রত, একাদশী প্রভৃতির উপবাস, অতিথি সেবা, ব্রাহ্মণ সেবা, শাস্ত্র পাঠ, পূজা, তীর্থ দর্শন, দান, বৃক্ষ ও মন্দির ও জলাশয় প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সমুদয় সাত্ত্বিক ক্রিয়াকলাপে ইহারা অনুরক্ত। সাহা জাতি মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই; কোনও কোনও স্থানে ব্রাহ্মণ কায়স্থের বিবাহের ন্যায় "কুশণ্ডিকা" প্রথার প্রচলন আছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, অধিকাংশ সাহা বৈষ্ণব মতাবলম্বী এবং গোস্বামী শিষ্য। ইহারা গুরু ভক্ত, ব্রাহ্মণ ভক্ত ও বদান্য। ইহাদের শবদেহ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ন্যায় দাহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি জাতির ন্যায় শ্রাদ্ধীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়। মরণের পূর্ব্বে বৈতরণী প্রথা আছে। মহিলাগণ বহু প্রকার ব্রত সম্পন্ন করে। সাহা সমাজে স্বগোত্রে বিবাহ হয় না। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত সেন্সস রিপোর্টের (১৯০১ অব্দ) ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম অংশের ১৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে "There is no doubt that the Sahas are enlightened and progressive community and that they include in their ranks many jemindars and rich traders." অর্থাৎ "ইহা নিশ্চয় যে, সাহাগণ শিক্ষিত, সভ্য ও উন্নতিশালী; ইহাদের মধ্যে অনেক ধনবান বণিক ও জমিদার আছেন।" ভুবনবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজশ্রী আচার্য্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল, এল, ডি, মহোদয় তাঁহার "বিবিধার্থসংগ্রহ" নামক মাসিক

পত্রে একবার লিখিয়াছিলেন, “পূর্ব্ব বাঙ্গালা অঞ্চলের সাহারা বিশিষ্ট হিন্দু ও পরমার্থ জ্ঞানানুসন্ধায়ী”। রাজা রাজেন্দ্রলালের লেখনী হইতে যে জাতির এরূপ প্রশংসা নিঃসৃত হইয়াছে সে জাতি কথনই নগণ্য নহে। বাস্তবিক সাহা জাতির অনেক গুণ আছে। যাহা হউক কৌলীন্য মৌলিক্য প্রথার বিশেষত্ব ইহাদের সমাজে নাই। কোনও কোনও স্থলে “প্রামাণিক” উপাধিধারীগণ কুলীন বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। সোণাকালী, ভূষাপটি, দশপাড়া, বাসঘরে, ছইথালী, বাহুতোড়া, মালিক, বাল্দীক, সাউ, সাবুই প্রভৃতি শ্রেণী আছে। খাস বঙ্গের সাহাদিগের মধ্যে শতকরা ৬৮ জন লিখিতে পড়িতে পারে, কিন্তু ২৩ জনের অধিক শিক্ষিত নহে। শতকরা ৫ জন স্ত্রীলোক লেখা পড়া জানে। শতকরা ৩২ জন শাক্ত, বাকি সমুদয় বৈষ্ণব মতালবম্বী, সাহা সমাজে অনেক তালুকদার জমিদার শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত আড়তদার ও উচ্চপদাভিষিক্ত পুরুষ আছেন। কোনও কোনও স্থানে সাহা বণিকদিগের জল অদ্যাপি অনাচরনীয় বলিয়া অপ্রচলিত আছে, কিন্তু সূক্ষ্মদর্শী, নিরপেক্ষ, সমাজতত্ত্বদর্শী ও শাস্ত্রাভিজ্ঞ হিন্দু পুরুষেরা যদি বিচার করিয়া দেখেন তাহা হইলে জানিতে পারিবেন এবম্প্রকার কুসংস্কার অন্যায় ও অশাস্ত্রীয়। অবশ্য “আপ্রুচি খানা আওর পররুচি পহের্ না” একথা সত্য বটে; কেহ কাহারও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিতে পারেনা ইহা সত্য, কিন্তু প্রবৃত্তির কথা আর কুসংস্কার বা অজ্ঞানলব্ধ প্রবাদের কথা স্বতন্ত্র। কোনও ব্রাহ্মণ কন্যার হস্তে কুষ্ঠ ব্যাধি থাকিলে তাহার হাতে জল গ্রহণ করিতে বোধ হয় একজন শূদ্র বা সঙ্করের ও মনোমধ্যে সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা হইতে পারে, কিন্তু দশজন মূর্খ বা দুষ্টলোকে যদি একজন শুদ্ধ চরিত্রা সতীর বিরুদ্ধে একটা মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া তাহাকে অসতী বলে, তাহা হইলে তৎ বিষয়ে অনুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া তাহাকে অসতী বলিয়া বিবেচনা করতঃ তাহার হাতের জল অগ্রাহ্য করা বুদ্ধিমান লোকের কার্য্য নহে। অনেক

স্থানের সাহা বণিক সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাদের বিরুদ্ধে অলীক শৌণ্ডিকাপবাদ রটাইয়া অনেকে ইহাদের ঘোরতর অনিষ্ঠ সাধন করিয়াছে; রাজসাহীর অন্তর্গত দুবলহাটীর রাজা ৺হরনাথ রায় এবং আরও অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তি কয়েকবার সাহা বণিকদিগের জল "আচরণীয়" বলিয়া প্রচলন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের অসময়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হওয়ায় এ উদ্যোগ সফল হয় নাই। যাহা হউক, হিন্দু সমাজ যদি এইরূপে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এবম্প্রকার সম্প্রদায় সমূহকে "পতিত" রাখেন তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কখনই পরাক্রমী হইতে পারিবেনা ইহা ধ্রুব সত্য। সমাজের ধনবান শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ, হিতৈষী, ব্রাহ্মণসেবাপরায়ণ, বদান্য প্রভৃতি পুরুষেরা যদি উপেক্ষিত হয়েন, তাহা হইলে সমাজের দুর্গতির পরিসীমা থাকিবেনা। আমি আশা করি, বিশিষ্ট হিন্দুনেতাগণ এই পরম প্রয়োজনীয় কথা গুলি ভাবিয়া দেখিবেন। সমাজস্থ সম্প্রদায়কে "পতিত" রাখিলে, পতিত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকেরাও সমাজকে অবশ্য উপেক্ষা করে, ইহা স্বাভাবিক; যাহাতে সমজের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি হয় এবং সমাজ তাহাদিগকে নিজের অঙ্গ "বলিয়া বিবেচনা করে তাহাই করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, সকল স্থানের সাহা সমাজের বিবরণ আমরা সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারি নাই। শ্রীহট্ট জিলার মধ্যে উজান, বানিয়া চঙ্গ, তরপ, জিনারপুর প্রভৃতি স্থানের সাহা বণিকেরা বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ভানুসাজ, ইটা, দক্ষিণী, পুটাজুরী, মধ্য প্রভৃতি কতকগুলি উপসমাজও দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ দলাছমাই, নারায়ণী, রায় নগরী প্রভৃতি সামাজিক নামেও পরিচিত। চট্টগ্রামের অধীন ১ক্রশালা, সীতাকুণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে পূর্ব্বে বহুসংখ্যক ধনী ও সম্ভ্রান্ত সাহা বাস করিত, এখনও তাহা কতক পরিমাণে আছে। হাতীয়া, সন্দীপ, দক্ষিণ সাহাবাজপুর, নোয়াখালী ও বাখরগঞ্জে অনেক সাহা বাস করে। গুণ্ডোবোজ নামক প্রসিদ্ধ পর্টুগিজ সেনাপতি সন্দীপে এক

দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, অবশেষে বাঙ্গলার রাজা ও আরাকানের রাজা কর্ত্তৃক এই সেনাপতি বিতাড়িত হইয়াছিল। অনেক সাহা বণিক গণ্ডোলোজের ঠিকাদার নিযুক্ত হইয়া লবণের ব্যবসা করিত। সন্দ্বীপের মজুরাম সাহা নামক একজন সুচতুর কর্ম্মঠ লোক স্বীয় প্রতিভাবলে বিশাল জমিদারীর অধিকারী হইয়া দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বহুবিধ উৎসবাদি ও দান বিতরণাদি সৎকার্য্যাবলী দ্বারা বিশিষ্টরূপে যশস্বী হইয়া উঠিয়া ছিলেন। নোয়াখালীর অনেক স্থানে বারেন্দ্র শ্রেণীর সাহা আছে। সন্দ্বীপের সাহাগণ রায়, দাস প্রভৃতি উপাধি ব্যবহার না করিয়া কেবল সাহা উপাধি ব্যবহার করে এবং রাঢ়ী বলিয়া পরিচয় দেয়।

সন্দ্বীপ হইতে এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন—সন্দ্বীপবাসী সাহা বর্গ প্রথমতঃ দুইগ্রামে বাস করিতে থাকায় "মুছাপুর" ও "কবীরপুর" নামক ইহাদের দুই পৃথক পৃথক সমাজ গঠিত হয়। প্রত্যেক সমাজে ৪ জন নায়ক বা সর্দ্দার ছিলেন। ইঁহারা সাহাসমাজের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন; ইঁহাদের সামাজিক "সৌড়ী" বা কৌলান্য পরিমাপকমান ১।০; সামাজিক নিমন্ত্রণে ইহারা "থাল" পাইয়া থাকেন অর্থাৎ (পূর্ব্বকালে) সকলে পাতায় বসিলেও ইঁহাদিগকে "থালে" অন্যান্যের পূর্ব্বে আহারীয় দিতে হইত। ক্রমে এই গৌরব চিহ্নের কতক খর্ব্বতা হইয়া এক্ষণে একই প্রকার আসন এবং পাত্রের প্রচলন হইয়াছে কিন্তু ইঁহারা সকলের পূর্ব্বে পরিবেশন পাইয়া থাকেন। মুজাপরের তিন নায়ক বংশ যথা কুমিন্দ্রা, জিতাই মণ্ডল এবং বারইদাস। কবীরপুরের ৪ নায়ক বংশ :—শ্যাম, শ্রীরাম, মদন ও ভাগাই। দ্বিতীয় শ্রেণীর সিড়ী ষোল আনা। ইহাদের সংখ্যাই অধিক এবং ইহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা। ইহারা সামাজিক বিচার ব্যবহার বিধান সমস্ত কার্য্য নিষ্পত্তি করেন, সর্দ্দারগণের সঙ্গে মাত্র সম্মান প্রদর্শনার্থ পরামর্শাদি করা হয়। প্রধান প্রধান কয়েক বংশের নাম যথা:—কানাই মুরারি, কালশ্যাম, মোহন রাম তপাদার রাধা বল্লভ, ভীম ও জগৎ নারায়ণ। তৃতীয় শ্রেণী ॥৵০ আনা সমাজে

বসিয়া খাইতে পারে, পরিবেশন করিতে পারে না। বিশেষ মান না দিলে ষোল আনার এবং ১৷০ র সাহাগণ ইহাদের বাড়ীতে আগমন করে না। কয়েক বংশের নাম ঃ—নিতাই বংশী, শিবরাম, রাম জয়দেব, দুতিরাম ইত্যাদি।

চতুর্থ শ্রেণী ।৵০ পাঁচ আনা। ইহারা সর্ব্বনিকৃষ্ট। কয়েক বংশ যথা হাড়ি ধন বিন; নাতু শান্তি ইত্যাদি।

এই সকল শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্বিবাহ আছে কিন্তু কৌলিন্যের উচ্চ নীচতা অনুসারে সম্মান অসম্মান বিচার হইয়া থাকে।

ইহাদের জাতকাশৌচ ও মৃতাশৌচে শুদ্ধি সচরাচর একমাস হইয়া থাকে। চাতুর্ব্বর্ণ্যের ক্ষৌরকার ও রজক ইহাদের কার্য্য করিয়া থাকে; স্বতন্ত্র পরামাণিক বা রজক নাই।

এতদ্দেশীয় সাহাবর্গের মধ্যে কোন প্রবল পরাক্রান্ত বা সমৃদ্ধি সম্পন্ন উল্লেখযোগ্য কোন লোক নাই। হাতীয়ানিলক্ষীবাসী জমিদার বাবু জগমোহন সাহার নামই একমাত্র উল্লেখযোগ্য; তৎসমজাতীয় অপর দেশবাসী জমিদারদের অপেক্ষা আর্থিক অবস্থা তুলনায় তিনি অনেক নীচে ছিলেন, কিন্তু সৎব্যয় সৎসাহস দান কর্ম্মনিপুণতা পরিশ্রম-শীলতা অমায়িকতা চতুরতা ভদ্রতা প্রভৃতিতে তাঁহার সমকক্ষ লোক অতি কম দেখা যায়। পরম পরিতাপের বিষয় এই যে ১৩০৭ সালের ফাল্গুণ মাসে তিনি নৌকাযোগে চট্টগ্রাম হইতে হাতীয়া আসিবার সময় সমুদয় মাঝি ভৃত্যবর্গ সহ প্রবল বাত্যায় সমুদ্রগর্ব্ভে মগ্ন হয়েন। ইহাঁর দুইপুত্র বাবু উমাচরণ সাহা ও বাবু নবীনচন্দ্র সাহা এবং দুই বিবাহিতা কন্যা বর্ত্তমান আছেন।

ইহাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার সম্পূর্ণ অভাব বলাযায়; কেবল বাবু দীনবন্ধু সাহা বি, এল, পাশ করিয়া বরিশাল জজকোর্টে ওকালতী করিতেছেন এবং বাবু রমেশচন্দ্র সাহা এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া মুন্সেফী আদালতে মোহরের কার্য্য করিতেছেন। আর, এণ্ট্রান্স পড়িতেছেন

কি পরীক্ষা দিয়া ফেল হইয়াছেন এইরূপ লোকের সংখ্যা দুই তিনটির বেশী হইবে না।

সাহাজাতির উন্নতিকল্পে এখানে কোন সমিতি বা সভা স্থাপিত হয় নাই এবং বিদ্যালোচনাদি জন্য এখান হইতে কোন গ্রন্থ বা সংবাদ-পত্রাদি প্রচারিত হয় না। বিবাহে "মোট বেহার" অর্থাৎ সমাজের মান স্বরূপ সামাজিক দিগকে কন্যাপক্ষ ও বরপক্ষ হইতে টাকা দেওয়ার নিয়ম আছে। সমাজের বিভিন্ন বংশীয় মেম্বরগণ নিজ নিজ সিড়ী বা শ্রেণী অনুসারে তাহা সকলে বণ্টন করিয়া নিয়া থাকেন। সাহাজাতি ব্যক্তিগণের সংখ্যা এখানে প্রায় ৫০০০ হইবে, জমীদারী তালুকদারী প্রভৃতি ও তেজারতী মহাজনী লগ্নী দোকানদারী ইত্যাদি কার্য্যই ইহাদের ব্যবসায় এবং জীবনোপায়। মোটের উপর ইহারা স্থানীয় অপর জাতীয় সমুদয় হইতে অধিকতর উন্নত অবস্থায় ও সুখসচ্ছন্দে আছে। অন্যের চাকরী করিতে ইহারা অনভ্যস্ত। বৈষ্ণবতন্ত্রী কৃষ্ণভক্ত লোকই প্রায় সমস্ত; দুর্গামন্ত্রী ইহাদের মধ্যে অতি বিরল। মদ ও মাংস অতি ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য জিনিষ বলিয়া গণ্য হয়। মদ্য ব্যবসায়ী "সাহা" উপাধিধারী জাতি এখানে কোন বাসেন্দা লোক নাই। "সাহা" উপাধিক দুই একজন শৌণ্ডিক বর্দ্ধমান হুগলী প্রভৃতি স্থান হইতে সময় সময় আসিয়া এখানে খোলা ভাটির দোকান চালায় উভয়ে উভয়কে পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতীয় লোক বলিয়া মনে করে। পরস্পর পরস্পরের জলগ্রহণ করেনা এবং হুকো ব্যবহার করে না।" ঢাকা ময়মনসিংহ ও পাবনা জিলার সাহাগণ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত। পশ্চিম বঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ব বঙ্গের সাহা অধিকতর সভ্য ও সম্ভ্রান্ত। শ্রীহট্টের করিমগঞ্জ মহকুমায় সাহাদিগের মধ্যে কৌলীন্য মৌলিক্য প্রথা নাই কিন্তু মর্য্যাদা প্রথা আছে। কাছাড় সমাজের সহিত অন্যসমাজের বিবাহাদি সম্বন্ধ চলে না। শ্রীহট্টে অনেক ধনবান সাহা বণিক আছেন। রাঢ় দেশে বর্দ্ধমান, হুগলী, হাবড়া চব্বিশ

পরগণা, কলিকাতা প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক ধনবান সাহা আছেন। শুনিয়াছি, শ্রীহট্ট জেলার কেহ কেহ সাহা বণিক মুসলমান শাসনকালে অতীব সম্মানিত পদ অধিকার করিয়াছিলেন। অধিকাংশ স্থানেই সাহাজাতি ধনী। দরিদ্রের সংখ্যা সাহাজাতি মধ্যে অন্যান্য জাতির তুলনায় অল্প। ইহার প্রধান কারণ এই যে সাহাদের প্রায় সকলেই বাণিজ্যনিপুণ ও পরিশ্রমী; সাহাজাতির মধ্যে রাজা, জমিদার, তালুকদার, ধনবান সওদাগর, আড়তদার, মহাজন, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী ব্যক্তি, চিকিৎসক, বণিক, দাতা, কীর্ত্তিমান পুরুষ, লেখক, পণ্ডিত, মুন্সেফ, উকিল, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতির অভাব নাই। সাহাজাতি সাধারণতঃ রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই দুই বৃহৎ শ্রেণীর লোকেরা পঞ্চাশা, আঠার চুড়হি, ছয়কুলীয়া, ময়ূণা, উজানীয়া, বৈজবিশ্যা, বিশবিশা, মুনীয়া, আঠার নাইয়া, মামধাবাজী, বঙ্গদেশী, মোয়াইতা প্রভৃতি সম্প্রদায়ে বিভক্ত আছে। টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে ছত্রিশিয়া, মাইশ্রাবাজিয়া, বিরাশিয়া, পিণ্ড প্রভৃতি শ্রেণীর লোকও দেখা যায়, ইহার মধ্যে ছত্রিশিয়া ভিন্ন প্রায় আর সকলে রাঢ়ী। স্থানীয় মর্য্যাদা অনুসারে দলপতিগণ ‘প্রধান’ ও ‘পণ’ এই দুই সম্মানোচিত উপাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কুমিল্লা অঞ্চলে “বারস্থানিয়া” নামে এক শ্রেণী আছে। ব্রাহ্মণ বেড়িয়ায় তরপ শ্রেণীর মধ্যে পঞ্চাশী, ভাটাভাগ ও বেজুরা এই তিনটি উপশ্রেণী আছে। কুমিল্লা জিলায় বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে বেয়াল্লিশী, চৌদ্দসমাজী, কুলী, রাতাই, আঠার চুড়াই, ছয়কুলী ও সদাই এই কয়েকটি উপশাখা আছে। ত্রিপুরা অঞ্চলে নির্ভয়া, ঘনমণ্ডলী, পাতলা খাঁই, ভক্ত ও কীর্ত্তনীয়ার বংশ গণ্যমান্য। পাবনা জেলায় দশপাড়া বারেন্দ্র শ্রেণীতে সাহা প্রামাণিক বংশ প্রায় পঞ্চবিংশ পুরুষ হইতে “প্রধান কুলীন” বলিয়া মর্য্যাদা পাইয়া আসিতেছে। শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, আসাম প্রভৃতি কয়েক অঞ্চলের কোনও কোনও স্থানে বৌদ্ধ

নাপিতেরাও সাহাদের নিকট হইতে বেতন পাইয়া থাকে। সাহা জাতিগণ বৈশ্যবর্ণভূক্ত, সুতরাং শাস্ত্রমতে দ্বিজধর্ম্মী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে উপনয়ন সংস্কার নাই। ইহাদের মধ্যে উপনয়ন প্রথা প্রচলিত হয় ইহা আমার অভিমত নহে, কারণ যে প্রথাটি বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর জাতির মধ্যে প্রচলিত নাই তাহা দেশাচার, লোকাচার ও সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে প্রবর্ত্তণ করিয়া জনসাধারণের বিরক্তি বা প্রতিবাদের উত্থাপন করা অযৌক্তিক এবং অসুবিধা জনক; তদ্ভিন্ন ইহা নানা কারণে অসন্তোষ, বিদ্বেষ ও বিরোধের উৎপাদক হইতে পারে, এইজন্য আমার পরামর্শ এই যে, সাহারা উপবীত গ্রহণের জন্য যেন আন্দোলন না করেন। বৈশ্যদিগের মধ্যে উপবীত আছে সত্য কিন্তু ইহা আধুনিক; রাজা রাজবল্লভের পূর্ব্বে ইহাদের উপনয়ন ছিল না। যাহা হউক, শাস্ত্রকর্ত্তা মহোদয়গণ লিখিয়াছেন—

বৈশেষ্যাৎ প্রকৃতি শ্রেষ্ঠান্নিয়মস্য চ ধারণাৎ।
সংস্কারস্য বিশেষাচ্চ বর্ণনাং ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥

অর্থাৎ ব্রাহ্মণের পক্ষেই উপনয়নের অবশ্যই আবশ্যক, অন্য বর্ণের পক্ষে ততটা বাঁধা বাধিঁ বা কড়া কড়ি নাই। সাহা জাতির মধ্যে এক মাস কাল অশৌচ পালনের প্রথা আছে, কিন্তু ইহাতেও ইহাদের বৈশ্যত্বের হানি হয় না। ক্ষত্রিয় বর্ণ ভুক্ত কায়স্থেরাও একমাস অশৌচ পালন করিয়া থাকে। মহাভারতের শান্তি পর্ব্বের প্রথম অধ্যায়ে লিখিত আছে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে পাণ্ডবগণ ত্রিশ দিবস অশৌচ পালন করিয়া ছিলেন। কিন্তু সাহাজাতির মধ্যে অনেকে এখনও ১৫ দিবস অশৌচ পালন করে। কলিকাতার মহামান্য হাইকোর্টের এক নজীরে লিখিত আছে The number of days observed for mourning is not a conclusive test or criterion of any caste being of Sudra origin অর্থাৎ অশৌচ পালনের দিন গণনা করিয়া কোনও জাতির

শূদ্রত্ব প্রতিপাদন করা যায় না, কারণ অশৌচ পালনের সময় সম্বন্ধে প্রমাণটা সর্ব্বতোমুখ প্রমাণ নহে। ইহা ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়ের অভিমতি। সাহা জাতি সাধারণতঃ স্নেহবান, প্রেমিক এবং গুণগ্রাহী। বিনয় ও পরোপকার ইহাদের ভূষণ। বৃথা আত্মগৌরব অথবা অকারণে কিম্বা সহজে অপরের অনিষ্টোৎপাদন করিতে ইহারা অসম্মত। হরিগুণ গানে ইহারা অত্যন্ত প্রিয় এবং কীর্ত্তনে বিশেষ অনুরক্ত, এজন্য পূর্ব্বকাল হইতে অনেকের কীর্ত্তনিয়া উপাধি আছে। নিরভিমানতা প্রযুক্ত লঘুত্ব স্বীকার করিতে ইহারা কাতর না হইয়া বরং গৌরব করিয়া থাকে। প্রকৃত বৈষ্ণবের তাহাই রীতি।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদাহরিঃ॥

অনেকের "দাস" উপাধি গৌরবের নিদর্শক। বৈষ্ণব সাহিত্যে দেখা যায় অনেক ব্রাহ্মণের দাস উপাধি ছিল। বিষ্ণুভক্ত পুরুষেরা এতই বিনয়ী ও নিরহঙ্কারী যে তাঁহারা প্রভু হইতে চাহেন না, দাস বলিয়া গণ্য হইতেই গৌরব করেন।

জনার্দ্দন জগদ্বন্দ্যো শরণাগত পালক।
তদ্দাস দাস দাসানাং দাসত্বং দেহিমে প্রভো॥

সাহা জাতির মধ্যে প্রচলিত বহুল উপাধির অর্থ ও উৎপত্তি দ্বারা বুঝিতে পারা যায়, অতি প্রাচীনকাল হইতে এই জাতি ধনে, ধর্ম্মে, উৎসাহে, পরিশ্রমে ও কার্য্যকুশলতায় সুপরিচিত।

সাহাজাতির লোক সংখ্যা।—গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রকাশিত সেন্সস রিপোর্ট পাঠ করিলে বঙ্গের সাহা বণিকদিগের প্রকৃত সংখ্যা অবধারণ করা যায় না। নানা শ্রেণীর লোকের সহিত এই জাতিকে সম্মিশ্রিত করিয়া মহামান্য গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ইহাদের সংখ্যা দিয়াছেন, তাহাতে প্রকৃত গাণিতিক সংখ্যা জানা যায় না। আমরা অনেক অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি যে, খাষ বাঙ্গালা এবং উড়িষ্যা

আসাম ও অন্যান্য স্থানে বাঙ্গালী সাহা বণিকের পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা সম্ভবতঃ ১৫৩৯৮৮ অধিক নহে। নিম্নে ইহাদের সংখ্যা দেওয়া যাইতেছে।

জিলা।	পুরুষ।	স্ত্রীলোক।
কুমিল্লা	৬০০০	৪৭৩২
নোয়াখালী	৪৭৬২	৩৯৮৩
বর্দ্ধমান	১৬০৭	১২৯১
বীরভূম	৯৬১	৯৫৫
বাঁকুড়া	৯৩২	১০৭৬
মেদিনীপুর	১০০০	১০০০
হুগলী	৮০৫২	৮০৪১
হাবড়া	১৭০৯	১৭০০
চব্বিশ পরগণা	৩২৩৭	৪৩৮৫
কলিকাতা ও উপনগর	২৭৮১	২৯৪৬
নবদ্বীপ	১৯৩২	১৮৪৯
মুর্শীদাবাদ	৬২২	৪৯৮
যশোহর	৫৯২	৬৭৮
খুলনা	৭৭২	৭৭০
রাজসাহী	৯৮৪	৯০২
দিনাজপুর	৮৮৯	৮৯২
পূর্ণিয়া	৫৮৩	৫৮৬
রঙ্গপুর	৩৬৬	৪৪১
জলপাইগুড়ী	১২৫	১০১
বগুড়া	২১৩	২০৫
পাবনা	৩০১৯	৩৭০১
ঢাকা	৫৮৭১	৫১১৪

জিলা।	পুরুষ।	স্ত্রী।
ময়মনসিংহ	৩০৮৮	৩০০০
ফরিদপুর	১৯৮১	১৯০১
বাখরগঞ্জ	৮৫১	৯৩২
চট্টগ্রাম	৭৯২	৬১৫
ছোট নাগপুর	১৪৭০	১৬৯৪
উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজ	২৩৫	২৩০
বেহার	১০২	১০৪
আসাম বিভাগ (মায় শ্রীহট্ট)	২৩১৮	২০০১
অন্যান্য স্থান প্রবাসী সাহা বণিক	৬৯	৭৪

পুরুষ মোট ৫৭৬১৭ স্ত্রীলোক মোট ৫৬৩৭১

শূদ্র শুঁড়ি সাহার সহিত বৈশ্য[1] বণিক সাহার পৃথকত্ব।—পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, সাহা উপাধি ধন, মান, সম্ভ্রম, বিভব, বৈশ্যত্ব, শুদ্ধত্ব প্রভৃতির পরিচায়ক। বঙ্গের শৌণ্ডিকদিগের (মদ্য বিক্রেতা শূদ্র শুঁড়িদিগের) সাহা উপাধি কেমনে উৎপন্ন হইল তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে, পরন্তু বৈশ্য বণিক সাহাগণের সহিত শূদ্র শুঁড়ী সাহাদিগের যে জন্মতঃ, কর্ম্মতঃ, ধর্ম্মতঃ বা বর্ণতঃ কোনও সম্পর্কই ছিলনা এবং এখনও নাই তাহাই এক্ষণে আলোচনা করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। ভরসা করি এই আলোচনায় অনেকের কুসংস্কার ও অলীক বিশ্বাসের অপনোদন হইতে পারিবে। শৌণ্ডিকের অপভাষা শুঁড়ি, ইহা সংস্কৃত শুণ্ড শব্দ হইতে উৎপন্ন। শুঁড়িগণ যে যন্ত্র দ্বারা সুরা চোয়াইয়া লইত তাহার আকার হস্তির শুণ্ডের ন্যায় ছিল, ইহার অপর নাম শুণ্ডবক যন্ত্র, এই জন্য সংস্কৃত ভাষায় শুণ্ডের অপর নাম মদিরালয়। সুরা প্রস্তুত করা ও তাহা বিক্রয় করা শুঁড়িদিগের বৃত্তি।

শৌণ্ডিকের জন্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। পরশুরাম সংহিতায় পাঠ করা যায় "ততো গাণিক কন্যায়াং কৈবর্ত্তা দেব শৌণ্ডিকঃ।" ব্রাহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ও গোপালভট্ট" বিরচিত বল্লাল চরিতের উত্তর খণ্ডে, ৪৩ পৃষ্ঠায়, লিখিত আছে "বৈশ্যাত্তীবর কন্যায়াং সন্তঃ শুণ্ডী বভূবহ।" সৈরন্ধ্রীর গর্ভে, বৈদেহে ঔরসে মদ্যকরের জন্ম, ইহা আপস্তম্ব সংহিতার মত। মনুসংহিতার চতুর্থ অধ্যায়ের ২১৬ শ্লোকে শৌণ্ডিকেরা মদ্য প্রস্তুতকারী ও মদ্য বিক্রেতা নামক নীচ শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের "গোপাৎ শূদ্রাগর্ভ জাতৌ পুত্রৌ ধীবর শৌণ্ডিকৌ" লিখিত আছে। কবিবর ভারতচন্দ্র অতীনীচ জাতির সহিত শুঁড়ীর উল্লেখ করিয়াছেন—"চাঁড়াল বাগ্দী, হাড়ী, ডোম, মুচী শুঁড়ী" (অন্নদা মঙ্গল)। এইরূপে দেখান যাইতে পারে, হিন্দু শাস্ত্রে, সাহিত্যে বা সমাজে শৌণ্ডিকগণ কখনই উচ্চ স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। প্রবাদ বাক্যে শুনা যায়—

"হস্তিনা পীড্যমানোপি ন গচ্ছেৎ শৌণ্ডিকালয়ং"

অর্থাৎ, হস্তির পদতলে দলিত হইলেও সুরা বিক্রেতার আলয়ে গমন করিবে না।

গচ্ছেদ গম্যাং ন গুরূংশ্চ পশ্যেৎ
খাদেদ ভক্ষ্যানিচ নষ্ট সঙ্গঃ।
ব্রূয়াচ্চ গুহ্যানি হৃদি স্থিতানি
মত্তো মদান্ধঃ পুরুষঃ স্বতন্ত্রঃ।

মহাভারতে শুক্রাচার্য্য কহিয়াছেন—

"যো ব্রাহ্মণোহদ্য প্রভৃতীহ কশ্চিন্মোহাৎসুরাং পাস্যতি মন্দবুদ্ধিঃ
অপেত ধর্ম্মা ব্রহ্মহা চৈব স স্যাদস্মিন্‌লোকেগর্হিতঃ স্যাৎপরে চ।"

মনুসংহিতায় মহর্ষি মনু লিখিয়াছেন—

"সুরাম্বুঘৃত গোমূত্রপয়সামগ্নি সন্নিভং
সুরা পোহন্যতমং পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি।"

সুরা পশ্চাদ্দ্রবাসসা চাগ্নিবর্ণাং সুরাং পিবেত্।"

"সুরাপানে ব্রাহ্মণো রূপ্যতাম্রসীসকানা মগ্নিতাগ্নিকল্পং পীত্বা
শরীরত্যাগাৎ পূয়তে।"

"পতিলোকং ন সা যাতি ব্রাহ্মণী যা সুরাং পিবেত্
ইহৈব সা শুনী গৃধ্রী শূকরী চোপজায়তে।"

হিন্দু শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই "মদ্যম পেয়ম গ্রাহ্যং" লিখিত আছে। হিন্দু শাস্ত্রে সুরা পান, সুরা বিক্রয় ও সুরাপ্রস্তুত মহাপাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সুরার ব্যবসা অতি উঞ্ছবৃত্তি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মনুর মতে সুরাপায়িনী স্ত্রী, স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা (divorced) হইবার যোগ্যা। হিন্দু শাস্ত্র মতে সুরা, পঞ্চ অপ্রায়শ্চিত্ত দ্রব্যের তালিকা ভুক্ত। মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে এবং পরাশর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে শৌণ্ডীকের অন্ন ও জল, উচ্চশ্রেণী হিন্দুর পক্ষে অস্পৃশ্য বলিয়া লিখিত আছে। আনন্দ ভট্ট বিরচিত বল্লাল চরিতের উনবিংশ অধ্যায়ে "কল্ল পালাৎ কুবিন্দায়াং শৌণ্ডিকো নাম জায়তে" শ্লোকে শৌণ্ডিকগণকে অতি নীচশ্রেণীর মধ্যে ভুক্তকরা হইয়াছে। সুরা প্রস্তুত করণ এবং সুরা বিক্রয় উভয়ই তুল্যপাপ। সুরাপান ও তত্তুল্য মহাপাপ।

ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বাঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গ শ্চাপি তৈঃ সহ ॥
(মনুসংহিতা)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ১।২।৩ অনুবাকে সুরা ব্যবহারের বিশিষ্ট দোষ উল্লিখিত হইয়াছে। মনু লিখিয়াছেন "সুরা বৈমলমন্নানাং পাপ্মা চ মলমুচ্যতে। তস্মাৎ ব্রাহ্মণ রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ"। (মনু ১১।৯৩।)। বঙ্গদেশে অনেক ব্রাহ্মণ বংশ সুরাপান দোষে এবং শৌণ্ডিকের জলগ্রহণে পতিত হইয়াছে, লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ নির্ণয় গ্রন্থে এইরূপ অনেক ব্রাহ্মণ বংশের পরিচয় পাঠ করা যায়।

এতক্ষণ যাহা লিখিয়া আসিলাম, পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিলেন, শৌণ্ডিকেরা বণিক বা বৈশ্য নহে এবং তাহাদের বৃত্তি বৈশ্যোচিত বলিয়া গণ্য হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে সুরার বর্ণনা পাঠ করিলে শৌণ্ডিককে অতি নীচ জাতি বলিয়া বোধ হয়। মুসলমান শাস্ত্রের শত শত স্থানে সুরার তীব্র নিন্দা দেখা যায়। কোরাণ মতে সুরা প্রস্তুত, সুরা বিক্রয় ও সুরাপান সর্ব্বৈব নিষিদ্ধ এবং মহাপাপ জনক বৃত্তি ও অভ্যাস বলিয়া বর্ণিত আছে। পারস্যভাষার জগদ্বিখ্যাত মুসলমান কবি এবং সন্ন্যাসী মোলানা সেখ সাদি লিখিয়াছেন, "যে সুরাপান করে সে আপনার দেহে অগ্নির বস্ত্র পরিধান করে", তিনি সরাবকে (মদিরাকে) "আতস্-এ-লিবাস" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা হইলে এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, হিন্দু ও মুসলমান রাজাগণ এরূপ নীচ জাতিকে (অর্থাৎ শুঁড়িগণকে) সম্মান সূচক "সাহা" বা সাধু উপাধি কখনই দেন নাই ; সাহা বা সাধু উপাধির ব্যবহারে ইহারা সম্পূর্ণ অনধিকারী। তবে ইহাদের সাহা উপাধি কোথা হইতে আসিল এবং শুদ্ধ বৈশ্য সাহা বণিক বৃন্দের শৌণ্ডিকাপবাদ কেন রটিল এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাউক। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, সাহাশিলা (শৌলক অর্থাৎ বর্ত্তমান শিলাও) পুরী হইতে নানা কারণে বহুসংখ্যক সাহা বণিক বঙ্গদেশাভিমুখে আগমন করেন। বণিকেরা সাধারণতঃ ধনবান সুতরাং প্রভুত্ব সম্পন্ন, যখন অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া ধনবান বণিক দিগকে লোকে দেশ পরিত্যাগ করিতে দেখিল, তখন সাধারণের মনে বিষম আশঙ্কার উদয় হওয়া স্বাভাবিক। সাহা বণিকেরা বেহার হইতে বঙ্গে আগমন করিলে পর, তদ্দেশীয় অন্যান্য অনেক জাতি ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাসনির্ম্মাণ করিয়াছিল। বলা বাহুল্য শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) জাতীয় অনেক ব্যক্তিও বঙ্গদেশে আগমন করিতে ক্রটি করে নাই। ভারতের সর্ব্বত্রই শুঁড়ি জাতি নিম্ন স্থান অধিকার করিয়া থাকে, নূতন দেশে (বাঙ্গালায়) ইহারাও হিন্দুসমাজে উচ্চস্থান প্রাপ্ত

হয় নাই। আমরা পূর্ব্বে কহিয়াছি, সাহা উপাধি তৎকালে অনেক জাতির মধ্যে এবং অনেক ধনবান ভদ্র গৃহস্থ মধ্যে প্রচলিত ছিল। তন্তুবায়, ময়রা, গন্ধবণিক, তিলি, আগরওয়ালা প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাহারা বিভব ও বিক্রমে প্রখ্যাত হইয়াছিল তাহারা রাজসম্মান-সূচক সাহা উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিল। মালদহ হইতে জমিদার এবং সওদাগর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার দাস, মোক্তার রাধাকান্তদাস, হরিমোহন দাস, কেশবচন্দ্র দাস প্রভৃতি আমাকে লিখিয়াছেন, তদঞ্চলে উকিল বাবু রাধেশচন্দ্র শেঠের প্রপিতামহ ৺ফকিরচাঁদ সাহা, জমিদার বাবু মোহিনীমোহন শেঠের ভগ্নিপতি ৺হরিশ্চন্দ্রের পিতা ৺ভিমুক সাহা, বাবু রাধারচণ দে (নাবালক জমিদার গিরিজাকান্ত কুণ্ডুর ষ্টেটের ম্যানেজার) মহাশয়ের পূর্ব্ব পুরুষ দ্বীপচাঁদ সাহা, বাবু কৈলাশচন্দ্র কুণ্ডুর আত্মীয় ৺রতন সাহা, সাহপুরের তিলিজাতীয় বিখ্যাত জমিদার বাবু দীনবন্ধু সাহা প্রভৃতি "সাহা" উপাধিতে খ্যাত। শ্রীবৃন্দাবনের ধনবান পুরুষ বিহারীলাল সাহা জাতিতে ময়রা, ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত মন্দির শ্রীবৃন্দাবনধামে প্রসিদ্ধ। যাহা হউক, ধূর্ত্ত শৌণ্ডিকেরাও "সাহা" উপাধি গ্রহণ করিয়া পরিচয় দিতে লাগিল "আমরা বণিক কিন্তু বাণিজ্য কার্য্যের অসুবিধা দেখিয়া এক্ষণে সুরার ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" এই কথায় অবশ্য কেহই বিশ্বাস স্থাপন করে নাই; শুঁড়িরা যেমন স্বতন্ত্র ছিল তেমনি স্বতন্ত্র রহিল এবং এখনও সেইরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আছে, কিন্তু তাহাদের কৃত্রিম ও অন্যায় "সাহা" উপাধি এখনও চলিয়া আসিতেছে। পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন, বর্দ্ধমান নগরের যুগী জাতীয় একব্যক্তি যুগী জাতিকে "যোগভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের বংশ" বলিয়া পরিচয় দিয়া নিজে "ভট্টাচার্য্য" উপাধি গ্রহণ করিয়াছে; কেহ আপত্তি না করিলে বোধ হয় দশ পুরুষ পরেও ঐ "ভট্টাচার্য্য" উপাধি থাকিয়া যাইতে পারে। ব্রাহ্মণ ব্যতিত অন্যান্য জাতির মধ্যেও বিদ্যারত্ন, শাস্ত্রী, বিদ্যানিধি, তর্কসিদ্ধান্ত প্রভৃতি

উপাধি ব্যবহৃত হইতেছে, পূর্ব্বে এই সমস্ত উপাধি কেবল ব্রাহ্মণ বৃন্দেরই এক চেটিয়া ছিল, সুতরাং অনেক সময়ে এই সমস্ত ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি বর্গকে ব্রাহ্মণ বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। শৌণ্ডিকেরা "সাহা" উপাধি গ্রহণ করায়, তৎকালীয় হিন্দুসমাজ নবাগত সাহা বণিকদিগের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন; হিন্দুরা কহিতে লাগিল। "এই সকল ধূর্ত্ত তোমাদের দেশেরই লোক, তোমরা ইহাদিগকে যথোচিত শাস্তি দিতে সক্ষম হওনাই" ইত্যাদি। ইহাতে সাহা বণিকদিগের সহিত বাঙ্গলার উচ্চশ্রেণী হিন্দুদিগের মনোমালিন্য জন্মিয়া ছিল, তদবধি হিন্দুরা তামাসা করিয়া কহিয়া আসিতেছেন "এই বাণিজ্য ব্যবসায়ী সাহারাও শুঁড়ি", কিন্তু বাস্তবিক ইহা উপহাস মাত্র, ইহা সত্য কথা নহে। কালের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!! ক্রমে সেই উপহাস সত্য সত্যই অনেকের মনোমধ্যে ভ্রমাত্মিকা ধারণার সৃষ্টি করিয়াছে। সাহা বণিকেরা সাধারণতঃ বৈষ্ণব ধর্ম্মাচারী এবং নিরহঙ্কারী, সুতরাং ইহার কখনও ইহারা তীব্র প্রতিবাদ করে নাই। এইরূপে এক মিথ্যাপবাদে বাঙ্গালা দেশের সাহা বণিক জাতি নিন্দিত হইয়া থাকে, পরন্তু নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে পাঠকেরা জানিতে পারিবেন, ইহারা আদিকাল হইতে শুদ্ধ এবং বণিক ও বৈশ্য; ইহাদের জল অবশ্য আচরনীয় কারণ ইহাদের এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, শুঁড়ি ও সাহা বণিক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। জন্মতঃ কর্ম্মতঃ ধর্ম্মতঃ বর্ণতঃ ইহারা পরস্পর বিভিন্ন।

শৌণ্ডিকের অপভ্রংশ শুঁড়ী সবে বলে
এ কারণে শুঁড়ী সাহা তাহারা সকলে॥
সাহু সাহা শুঁড়ী সাহা ভিন্ন ভিন্ন হয়।
অজ্ঞ লোকে নাহি জানে দুই এক কয়॥
শুণ্ডধর বংশোদ্ভব হইয়াছে যারা।
শুঁড়ী সাহা নামে হয় অভিহিত তারা॥
তাহাদের গৃহে সাহু সাহা নাহি যায়।

জল পান নাহি করে হুকা নাহি খায় ॥
যেহেতু রজক আর তিবরের সাথে।
জন্মিয়াছে শুঁড়ি জাতি জানে সকলেতে ॥
সুরার ব্যবসা করি শৌণ্ডিক সন্তান।
সমাজে ঘৃণিত হ'ল আর অপমান ॥

যাহা হউক, শুঁড়ি সাহা ও বৈশ্যবণিক সাহা সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বিশদরূপে আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। হেমচন্দ্র কোষে লিখিত আছে, শুন্ গতৌ + এমন্তাংড অর্থাৎ মদ্য নির্ঝর, মদপান গৃহ, সুরা। শব্দকল্পদ্রুম ও বাচস্পত্যাভিধানের তাহাই মত। শব্দস্তোম মহানিধি মতে শুণ্ডা সুরা। পদ্ম পুরাণে ও কূর্ম্ম পুরাণের মতে শুণ্ডা + মত্বেরত অন্; মত্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শুণ্ডী শব্দ ঘৃণা অনাদরার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। শুণ্ডা + তদস্যাস্তি ইতি ঈণ্ অর্থাৎ মদ্য কর্ত্তা, ও মদ্য বিক্রেতা। অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ ব্রহ্মপুরাণ এবং সকল পুরাণ তাহাই বলেন। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ২২৫ শ্লোকে শুঁড়িদিগের বৃত্তি "নীচবৃত্তি" বলিয়া লিখিত আছে—

কিতবান্ কুশীলান ক্রূরান্ পাষণ্ডস্থাংশ্চ মানবানা।
বিকর্ম্মস্থান্ শৌণ্ডিকাংশ্চ ক্ষিপ্রং নিবাসয়েৎ পুরাৎ ॥

শৌণ্ডিকের কর্ম্ম, সকল শাস্ত্র মতে, বিকর্ম্ম বলিয়া গণ্য। শুক্ল যজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিনী বাজসনেয়ী সংহিতার ৩০ অধ্যায়ে ১১ কণ্ডিকায় সপ্তম মন্ত্রে সুরাকারগণ নিম্নশ্রেণীর উঞ্ছ লোক বলিয়া গণ্য হইয়াছে। পূর্ব্বকালে সুরাপান, সুরা প্রস্তুত ক্রিয়া ও সুরা বিক্রয়ালয় এত জঘন্য বলিয়া গণ্য ছিল যে, প্রত্যেক শুঁড়ির গৃহের ও দোকানের উপরিভাগে একটা করিয়া ধ্বজা বাঁধা থাকিত, তদ্দ্বারা জনসাধারণ জানিতে পারিত "ইহা শুঁড়ির ঘর বা শুঁড়ির দোকান।" এই জন্য শুঁড়ির অপর আখ্যা ধ্বজবান। ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে তাহার ভালদেশে চিহ্ন আঁকিয়া দিয়া তাহাকে নির্ব্বাসিত করা হইত।

গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে সুরাধ্বজং।
স্তেয়ে চ শ্বপদং কার্য্যং ব্রহ্মহণ্যশিরাঃ পুমান॥
(মনুসংহিতা। ৯। ২৩৭)

ব্রহ্মদেশের ভাষায় শুঁড়িকে "সব্‌ভীয়দে" কহা হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত অর্থ "মহাপরাধী"। যাহা হউক, প্রাচীন কাল হইতে এ পর্য্যন্ত শুঁড়ীর সহিত সাহা বণিকের কোনও সম্পর্ক নাই। আমি প্রায় সমুদায় প্রধান স্থানে বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, শুঁড়ির সহিত সাহাদিগের বিবাহ, ভোজন, কুটুম্বিতা বা সামাজিকতা মোটেই চলে না. জল, হুঁকার আদৌ ব্যবস্থা নাই। বহুস্থানে প্রধান প্রধান ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্যগণকে গোপনে পত্র লিখিয়া জানিতে পারিয়াছি, শুঁড়ীসাহা ও বণিক সাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তদ্ভিন্ন বাঙ্গলা ১৩১০ সালের ১৮ই ফাল্গুন দিবসে ঢাকা আর্ম্মণিটোলার স্বজাতি হিতসাধিনী সভা হইতে এক বিজ্ঞাপন পত্র মুদ্রিত করিয়া ঐ পত্রের বহুসংখ্যা আমি বাঙ্গলা ও আসামের প্রায় প্রত্যেক জিলায় ও প্রধান প্রধান স্থান ও ব্যক্তির নিকটে প্রেরণ করিয়াছিলাম। বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া সকলেই নিরপেক্ষ ভাবে এক বাক্যে লিখিয়াছেন, শুঁড়ীর সহিত বৈশ্য সাহার কোনও সম্পর্ক নাই। ইংরাজি ১৯০১ অব্দের সেন্সসরিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর লিখিয়াছেন "The Barendra sub-caste of Sunri, which also calls itself Shaha". এই পংক্তির প্রকৃত ও নিরপেক্ষ অনুবাদ এই—"শুঁড়ীদের বারেন্দ্র শাখার লোকেরাও সাহা বলে।" সেন্সসরিপোর্টের এই কথাগুলি দুইবার পাঠ করিলেই বুদ্ধিমান পাঠক বুঝিতে পারেন, গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরের প্রকৃত কথা এই যে "The Barendra sub-caste of Sunri which (calls) itself also shaha" ইহাতে এই বুঝা গেল, কতকগুলা শুঁড়ীও সাহা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। যদি সমুদয় শুঁড়ীই সাহাজাতি মধ্যে গণ্য হইত, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর কখনই লিখিতেন না "শুড়িদের

বারেন্দ্র শাখার লোকেরাও সাহা নামে পরিচয় দিতেছে।" ইহার পরেই সেন্সসরিপোর্টে প্রকৃত সাহার পরিচয়ে, সরকার বাহাদুর লিখিতেছেন Many of the Sahas are rich, influential and well educated' অর্থাৎ অনেক সাহা ধনবান, ক্ষমতাশালীও সুশিক্ষিত, কিন্তু উক্ত রিপোর্টে শুড়িগণ সর্ব্বত্রই নীচশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছে। ইহাতে কি স্পষ্ট বুঝা যায় না, সরকার বাহাদুর বৈশ্য সাহাদিগকে শুড়ী হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচনা করেন? যাহা হউক, শুড়িদিগের সামাজিক অবস্থা চিরকালই নিম্ন। সরকার বাহাদুরও তাহাই লিখিয়াছেন, The Sunris have been always low. আর এক কথা এই যে, শুড়িগণও বৈশ্যবণিক সাহাদের সমতুল্য বলিয়া কখনও পরিচয় দিতে সাহসী হয় নাই। একবার তাহারা গবর্ণমেণ্ট সমীপে লিখিয়া পাঠাইয়াছিল যে "আমরা ক্ষত্রিয়"। সরকার বাহাদুর অবশ্য সে কথায় কর্ণপাত করেন নাই; শুঁড়িরা যাহাই হউক বা যাহাই বলুক তাহারা বৈশ্য সাহা বলিয়া পরিচয় দিতে কখনও সাহসী হয় নাই। ইহাতে কি ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না যে, শুঁড়িরা নিজেই তাহাদিগকে সাহাবৈশ্য হইতে পৃথক জ্ঞান করিতেছে? সেন্সস রিপোর্টে লেখা আছে, ত্রিপুরা জেলার কতকগুলি শুঁড়ি সরকারী কর্ম্মচারীকে টাকা ঘুষ দিয়া উচ্চজাতিভুক্ত হইবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে; শুঁড়িরা যেমন নীচ শূদ্র শুঁড়ি ছিল এখনও তাহাই আছে। আর এককথা এই যে, এই পুস্তক লিখিবার সময়, আমি অনেক প্রধান প্রধান শুঁড়ির সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং তাহাদের অনেকে আমার নিকটেও যাতায়াত করিত। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম "তোমরা কি বৈশ্যসাহা?" দলপতিগণ একবাক্যে উত্তর দিয়াছিল "মহাশয়! জাতির বিচার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা কহা ঘোরতর পাপ বলিয়া আমরা বিবেচনা করি। আমরা সাহা বৈশ্য নহি, আমরা শুঁড়ি শূদ্র সাহা।" পাঠকেরা এক্ষণে বিবেচনা

করিয়া দেখুন, বৈশ্য সাহা এবং শূদ্র সাহা স্বতন্ত্র কিনা? ২৪ পরগণা জেলা হইতে প্রকাশিত "শৌণ্ডীজাতি" নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে শৌণ্ডিক গ্রন্থকার স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন "বাস্তবিক মদ্য ব্যবসায়ীগণ নিন্দিত ও ঘৃণিত" তিনি আরও লিখিয়াছেন "পণ্যব্যবসায়ী সাহা ও শৌণ্ডিক এক নহে"। অন্যত্রে লিখিয়াছেন "শস্যাদি ব্যবসায়ী বৈশ্য সাহা, শৌণ্ডিক হইতে পৃথক।" এখন জিজ্ঞাসা করি, শুঁড়ীরা যখন স্বয়ং কহিতেছে ও লিখিতেছে যে "আমরা বৈশ্য সাহা হইতে পৃথক", তখন অতীব বিস্ময়, বিষাদ ও লজ্জার বিষয় এই যে, অপরাপর জাতি বৈশ্য সাহাকে ও শুঁড়িকে একজাতি বলিয়া একটা অলীক বিশ্বাস মনোমধ্যে পোষণ করিয়া রাখিয়া দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, এরূপ অন্যায় ও মিথ্যা বিশ্বাস ধারণা করিবার অধিকার কোথায়? আমি সরল অন্তঃকরণে আশা করি, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি মাত্রেই অতঃপর এই অলীক সংস্কারকে পরিহার করিয়া সত্যের পথকে নিষ্কণ্টক করিয়া দিবেন। এস্থলে বলা আবশ্যক, সাহা বণিকগণ হইতে যদ্দ্বারা পার্থক্য বুঝা যাইতে পারে এমন কোনও উপাধির বিশেষত্ব শৌণ্ডিক দিগের মধ্যে থাকা আবশ্যক; "শৌণ্ডিক সাহা" বলিয়া পরিচয় দিলে, বোধ হয় কোনও গোলযোগ্ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু শৌণ্ডিকেরা শৌণ্ডিক সাহা না বলিলেও, বিশেষ আপত্তি করা যাইতে পারে না, কারণ দে, দত্ত, নন্দী, কুণ্ড প্রভৃতি উপাধি কায়স্থ, তিলি, তাম্বুলী, উগ্রক্ষত্রিয় প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে; "রামশরণ দে" এইরূপ পরিচয়ে জাতির নির্ণয় হয় না।" "কৃষ্ণবরণ সাহা" এরূপ পরিচয়ে জাতিরও নির্ণয় করা যাইতে পারে না, কারণ গন্ধ বণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যেও সাহা উপাধির প্রচলন আছে। আমার বিবেচনায়, মনুষ্যের স্বভাব, সমাজ, সভ্যতা, শিক্ষা ও চরিত্রেই তাহার জাতির উৎকর্ষাপকর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচায়ক। শুঁড়িরা বীরাউৎ,

যশোরী, খরিদাহা, বানুদীয়া তাক, সগাউং, দেশোয়ার, মাইদারা, জনকপুরী, কলাল, কলার, অদম্য, কল্লণ, ঘুরচড়, চূহণ প্রভৃতি অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত। আমার বিবেচনায় শুঁড়ি সাহাগণ 'সাহা' না লিখিয়া যদি "স্বাহা" এইরূপ উপাধি লিখে তাহা হইলে সুসঙ্গত হয়, কারণ স্বাহা অর্থে অগ্নি বুঝায়, মদ্য অতিশয় প্রজ্বলনশীল, অগ্নি পত্নীর সেই জন্য অপর নাম স্বাহা। হুমায়ূণ বাদসাহের রাজত্বের প্রথমাবস্থায় (আনুমানিক ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) রামরায় নামে এক শৌণ্ডিক মুঙ্গেরে আসিয়া বাস করে এবং একটা দুর্গ নির্ম্মাণ করে। কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী শুঁড়া গ্রাম শুঁড়ি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রবাদ আছে। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ ও লেখক রাজশ্রী ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতামহ রাজা পিতাম্বর মিত্র ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে এখানে আসিয়া বাস করেন। বঙ্গদেশের বহির্ভাগে অনেক বাঙ্গালী ভদ্রলোক শুঁড়ীর ব্যবসা অবলম্বন করিয়া ধনবান ও প্রসিদ্ধ হইয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ অম্বালার মেশার্শ রাজকৃষ্ণ মুখার্জ্জী কোম্পানী, আলাহাবাদের নীলকমল মিত্র, বান্দার হরিশ্চন্দ্র বসু, এটাওয়ার জি, সি, ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশে প্রায় ২৯৮৭১ জন হিন্দু শৌণ্ডিক জাতীয় ব্যক্তি মাদক দ্রব্য বিক্রয় করে। অন্যান্য জাতির মদের দোকাণের হিসাব দিবার আবশ্যক নাই। বঙ্গদেশের ছোটলাট বাহাদুরের শাসনাধিকৃত রাজ্য মধ্যে মদ্য, অহিফেন, গাঁজা প্রভৃতির দোকাণের সংখ্যা প্রায় দশলক্ষ। কলিকাতার বহুসংখ্যক মাদক দোকাণ দেখা যায়, কলিকাতায় শৌণ্ডিকের মধ্যে ওয়েলিংটন ষ্ট্রিটের জি, সি, সা বিশেষ প্রসিদ্ধ। অপর জাতির মধ্যে সুবর্ণ বণিক জাতীয় প্রাণকৃষ্ণ লাহা কোম্পানী মদ্য বিক্রেতা বলিয়া সুপরিচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, শুঁড়িগণ তাহাদের নিজের জাতিগত বৃত্তির দোষ বা জঘণ্যতা সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করে না; পাঠকেরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন ইংরাজী ১৯০৩ অব্দের মার্চ্চমাস হইতে ১৯০৪ অব্দের মার্চ্চমাস

পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শুঁড়ীরা গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরকে ১৬২৯৬৪৭০ (এককোটি ৬২ লক্ষ ৯৬ হাজার চারি শত সত্তর টাকা) আবকারী কর দিয়াছে। বিদেশীয় রাজার অর্থোপার্জ্জণের পক্ষে শুঁড়ীরা বিশেষ আদরের প্রাণী বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা স্বদেশের পরমশত্রু বলিয়া চিরকাল গণ্য হইয়া আসিতেছে। শুঁড়ীদিগকে প্রশ্রয় দিয়া গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এদেশের লোকের সুরা পানাভ্যাসের প্রশ্রয় দিতেছেন কিনা, তৎসম্বন্ধে একখানি প্রসিদ্ধ ইংরাজি সমাচারপত্র হইতে নিম্ন লিখিত কয়েকপঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি।

Does the Government encourage drinking? THE Hon'ble Mr. Lely, the present Officiating Chief Commissioner of the Central provinces, in an official communication, which he submitted in January last to the Government of India, embodying certain recommendations for reforming the Excise Administration of Government, makes the extremely candid and no less significant confession that he has failed to discover a single educated Indian who does not firmly believe that, for the sake of paltry revenue, the authorities in this country deliberately encourage drinking among the masses. The treatment which his recommendations have received at the hands of the Government of India is of a kind that will, we fear, confirm the impression which Mr. Lely has found to be so universal among our educated fellow-countrymen. Mr. Lely's first suggestion was that it should be the object of the Excise Administration to gradually remove grog-shops from bazars,

markets and other places of public Resort where they serve as veritable man-traps, and that in future all the grog-shops in towns of some size should be gathered in one place as a liquor market, which would give the liquor market such a bad repute that people would be ashamed to be seen near it and such a segregation would also be convenient for the purpose of efficient supervision. The Government of India brusquely dismisses this suggestion as being "inexpedient." Mr. Lely's second suggestion was that the opening of lipuor-shops at *melas*, fairs, etc, should be prohibited. The Government of India rejects this recommendation on the plea that proposed prohibition might prove to be a source of "unnecessary hardship" by interfering with a "perfectly legitimate demand." Those two were the main recommendations made by Mr. Lely, and both of them have received short shrift at the hands of the Government of India. After this, is it any wonder if educated Indians should be slow to credit Government with a sincere solicitude for pormoting temperance !

সাহা বণিক সমাজের ব্রাহ্মণ।—বৈশ্যবর্ণভুক্ত সাহা বণিক বর্গের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যে সকল উপাধি প্রচলিত আছে, নিম্নে তাহার একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট হইল। চক্রবর্ত্তী, অধিকারী, ভাদুড়ী, মৈত্র, সান্যাল, ভট্টাচার্য্য, গোঁসাই, পণ্ডিত, শর্ম্মা, পাঠক, আচার্য্য, ভট্ট, সাঁই, রায়, তপস্বী প্রভৃতি। সাহা বণিকবৃন্দের ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেক গননীয় লোক আছেন, তাঁহাদের কতকগুলির নাম ও সংক্ষিপ্ত

পরিচয় এস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল। শ্রীযুক্ত রাধারমণ শর্ম্মা, রায়গনর শ্রীহট্ট; বৈকুণ্ঠনাথ শর্ম্মা (ঐ), হরগোবিন্দ শর্ম্মা (তাতুয়া), অভয়চরণ শর্ম্মা (লংলা), চৈতন্যচরণ (ঐ), ব্যাসচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (আনেরা), নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (ঐ), গোলোকচন্দ্র সার্ব্বভৌম, তারাচাঁদ শর্ম্মা (শিলং), প্রেমলোচন ও দ্বারিকানাথ (ঐ), গোবিন্দচন্দ্র (চুরং) এবং গঙ্গারাম ভাদুড়ী। উপরি উক্ত ব্যক্তিগণ গবর্ণমেণ্ট কার্য্যালয়ে ক্লার্ক পদে প্রতিষ্ঠিত। মনোমোহন শর্ম্মা (মোক্তার, শ্রীহট্ট), পণ্ডিত রামসুন্দর বিদ্যারত্ন ও রামনাথ বিদ্যাভূষণ (খণ্ডল, নোয়াখালী), দ্বারিকা নাথ চক্রবর্ত্তী (হেড্‌মাষ্টার মুন্সীগঞ্জ হাইস্কুল), পণ্ডিত বৈকুণ্ঠচন্দ্র কাব্যতীর্থ (হেড্‌ পণ্ডিত নবীনগর হাই স্কুল), হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, (পাবনা), পণ্ডিত মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত, পূর্ণচন্দ্র বাচস্পতি (প্রধান পণ্ডিত, ভিকটোরীয়া স্কুল, সেরাজগঞ্জ), বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী (পোষ্ট-মাষ্টার), শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী (ঐ), বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী (ঐ), ত্রিপুরা জেলার মহানন্দ শিরোরত্ন, নবীনচন্দ্র পদরত্ন, গিরিশচন্দ্র তর্কভূষণ, গিরিশ্চন্দ্র বিদ্যার্ণব, রামসুন্দর বিদ্যারত্ন, দ্বারিকানাথ তর্করত্ন, তারানাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মাধবচন্দ্র তর্ক চূরামণি (সরাইল), ত্রিলোচন স্মৃতিরত্ন (মকাসিপুর); ব্রাহ্মণ বেড়িয়ার শরচ্চন্দ্র তর্কনিধি, এবং মুরারিধন বিদ্যাবাগীশ; নবীনগরের বৈকুণ্ঠনাথ কাব্যতীর্থ, নোয়াখালী জেলার উত্তর গোপমা ষ্টেশনের রামসুন্দর বিদ্যারত্ন ও রামনাথ বিদ্যাভূষণ মানিকগঞ্জ থানার অন্তঃপাতী সাফুল্লী নিবাসী কেশবলাল বিদ্যালঙ্কার যাদবচন্দ্র কবিরত্ন, উথুলী নিবাসী সীতানাথ চক্রবর্ত্তী (তালুকদার), বালিয়াটী নিবাসী বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী, ধরণীধর অধিকারী, রাইমোহন অধিকারী, টাঙ্গাইল মহকুমার অধীন পাকুল্লা নিবাসী পূর্ণচন্দ্র বাচস্পতি, জামর্কি নিবাসী দিগেন্দ্রকুমার কাব্যরত্ন, যোগেন্দ্রকুমার বিদ্যাবিনোদ, শাভার থানার অধীন আমতা নিবাসী মথুরানাথ চক্রবর্ত্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্ত্তী (জমিদার, ঝিনাদহ, যশোহর), আলিশাকান্দি নিবাসী

ডাক্তার কেশবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, কাগমারী নিবাসী পণ্ডিত মোহনচন্দ্র বিদ্যারত্ন, জামুয়াথী বাসী পণ্ডিত দিগিন্দ্রচন্দ্র কাব্যরত্ন, উলাপাড়া নিবাসী পণ্ডিত মাখনলাল শিরোমণি, শিয়ালখোলা নিবাসী পণ্ডিত মহিমচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, বগুড়া নিবাসী যদুনাথ কাব্যরত্ন, প্রভৃতি।

সাহাদিগের উপাধি।—সাহাবণিক সমাজের উপাধি সম্বন্ধে একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের জাতি নির্ণায়ক উপাধি ইহাদের সমাজে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। মনে করুন, চিকিৎসা ব্যবসায়ী ব্যক্তি মাত্রেই "বৈদ্য", কিন্তু বৈদ্যেরা নামের পরিচয় দিবার সময় বৈদ্য না কহিয়া "সেন, গুপ্ত, দাস" ইত্যাদি উপাধি দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে, এইরূপে প্রায় সমুদয় হিন্দুজাতির মধ্যে একটা প্রথা দেখা যায়, কিন্তু সাহাগণ জাতিতেও সাহা এবং উপাধিতেও সাহা। দৃষ্টান্ত তুমি কোন্ জাতিভুক্ত? উত্তর—আমি সাহা জাতি; বৈশ্য। প্রশ্ন—তোমার নাম কি? উত্তর—প্রাণকৃষ্ণ সাহা। বণিক সাহাদিগের সমাজে যাহাদের বংশে সাহা উপাধি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আমার বিবেচনায় তাহারা ঐ সমাজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন; অতি পুরাকাল হইতে ইহাদের বণিক-বিজ্ঞাপক এবং বৈশ্যত্ব-বিজ্ঞাপক "সাহা" শব্দ হইতেছে, সুতরাং এই সমাজের অন্যান্য উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গের তুলনায় আমি বিবেচনা করি, সাহা উপাধিধারী ব্যক্তিগণ প্রাচীনতম এবং আদি বংশের সন্তান। এই "সাহা" উপাধি এই সমাজে প্রধান উপাধি মধ্যে গণ্য হইয়াছে বটে, কিন্তু সাহাদিগের অন্যান্য উপাধিও আছে। সাহা জাতি মধ্যে যে সকল উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে, নিম্নে তাহাদের একটা তালিকা দিলাম। পাটোয়ারী, শিকদার, রায়, রায় চৌধুরী, সেন, বিশ্বাস, চৌধুরী, সাহা, সাহা চৌধুরী, দাস, খাঁ, মাঝি, পাল, প্রামাণিক, মণ্ডল, মজুমদার, ভৌমিক, কীর্ত্তনীয়া, পাইনা, পাইন, সরকার, মল্লিক, সাহু, সাউ, সাবুই, সাধু, দেশমুখ্য, পোদ্দার,

মুন্সী, শূর, দেওয়ান (১), ধনী, ধর্ম্মী, ধরণী, কণিক, বিত্তদার (২), ভূঞা মজুমদার, মুস্তফী, পাঞ্জা, দালাল, নায়েক, সর্দ্দার, ঘোষ, ভাজন, পণ্ডিত, তাঁতি, মাঝি, তাঁউলী, টাকী, দাড়ী, কাপুড়িয়া, তানারু, ফৌজদার, বেগুণ, সাহজী, নাগ, কর, খাজাঞ্চী, হাজারা, যোদ্ধা, বৈরাগী, পান্নুয়া, কোতোয়াল, কুইশা, ভাণ্ডারী, ভক্ত, তহবীলদার, কুণ্ড, প্রভৃতি।

সাহাদিগের সভা, স্কুল, টোল, কলেজ, ইত্যাদি।— সভার মধ্যে "ঢাকার স্বজাতি হিতসাধিনী সমিতি" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রসিদ্ধ উকীল বাবু মোহিনীমোহন দাস কর্ত্তৃক এই সমিতির কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে। বাজিতপুর, বরিশাল, সিরাজগঞ্জ ও কুষ্টিয়া, এই কয়েক স্থানেও সভা আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্ট হইতে সাহা বৈশ্যেরা "শ্রীহট্ট প্রকাশ" নামে সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করিতেন, এখন তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঢাকা নগরীর সাচিপান্দরিপা নামক স্থান হইতে "নববিকাশ" নামক যে বাঙ্গালা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার সম্পাদক ও সত্বাধিকারী উভয়েই সাহা বণিক সমাজ ভুক্ত। বাবু গোকুলচন্দ্র দাস এই পত্রের সত্বাধিকারী, ইনি এক প্রাচীন বংশ হইতে সমুদ্ভূত এবং বয়সে যুবা হইলেও বুদ্ধিতে প্রবীণ। ইনি নানাবিধ সাংসারিক কার্য্য ও বাণিজ্য ব্যবসা প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিয়াও যে বিদ্যোৎসাহীতা প্রকাশ করেন; তাহা ইহার পক্ষে বিশেষ প্রশংসনীয়। রাজসাহী জেলার ঘোড়ামারা বাসী বিদ্যোৎসাহী সুরেশচন্দ্র সাহা "উৎসাহ" নামে এক মাসিক পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে পর একজন ব্রাহ্মণের হস্তে উহার সম্পাদন ভার ন্যস্ত হয়। ইনি স্বজাতির বিশেষ হিত-

(১) শ্রীহট্ট অঞ্চলে অনেকের দেওয়ান উপাধি আছে। (২) মান্দ্রাজ ও উরিষ্যা প্রদেশে বহুকাল হইতে যে সকল সাহা বণিক বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও সম্প্রদায় মধ্যে ধনী, ধর্ম্মী, কণিক, ধরণী ও বিত্তদার উপাধি প্রচলিত রহিয়াছে দেখা যায়।

চৌকির্দ্দ। ইহার বৃদ্ধ পিতা শ্রীশ্রীদাম দাস মহাশয় সংগীত বিদ্যায় সুদক্ষ। "নববিকাশ" পত্রের সম্পাদক বিশেষ শিক্ষিত ও যোগ্য পুরুষ; ঢাকার স্বজাতি হিতসাধিনী সভা বাঙ্গালা ১৩০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঢাকা সূত্রাপুর পল্লীতে সাহা জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত টোল (চতুষ্পাঠি), দুবলহাটীর সাহা বণিক বংশীয় রাজাদিগের প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত বিদ্যালয় এবং নোয়াখালীর কল্যাণদিহীর টোল সুপরিচিত। ঢাকা নগরীর সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ কলেজ, বালিয়াটির প্রসিদ্ধ জমিদার জগন্নাথ বাবুর নামে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার সুযোগ্য পুত্রেরা ইহার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। ফরিদপুরের অন্তর্গত পালং এণ্ট্রান্স বিদ্যালয় তথাকার বাবু শচীকান্ত চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। পানামের পোদ্দার বংশের এণ্ট্রান্স স্কুল, ঢাকার বাবু রূপলাল রঘুনাথ দাসের ইংরাজী স্কুল, কিশোরী বাবুর জুবিলী স্কুল, রাজসাহী জুবিলী টেক্‌নিকাল স্কুল, দুবলহাটী এণ্ট্রান্স স্কুল, সিরাজগঞ্জ ভিক্টোরিয়া হাই স্কুল, আলিসাকান্দীর ভীমচরণ বিদ্যালয়, দেলুর ও বল্লার ইংরাজী স্কুল, সোহাগপুরের ব্যোমকিশোর স্কুল, পার্শ্বডাঙ্গার বিদ্যালয় এবং কুর্ম্মণডাঙ্গার মধ্য শ্রেণীস্থ বাং ইং স্কুল সাহা জাতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। বারাকপুরের নিকট নবাবগঞ্জের এণ্ট্রান্স স্কুল, সাহা বণিক জমিদার দিগের সম্পত্তি। প্রায় ৩২ বর্ষ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ ভূদেব বাবুর উৎসাহে ও বাবু শ্রীচরণ সাহার যত্নে হুগলীতে একটি অবৈতনিক মাইনার স্কুল স্থাপিত হইয়াছিল। শ্রীচরণ বাবুর মৃত্যুতে তিন বৎসর পরে ঐ স্কুল বন্ধ হইয়া যায়।

সাহা বণিক সমাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তি।—সাহা দিগের মধ্যে অনেক শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, ধনবান, বদান্য, পুণ্যচেতা, সাত্ত্বিকাচারী এবং উচ্চপদস্থ পুরুষ আছেন। ধার্ম্মিকা রমণীর সংখ্যাও এই সমাজে অল্প নহে। কীর্ত্তিমান ব্যক্তি প্রায় সকল স্থানেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সকল স্থান হইতে সমগ্র

বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, আপাততঃ এস্থলে তাহাদিগের ই নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। উপাধি অনুসারে কতকগুলি নাম লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে। স্থানান্তরে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত পুরুষ, প্রখ্যাত গৃহস্থ এবং প্রাচীন ও নবীন বংশের বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশ করিতে ত্রুটি করি নাই। এই পুস্তকের যদি কখনও দ্বিতীয় সংস্করণ হয় তাহা হইলে অনুল্লিখিত বা অল্পোল্লিখিত বংশগুলির বিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়া পরমানন্দ লাভ করিব। এস্থলে বলা বহুল্য, সাহা বণিক সমাজের প্রায় শতকরা ৯৫ জন ব্যক্তি সুখে ও স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিয়া থাকে।

দাস।—কৃষ্ণনাথ, শ্রীশচন্দ্র, প্যারিলাল, বি, এল, হরগবিন্দ, মোহিনীমোহন (উকিল), নবদ্বীপচন্দ্র, ক্ষেত্রমোহন বি, এল , রূপলাল (জমিদার), রঘুনাথ (জমিদার), অধরচন্দ্র (শিক্ষক), গোবিন্দচন্দ্র (উকিল), দেবেন্দ্রনাথ (ঐ), প্যারিলাল (ঐ), শ্রীনাথ ঐ), মদনমোহন এম, এ, বি, এল ; বীরেন্দ্রচন্দ্র, কুঞ্জেশ্বর (মোক্তার), দুর্গামোহন (বি, এ), ব্রজনাথ (বি, এল), গোকুলচন্দ্র (মহাজন, আড়তদার ও "নববিকাশ" সত্বাধিকারী), ইন্দ্রমোহন, বি, এ, গিরিশচন্দ্র (ইঞ্জিনিয়ার), রামচন্দ্র (ঐ), মুন্সেফ চৈতন্যচরণ, গুরুচরণ সবজজ, বৈষ্ণবচরণ (ঐ), ডেপুটীকালেক্টর গোপালচন্দ্র, দেবীচরণ এম্, এ, অভয়াচরণ, এম,এ, গোবিন্দচন্দ্র, এম,এ, ডাক্তার দ্বারিকানাথ, সুদর্শন বি,এল, মহেন্দ্র কুমার বি,এল, ব্রজেন্দ্রলাল এম,এ, জমিদার ; মহাভরত রাধারমণ, কুলদা প্রসাদ বি,এল, গগনচন্দ্র, হরগোবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, নৃত্যলাল (শিক্ষক), লালমোহন, এম, এ, বি, এল, রাধামোহন, এম, এ, (ডিপুটীকলেক্টর), দেবীচরণ (ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট), বনমালী (ইঞ্জিনিয়ার), জ্ঞানদা প্রসাদ (বি, এ, শিক্ষক), হলধর (উকীল), দুর্গামোহন বি, এ, হরিচরণ বি, এল, (গবর্ণমেণ্ট-উকিল), প্যারিমোহন এম, এ, বি, এল, (উকিল), বৈকুণ্ঠ বি, এ, সূর্য্যমণি, বি, এ, যতীন্দ্রনাথ বি, এ, কৃষ্ণকান্ত (টাক্সদারোগা), রাধাকান্ত

(লাইব্রেরিয়ান, ঢাকা কলেজ), রামসুন্দর (উকিল), মহিমচন্দ্র (ঐ), রাধাচরণ (ঐ)।

রায় ও রায়চৌধুরী।—সুরেন্দ্রকুমার (জমিদার, বালিয়াটি), কিশোরীলাল (ঐ), সাধুচরণ (ঐ), শরচ্চন্দ্র (ঐ), হরেন্দ্রকুমার (ঐ). গোপীমোহন (জমিদার নবীননগর), রাধিকামোহন (জমিদার ঢাকা), যোগেন্দ্র নারায়ণ (ঐ কলাপোলা), ক্ষেত্রমোহন বি, এল, উকিল, জীবনকৃষ্ণ, বৃন্দাবন চন্দ্র (আলিসাকান্দা) ব্রজেন্দ্র কুমার (জমিদার), নলিনী ভূষণ, হরেন্দ্রলাল, মদনমোহন, রোহিণীকুমার, রমানাথ, সীতানাথ, রামসুন্দর (উকিল), ভীমচরণ স্বরূপচাঁদ (সওদাগর) রাধা-মাধব (লণ্ডন), হরিলাল, এম, এ, ধীরেন্দ্রনাথ এম, ই, সুরেন্দ্রচন্দ্র বি, এ, মহিমাচন্দ্র (জমিদার) শশীভূষণ (ম্যানাজার অবষ্টেট), কৃষ্ণকুমার (জমিদার), নকুলেশ্বর, অচ্যুতচরণ (লেখক ও ঐতিহাসিক), রাজা-বাহাদুর, ঘনদানন্দ (ডুবলহাটী), বরদা কান্ত ও অনুকুলচন্দ্র (ফরিদপুর) রাজেন্দ্রচন্দ্র ও মহিমচন্দ্র (চৌদ্দরশী জমিদার), রাজাবাহাদুর গিরিশচন্দ্র (শ্রীহট্ট), যাদবগোবিন্দ (সিরাজগঞ্জ সমিতির সম্পাদক), ভৈরবনাথ (জমিদার ও মহাজন, আলিসাকান্দা), ব্রজেন্দ্রকুমার (সেক্রেটরি, হাইস্কুল সিরাজগঞ্জ), কানাইলাল, বি, এ, (রামবল্লভ, রামেন্দ্রচন্দ্র, কৃষ্ণকুমার, চন্দ্রকান্ত, অবনীমোহন, জগদ্বন্ধু—নোয়াখালী জেলার জমিদার গণ।) হরিমোহন, হরচন্দ্র, রাধাচরণ, জগদ্বন্ধু, সুরেন্দ্রমোহন, জগমোহন কৃষ্ণপ্রসাদ, গোপীমোহন (তালুকদার, ব্রাহ্মণ বেড়ীয়া)। কৃষ্ণপ্রসাদ (হরিপুর) মনোমোহন (জমিদার নবীনগর)। ত্রিপুরা জেলার জমিদার গণ শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র, কালীচরণ, রমাসুন্দর, শিবচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র কুমার, এবং কালীকৃষ্ণ, অমরকৃষ্ণ, মহেশচন্দ্র, গোবিন্দচন্দ্র। অচ্যুতানন্দ ও জানকীনাথ রায়, বি,.এ, (আলিসাকান্দি) গৌরমোহন (কুমিল্লা),

সাহা।—হরকুমার, এম, এ, বি, এল, প্রেমানন্দ বি, এল, হরলাল বি, এ, বলাইচাঁদ, রামসুন্দর (উকিল, কোমিল্লা), মদনমোহন

বি, এল, (মুন্সেফ), কিশোরীলাল, পাণ্ডবচন্দ্র, নবদ্বীপচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, চক্রধর (অমতা), দ্বারিকানাথ মাখনলাল, গঙ্গাধর, হরিদাস এম, এ. নবীনচন্দ্র বি. এল, দীনবন্ধু বি, এল, পূর্ণচন্দ্র (মোক্তার), পণ্ডিতচন্দ্র বি, এ, জলধর, বি, এ, সনাতন বি, এল, রাইমোহন, রামলাল (পণ্ডিত, কুমারখালী), লালনচন্দ্র, মিষ্টর বি, সাহা (ইঞ্জিনিয়র), যোগেন্দ্রচন্দ্র, বি, এ, দীননাথ বি, এ. বিজয়গোবিন্দ (পুলীশ ইনেষ্-পেক্টর), প্যারিমোহন (শিক্ষক), মুনীন্দ্রকুমার বি, এ, রামবল্লভ (জমিদার), ডাক্তার জ্ঞানদাচরণ, গোপেশ্বর গোরাচাঁদ (পোড়াবাড়ী), ডাক্তার কৈলাশচন্দ্র, রামচন্দ্র (শিবপুর) ধীরেন্দ্রনাথ এম, এ, উপেন্দ্রনাথ, বনোয়ারীলাল, দেবনাথ, শ্রীদামচন্দ্র, ডাক্তার মাধবচন্দ্র, মহিমচন্দ্র (সয়দাবাদ), মুরারীমোহন, প্রাণগোপাল, রজনীকান্ত, বি, এ (শিক্ষক) রামচরণ, বি, এল (উকিল), আশুতোষ (পুলীশ ইনেষ্পেক্টর), বিজয়-গোবিন্দ (ঐ), কৃষ্ণকুমার (ঐ), নন্দলাল (স্কুল ডেপুটী ইনেষ্পেক্টর) মাখনলাল (সিরাজগঞ্জ সমিতির সহকারী সম্পাদক), দেবনাথ (জমিদার, সোহাগপুর), হরলাল (তালুকদার, আমতা), রাইমোহন (জমিদার, সয়দাবাদ), যোগেন্দ্রলাল (জমিদার), রাধাগোবিন্দ, বি, এল, বিনোদলাল (উকিল), দ্বারিকানাথ (অনরেরি মাজিষ্ট্রেট), উদয়চন্দ্র (ঘোষবাগ), আনন্দমোহন (তালুকদার, ব্রাহ্মণ বেড়িয়া), জীবনকৃষ্ণ (চাতলপাড়া), গোবিন্দনাথ, শরচ্চন্দ্র, দিগম্বর, তীর্থনাথ, ললিতমোহন, বিনোদবিহারী, মথুরানাথ, দেবেন্দ্রনাথ (জমিদার), শশধর, সুখলাল, লালবিহারী,

ভৌমিক।—প্রহ্লাদচন্দ্র (ডাক্তার), বৃন্দাবনচন্দ্র (বি, এল, টাঙ্গাইল), যজ্ঞেশ্বর, বিপিনবিহারী, বি, এল (নড়াইল), কমলাকান্ত (বাগমেলা, ত্রিপুরা),

খাঁ।—প্যারিলাল, ত্রৈলোক্যনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, অনুপলাল।

মুন্সী।—হরিমোহন (জগন্নাথ কলেজ), রামলাল, কৃষ্ণলাল, কেশবচন্দ্র,

হরিপ্রসাদ, গৌরীশঙ্কর।

মজুমদার।—কৈলাশচন্দ্র। রামকুমার (চান্দুড়া)। হরিচরণ; যদুপতি।

পোদ্দার।—কুঞ্জেশ্বর ও কানাইলাল (পানাম), বুধলাল, শুকলাল, রাধাচরণ (ফিরিঙ্গি বাজার), কেদারনাথ, নবদ্বীপচন্দ্র, (সাগরকান্দি), আনন্দমোহন, আনন্দচন্দ্র, লালজীমোহন, নবীনচন্দ্র (জমিদার, ত্রিপুরা)।

প্রামাণিক।—দামোদর তারকেশ্বর, গঙ্গাধর (ডাক্তার) এল এম, এস, শশধর বি, এ, হরিদয়াল (সিরাজগঞ্জ) ডেপুটী মাজিষ্টেট কৃষ্ণদয়াল এম, এ, রামকানাই,(রামকৃষ্ণপুর), জলধর, নবীনচন্দ্র, শ্রীনাথ, প্রকাশচন্দ্র, বনমালী, জন্মেজয়, নদীয়া চাঁদ।

বিশ্বাস।—বিপীনবিহারী বি, এল; কান্তিচন্দ্র। মনোহরলাল

শূর।—উমাচরণ। গঙ্গাচরণ। ঈশানচন্দ্র।

সেন।—কিশোরীমোহন, এম, এ। ভবানীচরণ। রাখাল দাস।

মৌল্লিক (মল্লিক)।—রামলাল। কানাইলাল (তালুকদার)। হৃষিকেশ।

মণ্ডল।—উমেশচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, পূর্ণচন্দ্র, অদ্বৈতচন্দ্র (জমিদার), উপেন্দ্রচন্দ্র, ব্রজেন্দ্র কুমার, উপেন্দ্রমোহন, কালিপ্রসাদ, নবকৃষ্ণ (হাজিপুর)।

পাইন (পাইনা)।—মহেশচন্দ্র, মহাকালী প্রসাদ, নীলাম্বর, চন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র। গণপতি পাল। বৃন্দাবনচন্দ্র।

সাহা সমাজের প্রখ্যাত পুরুষ এবং প্রাচীন ও নবীন বংশের সুপরিচয়।—আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, সাহাবণিক সমাজে বহুল সৎগৃহস্থ, সদ্বংশ এবং প্রসিদ্ধ পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন এবং এখনও

আছেন। এই সমাজের লোকদিগের অনেক কীর্ত্তিও স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তদ্ভিন্ন নানাবিধ পুণ্যজনক কার্য্যের কথা শ্রবণ ও পাঠ করিয়া আসিতেছি। দুঃখের বিষয় এই যে, সকল স্থানের বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, আপাততঃ তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দুবলহাটী রাজবংশ সাহাবণিক সমাজের প্রধান অলঙ্কার। রামপুর বোয়ালীয়া হইতে দুবলহাটি প্রায় ২৫ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। প্রসিদ্ধা পদ্মানদীর পূর্ব্বোপকুলস্থিত যজ্ঞেশ্বরপুর নিবাসী জগৎরাম রায় নামক একব্যক্তি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথিত আছে, ইনি লবণ, সোহাগা, রসাঞ্জন, ধান্য, সর্ষপ প্রভৃতির ব্যবসা করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, জগৎরাম একদিবস নৌকাযোগে কশ্‌বা নামক এক পল্লীতে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম লাভ করেন। রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন যেন, জগন্মাতা নারায়ণী "রাজরাজেশ্বরী" রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সহাস্যবদনে তাঁহাকে কহিতেছেন, "বৎস! তুমি এই ভাসমান নৌকার নীরে আমাকে অনুসন্ধান কর, আমি এই জলে ডুবিয়া আছি, আমাকে উত্তোলন করিয়া লইয়া যাও।" জগৎরাম ঐ মূর্ত্তি জল হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া এক মন্দির নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাহাতে উহা প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক দেবীর পূজার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিয়ৎকাল পরে দেবীর অনুগ্রহে জগৎরাম বিশেষ বিক্রমী ও বিত্তশালী পুরুষরূপে পরিণত হইয়া জমিদারী স্থাপন করেন, ক্রমে পঞ্চবিংশ ক্রোশ পর্য্যন্ত ভূমি অধিকার করিয়া লয়েন। মুসলমান সম্রাটেরা ইহা অবগত হইয়া জগতৎরামের নিকট হইতে কর প্রার্থনা করেন; জগৎরাম তাহাতে আপত্তি না করিয়া রাজভক্তি সহকারে যথাযোগ্য কর প্রদান করায় সম্রাট প্রবর অতীব সন্তোষ সহ তাঁহাকে "তুরী ও ডঙ্কা" ব্যবহারের অনুমতি দেন। তৎকালে তুরী ও ডঙ্কা ব্যবহার করা নিতান্ত সম্মানের নিদর্শন ছিল। ক্রমে নহবৎ

রাখিবার অনুমতিও তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সম্রাট কুলতিলক সাহাজানের সমসাময়িক কৃষ্ণরাম রায় তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর রঘুরাম রায়কে সমুদয় সম্পত্তির সাত আনা প্রদান করিয়া নিজে নয় আনা গ্রহণ পূর্ব্বক মৈনাম নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হয়েন, কনিষ্ঠ রঘুরাম দুবলহাটী পল্লী প্রতিষ্ঠা করিয়া অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অল্পকাল মধ্যে জ্যেষ্ঠের বংশ লুপ্ত হইয়াছিল, রঘুরামের বংশধরগণ অদ্য পর্য্যন্ত দুবলহাটীতে বর্ত্তমান আছেন। লর্ড কর্ণোয়ালিশের শাসনকালে রাজা কৃষ্ণ নাথ, দুবলহাটী জমিদারীর বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। ইনি নিঃসন্তান হইয়া স্বর্গবাসী হইলে পর ইঁহার বিধবা পত্নী যাঁহাকে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম হরনাথ রায় চৌধুরী। খৃ ১৮৭৫ অব্দে বৃটীশ গবর্ণমেন্ট বাহাদুর ইঁহাকে নানাবিধ সৎকার্য্যের জন্য “রাজা” উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ অব্দে ইনি “রাজাবাহাদুর” উপাধি গ্রহণ করিবার সময়ে, গবর্ণমেন্ট বাহাদুর ইঁহার বহুল পুণ্যময় কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত রাজাবাহাদুর ১৮৭৪ অব্দের দুর্ভিক্ষকালে প্রজা সাধারণের বিশেষ সাহায্য করেন, রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দেন, মহকুমার কাছারীর জন্য ভূমিদান করেন, সহকারী জিলা স্কুলের উন্নতির জন্য বার্ষিক পঞ্চ সহস্র টাকা আয়ের সম্পত্তি সাধারণকে সমর্পণ করেন, রামপুর বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার জন্য মুদ্রাযন্ত্র কিনিয়া দেন, তদ্ব্যতীত কলিকাতার ইডেন হিন্দু হষ্টেল, পশুশালা, রাজসাহী কলেজ প্রভৃতির জন্য অনেক অর্থ অকাতরে ব্যয় করেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল এখনও বর্ত্তমান আছে। ইঁহার যত্নে ও ব্যয়ে একটী সংস্কৃত চতুষ্পাটীও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বদান্যবর রাজা বাহাদুরের স্বর্গ গমনের পরে তাঁহার দুই সহধর্ম্মিণী (রাণী শ্যামাসুন্দরী ও রাণী উমাসুন্দরী) মহাশয়া দিগের দ্বারাই দুবলহাটীর বিস্তৃত জমিদারী সুযোগ্যতা সহ পরিচালিত হইতেছে। কুমারগণের নাম—ঘনদাকুমার এবং কঙ্কননাথ। ম্যানেজার গণের নাম—শশীভূষণ

রায় ও গোপীনাথ সাহা। রাণী মহোদয়াগণেরও অনেক সৎকীর্ত্তি আছে। ম্যানেজার মহাশয়গণ সুযোগ্য বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। মহামান্য ছোটলাট সারচার্লশ্ ইলিয়ট বাহাদুরের শুভাগমনোপলক্ষে রাণী মহোদয়া দ্বয় "ইলিয়ট দীঘী" নামক এক বিস্তৃত সরোবর খনন করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁরা হাসপাতালের নূতন ও প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া অনেক দরিদ্র ও পীড়িত নরনারীর সমূহ উপকার সাধন করিয়াছেন। রাজনারীর জুবিলি টেক্‌নিকাল ইনষ্টিটিউট, ভবলহাটীর এনট্রান্স স্কুল, দুর্ভিক্ষকালে বহুসংখ্যক মানবের প্রাণ দান প্রভৃতি অনেক সৎকর্ম্ম জন্য রাণী মহোদয়াগণ গবর্ণমেন্ট সমীপে এবং সাধারণের নিকট সুপরিচিতা *। ত্রিপুরা জেলার ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার রায়বংশ, সাহাবংশ, পোদ্দারবংশ ও বৈরাগীবংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত আলিশাকান্দার রায়বংশ, সাহাবংশ, বোরাবাগুলীয়ায় ভৌমিক বংশ, নাগরপুরের চৌধুরীবংশ, পাবনা জিলার সিরাজগঞ্জ মহকুমান্তর্গত দেলনাগ্রামের প্রামাণিকবংশ, কীর্ত্তি খোলার সাহাবংশ এবং ধোপা খোলার চৌধুরীবংশ সুপরিচিত। শ্রীহট্ট জেলার সাহাবণিক সমাজে অনেক তালুকদার, জমিদার, তেজারত, মহাজন ও আড়তদার আছেন। শ্রীহট্ট অঞ্চলে কোনও কোনও বংশের লোক মুসলমান নবাবদিগের সময়ে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীহট্টের রাজা গিরিশচন্দ্র রায়বাহাদুরের আদিপুরুষ দুর্লভদাস এক সময় সুবে পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গৌরী-

* নিতান্ত বিস্ময়, এবং লজ্জার বিষয় এই যে, বাবু সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী, বি, এল, মহাশয় তাঁহার "বঙ্গীয় সমাজ" পুস্তকের ৯৫ পৃষ্ঠায় ভবলহাটীর সাহা—বণিক জাতীয় শুদ্ধাচারী বৈশ্য রাজ বংশকে শৌণ্ডিক শ্রেণীমধ্যে ভুক্ত করিয়া দিয়াছেন। সতীশচন্দ্র বাবু, বিশেষ অনুসন্ধান ও চিন্তা করিয়া দেখিলে তাঁহার এই বিষম ভুলের জন্য যথেষ্ট দুঃখ ও লজ্জা অনুভব করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৯১ অব্দের সেন্সস রিপোর্টে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুরও এই রাজ বংশকে বণিক অর্থাৎ বৈশ্যসম্প্রদায় ভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

শঙ্কর গ্রামবাসী সাধুরায়ের পুত্র শ্যামরায় দিল্লীর সম্রাট হইতে "সেনাপতি" উপাধিলাভ করিয়া সনন্দ প্রাপ্ত হয়েন। গৌহাটীর কিশোরী মোহন সেন, এম, এ, (একষ্ট্রা আসিসটাণ্ট কমিশনার), শিলচরের রাধা মোহন দাস (একষ্ট্রা আসিটাণ্ট কমিশনার) এবং ঐপদে প্রতিষ্ঠিত গোপালচন্দ্র দাস, বি, এ, বিশেষ পরিচিত। শিলচর হাইস্কুলের হেড্-মাষ্টার অভয়াচরণ দাস, এম, এ, শ্রীহট্টের উকিল প্যারিচরণ দাস, এম, এ, বি, এল, শিলচরের সরকারী উকীল হরিচরণ দাস বি, এল, মাথুনীয়ার জমিদার ব্রজেন্দ্রলাল দাস চৌধুরী, এম, এম, হবিগঞ্জের উকীল সুদর্শন দাস, বি, এ, পুলিশ ইনেস্পেক্টর ললিত কুমার দাস ও পুলীনবিহারী দাস, সেরেস্তাদার রাজমোহন দাস ও শরৎচন্দ্র দাস, ইঞ্জীনীয়ার ধনমালী দাস, অনুবাদক গোপীরঞ্জন দাস, সবডেপুটী রামচন্দ্র দাস, উকীল রসরাজ দাস, অনারেরি মাজিষ্ট্রেট যোগীন্দ্র চরণ দাস, কারাগারাধ্যক্ষ সনৎকুমার দাস, রাজা গিরিশচন্দ্র রায়বাহাদুর, মুন্সেফ শ্যামাচরণ দাস প্রভৃতি গণনীয় পুরুষ। ঢাকা নগরীর সুবিখ্যাত জগন্নাথ কলেজ, বালিয়াটী নিবাসী জমিদার জগন্নাথ রায়চৌধুরীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্টের বিপিনচন্দ্র দাস, এম, এ, বি, এল (উকীল), জগদ্বিখ্যাতা মহারাষ্ট্রীয়া পণ্ডিতা রমাবাইকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎকালীন জজ বিভারিজ সাহেবের যত্নে এই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। পণ্ডিতা রমাবাই একক্ষণে খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বিনী; বিবাহের অল্প-কাল পরে বিপিন বাবুর মৃত্যু হয়। তিনি একটীমাত্র কন্যা রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন, ঐ কন্যার নাম মনোরমা। "শ্রীহট্ট প্রকাশ" নাম কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যে সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্র পরিচালিত হইত তাহা শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ সাহাজাতীয় "দাস" বংশেরই কীর্ত্তি। এই বংশ ধনবান, শিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী এবং নানাস্থানে ইহাদের নানাপ্রকার সম্পত্তি আছে। চব্বিশ পরগণার বারাকপুরের নিকট শ্রীঅদ্বৈতমণ্ডলের বংশ অতি প্রাচীন জমিদার ও বদান্যবংশ। চন্দন নগরের খাঁগণ বিশেষ

প্রসিদ্ধ। তারকেশ্বরের নিকট সাপুরের সাবুইগণ, সিরটের উমাচরণ শূর এবং বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী পল্লীর সাহাগণ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। হুগলীর নিকটেও অনেক সম্ভ্রান্ত সাহা বাস করিয়া থাকে। বাঁকুড়া জেলার প্রামাণিক ও হাবড়া জেলার দাস চৌধুরীবংশ সুপরিচিত। ফয়জাবাদের শুর কোম্পানী এবং কলিকাতা বড়বাজারের ও, এল, সাবুই কোম্পানী ধনবান সওদাগর। ঢাকাজেলান্তর্গত বালিয়াটীর রায় চৌধুরীগণ বিশিষ্ট জমিদার, এই বংশের বাবু কিশোরীলাল রায় চৌধুরী জগন্নাথ কলেজের বর্ত্তমান সত্বাধিকারী। ঢাকার বদান্যবর সনাতন দাস, রূপলাল দাস, রঘুনাথ দাস, রাধিকামোহন রায় বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও ধনবান পুরুষ। ঢাকান্তর্গত সাচিপান্দারিপা হইতে প্রকাশিত "নববিকাশ" মাসিক পত্র শ্রীযুক্ত হরকুমার সাহা, এম, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও গোকুলচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। নবীনপরের রায় চৌধুরী, কলাকোপার রায়, ঢাকার প্রসিদ্ধ জীবনকৃষ্ণ রায়, শ্রীহট্টের রায় উপাধিক রাজ বংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ঢাকাজেলার পানামনিবাসী পোদ্দার বংশ, বিশেষ পরিচিত। মুন্সেক বাবু মদনমোহন সাহা বি, এল, হুগলী কলেজের প্রফেশর হরিদাস সাহা, এম, এ, কুমিল্লা জেলার কৃষ্ণনগরের রায় বংশ, ত্রিপুরার অন্তর্গত লাকসাম গ্রামের রায় মহাশয়গণ, ঢাকার বাবু বাজারের বাবু গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার প্রভৃতি সাহাজাতির অলঙ্কার। রাজসাহী জেলার দুবলহাটীর কুমার ঘনদানন্দ রায় সাহাজাতীর প্রধান পুরুষ। ইনি ৺রাজা হরনারায়ণ রায় মহাশয়ের সন্তান। ঢাকার সন্নিহিত সাভার পল্লীর সাহা মহাজনগণ বিশেষ পরিচিত। পালংগ্রামের চৌধুরী বংশ, ফরিদপুরের চৌধুরীবংশ এবং চৌদ্দরশীর চৌধুরীবংশ বিশেষ খ্যাত মামুদপুরের চৌধুরীবংশ পুণ্যকর্ম্ম, বদান্যতা, তুলা ক্রিয়া প্রভৃতি জন্ম বিশেষ পরিচিত। ঢাকার নিকটস্থ মীরপুরের সাহাখাজাঞ্চী বংশ এবং যশোহরের অন্তর্গত শেলকুপার সাহাবংশ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। জলশুকা

নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রমাকান্ত রায়, এম, ই, (যাহার গৌরবে আজ সমগ্র ভারত গৌরবান্বিত) তিনি জাপান খনিজ বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষায় অতীব প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া এক্ষণে কাশ্মীরের মহারাজার ষ্টেট্ মাইনিং ইঞ্জিনিয়ারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আছেন, এবং উক্তগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধামাধব রায় মহাশয় "লণ্ডন কুপার্স্ হিল্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ" হইতে বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ণোৎসাহে আজি ভারত-ভূমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। উক্ত পরীক্ষাতে সেই বারে কেবল দুইজন ভারতবাসী কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন। এতদ্ব্যতীত পানাম নিবাসী ভূতপূর্ব্ব ঢাকা কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত বাবু হরিলাল চৌধুরী মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের এম এ, পরীক্ষায় গণিতে প্রথম বিভাগে প্রথমস্থান, বালিয়াটী নিবাসী হুগলী কলেজের প্রেফেসার শ্রীযুক্ত বাবু হরিদাস সাহা মহাশয় ঐ পরীক্ষার বিজ্ঞানে দ্বিতীয় স্থান, ও নাগরপুর নিবাসী কটক এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় ঐ পরীক্ষার দর্শনশাস্ত্রে উচ্চস্থান, এবং শ্রীহট্ট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দাস মহাশয় শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান, এবং জলশুকা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দাস মহাশয় ঐ কলেজের এগ্রিকাল্‌চারেল্ বিভাগের শেষ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন। এইরূপ আরও কতিপয় নাম দেওয়া যাইতে পারে। টাঙ্গাইল মহকুমার মাহেড়া (ময়রা) গ্রামের রায় চৌধুরীবংশ জমিদার। মুর্শীদাবাদ জেলার ভগীরথপুরের ৺ভগীরথ সাহা প্রখ্যাত পুরুষছিলেন। তাঁহার নামে ভগীরথপুর স্থাপিত হয়। ভগীরথ সাহা ধার্ম্মিক পুরুষছিলেন। কুমিল্লা জেলার আনন্দচন্দ্র সাহা চৌধুরী (জমিদার), মুরাদনগরের রায়বংশ ও ভৌমিকবংশ, জাহাপুর গ্রামের রায়বংশ, মজিতপুরের রায়বংশ তদ্ভিন্ন গোপীমোহন চৌধুরী প্রভৃতি "চৌধুরী" উপাধিধারী জমিদারগণ, লাকসামের বাবু কালীকৃষ্ণ রায় চৌধুরী (জমিদার),

নাথেরপটুয়া গ্রামের বাবু কৃষ্ণকুমার সাহা, নরহগ্রামের বাবু গুরুদাস ভুঁইয়া, নোয়াখালী জেলার শান্তসীতার চন্দ্রমোহন চৌধুরী, হাতীয়া গ্রামের জগৎমোহন সাহা, ঢাকাজেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমার শঙ্কুলী সাহাগণ, সাভার থানান্তর্গত আমতা নিবাসী সাহাগণ এবং বালিয়াটীর সাহা উপাধিধারী পুরুষবর্গ বিশেষ সম্ভ্রান্ত। ত্রিপুরা জেলার ঘোষবাগের জমিদার চন্দ্রকান্ত চৌধুরী "নির্ভয়" বংশীয় লোক, এই বংশ প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন। এই জেলার ঘনমণ্ডলবংশ, পাতলাবংশ, এবং দুর্য্যোধনীবংশ পরিচিত। ফরিদপুর জেলার সদরদী গ্রামের তালুকদার ও মহাজনব্যবসায়ী রায়বংশ, বনগ্রামের ভৌমিকবংশ, চৌদ্দরশী গ্রামের সাহাবংশ, মিঠাপুরের শিকদারগণ, শিক্ষিত জমিদার রাজেন্দ্রচন্দ্র রায়, শিক্ষিত মহাজন মধুসূদন পোদ্দার, মোদাকুলের নগেন্দ্রকুমার পোদ্দার, গোসাইদিয়া পল্লীর বরদাকণ্ঠ সরকার, কানাই-পুরের শিকদার জমিদারগণ এবং জোদ্দার মহাজন বরদাকান্ত সাহা সম্ভ্রান্ত পুরুষ। কবিলাপাড়ার পাইনাবংশ, শিবপুরের ভৌমিকবংশ, গুহা জানার সাহা চৌধুরী, মাহমুদপুরের চৌধুরী, পচাকাটার মণ্ডল, রালীণার চৌধুরী, কাঞ্চনপুরের চৌধুরীগণ, পাকটীয়ার সাহা মণ্ডল, ইনামগ্রামের সাহা, কেদারপুরের সাহা, ছাওয়ালীর সাহা, পার্শভাঙ্গার সাহা চৌধুরীগণ, কুচেমোরার সাহাগণ, ইঞ্জীনীয়ার ললিতমোহন সাহা ও বিনোদবিহারী সাহা, আসিসটান্ট্ সেটেলমেন্ট্ অফিশর তীর্থনাথ সাহা, সাতবেড়ীয়ার সাহা চৌধুরীগণ, নিশ্চিন্তপুরের সাহাচৌধুরীগণ, চান্দুড়াগ্রামের চৌধুরী, মজুমদার, রায়, পোদ্দার খাজাঞ্চী ও সাহা গৃহস্থবৃন্দ, সদ্বংশ বলিয়া প্রসিদ্ধ। রাজা গিরিশচন্দ্র রায়ের সংস্কৃতটোল, স্কুল, চিকিৎসালয়, ঠাকুরবাটী, অতিথি সৎকার, দান, পুণ্যময় ক্রিয়া এবং সৎকর্ম্ম প্রিয়তা বিশেষ প্রশংসাযোগ্য। ইন্দ্রেশ্বর নিবাসী শ্রীযুক্ত সূর্য্যমণি রায় (জমিদার) অনেক পুণ্যজনক ব্রত সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। ঢাকার স্বর্গীয় মথুরামোহন পোদ্দার মহাশয়ের প্রদত্ত ৩০ সহস্র টাকার দান ভাণ্ডা-

রের আয়ে অনেক ব্রাহ্মণ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত সনাতন বাগ অতিথি শালায় প্রতিদিন প্রায় ২৫ জন লোক অন্ন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময় ইনি অনেক টাকা ব্যয় করিয়া অনেকের প্রাণ দান দিয়াছিলেন, ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত অনেক ঠাকুর বাড়ী আছে। স্বর্গীয় মোহিনী বাবু নদীর সেতু নির্ম্মাণে ও অন্যান্য সৎকার্য্যে প্রায় বিংশ সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। বাবু সনাতন, বাবু রূপলাল এবং বাবু রঘুনাথ দাসের পিতৃশ্রাদ্ধে সোণার দান সাগর হইয়াছিল। খ্যাতনামা মধু বাবুর পুত্রবধূ শ্রীমতী প্রিয়ময়ী চৌধুরাণীর দান, ব্রাহ্মণ সেবা ও ঠাকুর বাড়ী প্রসিদ্ধ। ইনি ঘোরতর দুর্ভিক্ষ সময়ে প্রতিদিন তিনশত দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্ন দিতেন। বাবু রঘুনাথ দাস, সারস্বত সমাজের প্রেশের (মুদ্রা যন্ত্রের) জন্য চারি সহস্র টাকা দান করিয়াছেন। ইনি অত্যন্ত বদান্য পুরুষ। অনেকের বোধ হয় ইহা জানা নাই যে, ভারত-বিখ্যাত বাগ্মী ও ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষের বিলাত অবস্থান কালে রঘুনাথ দাস মহাশয় ইহাঁকে ৫ সহস্র টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন। ডালবাজার নিবাসী স্বর্গীয় গৌরচন্দ্র রায়ের অনেক গুপ্ত দান ছিল। তিনি অনেক বিদ্যার্থীকে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। বৃন্দাবন ধামে ইহাঁর প্রতিষ্ঠিত দেবালয় আছে। নোয়াখালীর সান্ত-সীতা গ্রামের স্বর্গীয় মোহিনী মোহন চৌধুরীর যাগ যজ্ঞাদি, সুদীর্ঘ ব্যাপিকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। কল্যাণদিহি বাসী রামেন্দ্র চৌধুরী ও কৃষ্ণ-কুমার চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত সংস্কৃত টোল নোয়াখালী জেলায় প্রখ্যাত। ত্রিপুরার বামপাড়া নিবাসী রামকমল চৌধুরীর ও লাকশামের কালী-কৃষ্ণ চৌধুরীর জননীর, জাহাপুরের কমলাকান্ত রায়ের এবং নবী-নগরের সীতারাম রায়ের অনেক সৎকীর্ত্তি আছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার স্বর্গীয় রাজচন্দ্র সাহা বৃন্দাবনধামে ঠাকুর বাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন। হরিপুর গ্রামের শ্রীমতী পরমেশ্বরী চৌধুরাণী বিশেষ দাত্রী ও ধার্ম্মিকা। লোথার গ্রামের চৌধুরী জমিদার বংশ বদান্য এবং প্রায়

পঞ্চবিংশ পুরুষ প্রাচীন। বাঙ্গালা বাজার নিবাসী প্রতাপচন্দ্র দাসের দান, ঠাকুরবাড়ী, বৃত্তিবন্দোবস্ত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। টাঙ্গাইল মহকুমার আলিশা-কান্দির রায়বংশ বদান্যতায়, পুণ্যজনক ক্রিয়াকলাপে, সদ্ব্যবহারে সুপরিচিত; সিরাজগঞ্জ মহকুমার দেলুয়া প্রামাণিক বংশ প্রসিদ্ধ। শান্তাসীতা গ্রামের সাহা বংশের আদি পুরুষ সীতারাম সাহা অত্যন্ত বিক্রমী ও ধনবান পুরুষ ছিলেন। ইহাঁর পুত্র প্রতাপ সাহা একসময়ে কুমিল্লা নগরীতে গমন করিয়া জেলার মাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর সাহেবের পত্নীকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া আনেন। সীতারামের ভ্রাতুষ্পুত্র বৃন্দাবন সাহা সুবিখ্যাত কায়স্থ রাজা সুধারাম মজুমদারের দেওয়ান ছিলেন। এই সুধারামের নামে সুধারাম জিলা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কুসুমপুরের পণ্ডিত বংশ, পাচুরীয়ার সাহাবংশ, ভাবনহাটীর সাহাগণ, বাশয়ান নিবাসী প্যারীমোহন বিশ্বাস বিশেষ সম্ভ্রান্ত। বরিশালান্তর্গত মাধবপাশার রায় বংশ, মধুপুরের সাহাগণ, পোমাবালীয়ার সাহাগণ, কানাই-পুরের সিকদার, মেধাপুরের পোদ্দার, বাটীকামারীর রায় বংশ, লোহাগাড়ার সাহাগণ বিশেষ পরিচিত। পাবনা জিলান্তর্গত চাঁদপুরে পুষ্করিণী খনন জন্য বাবু যোগেন্দ্র লাল সাহা প্রায় দশ সহস্র টাকা দান করিয়া ছোটলাট সাহেব বাহাদুরের ধনবাদার্হ হইয়াছেন। ঢাকা বাবু বাজারের বাবু শ্রীদাম দাসের পুত্র বাবু গোকুলচন্দ্র দাস মহাশয় বিদ্যোৎসাহী, বদান্য, স্বজাতিহিতৈষী, বঙ্গসাহিত্য সেবী এবং পরোপকারী। ধোপাখোলার চৌধুরীবংশ, হরিপাড়ার মণ্ডলবংশ, ধৈরাজনীর সাহা প্রামাণিকবংশ ও বীরহাটীর সাহা চৌধুরীবংশ জনসমাজে প্রখ্যাত। পরিশেষে সাহা জাতির চারিজন প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিতে আকাঙ্খা করি। দিকদিগন্ত বিশ্রুতনামা স্বর্গীয় খেলারাম সাহা এরূপ ধার্ম্মিক, বদান্য, পুণ্যচেতা ও পরোপকারী ছিলেন যে এখনও লোকে তাঁহাকে "দাতা খেলারাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। ইনি নবরত্ন, দীর্ঘিকা, পুষ্করিণী, খাল অতিথিশালা, পূজা,

মহোৎসব, দান, তীর্থদর্শন, ব্রাহ্মণসেবা, দরিদ্র প্রতিপালন, অথিতি সেবা প্রভৃতির জন্য মহা প্রসিদ্ধ। ৺লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের পূজা ও সেবার জন্য এই মহাপুরুষ তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ বঙ্গীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলান্তর্গত পদ্মানদীর দক্ষিণ পারে প্রাতঃস্মরণীয় দাতা খেলারাম সাহা জন্ম গ্রহণ করেন। খেলারামের পিতা রামকৃষ্ণ সাহা অতি উদার প্রকৃতির এবং মাতা অত্যন্ত পরদুঃখ কাতরা ও ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। খেলা-রামের জন্ম হওয়ার কতিপয় বৎসর পরে পদ্মা নদীতে তাঁহাদের বাসস্থান নষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমান ঢাকা জিলার নবাবগঞ্জ থানার এলাকায় মহাজম পুর নামক একটী বিস্তৃত পরগণার অধীনে পুষ্করিণীপার গ্রামে আসিয়া বসতি করেন। দাতা খেলারাম কর্ত্তৃক ঐ পুষ্করিণী পার গ্রামে একটী সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনিত হওয়ায় এইগ্রামের নাম "পুষ্করিণী পার" হইয়াছে তৎপূর্ব্বে ইহার স্বতন্ত্র নাম ছিল না। ক্রমে বসত বাড়ীতে "নবরত্ন" নামক সুরম্য দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন (এই 'নবরত্নে' দ্বিতীয় তালার চারিদিকে আট খানা মনোহর চৌচালা কুঠি এবং মধ্যভাগে মঠ সদৃশ একটী কারুকার্য্যময় দোচালা কুঠি আছে। এই শেষোক্ত কুঠিতেই ৺লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহ দাতা খেলারাম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অদ্যাপি দাতার বংশধরগণ উক্ত বিগ্রহের নিত্য নৈত্য নৈমিত্তিক সেবা চালাইতেছেন।) লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ স্থাপনের পূর্ব্বেই দাতা মহাজম পুর পরগণার স্বত্ববান হন এবং বিগ্রহ স্থাপন করিয়া উক্ত পরগণা হইতে কয়েকটী গ্রাম দেবোত্তর প্রদান করেন। আজও দাতার বংশধরগণ তদ্দ্বারাই ৺লক্ষ্মী নারায়ণ বিগ্রহের সেবার কার্য্য করিতেছেন। দাতার সময়ে প্রত্যহ সওয়া দশ পশারি দুধের পায়স দ্বারা উক্ত বিগ্রহের ভোগ লাগিত। প্রত্যহ একমন এগার সের এক পোয়া পায়সান্ন সেবার জন্য ব্যয়িত হইত। দাতা অতি শ্রদ্ধা সহকারে অথিতি সেবা করিতেন। অতিথিবর্গের ইচ্ছা ও রুচি অনুসারে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে দিতেন।

লোক পরম্পরায় শুনা গিয়াছে দাতা খেলারামের বাড়ীতে প্রত্যহ পাঁচ ছয় শত অথিতি উপযুক্ত রূপে সংকার প্রাপ্ত হইতেন। পুণ্যবান ও প্রাতঃস্মরণীয় এবং সর্ব্বজনপ্রিয় ও হিতকারী দাতা খেলারাম সাধারণের হিতকল্পে নবাবগঞ্জ থানার স্থানে স্থানে বহু পুষ্করিণী ও দীঘী খনন করিয়াছিলেন। অদ্যাপিও তাহার কয়েকটী বর্ত্তমান আছে এবং তাহা "খেলারাম দাতার পুকুর," বলিয়াই প্রসিদ্ধ। নবাবগঞ্জ থানার "উত্তর মাঠে" ন্যূনাধিক দুই মাইল দৈর্ঘ একটী খাল অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কৃষকদের কৃষি কার্য্যের সুবিধা জন্য দাতা খেলারামই উক্ত খাল খনন করিয়া দিয়াছেন বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। দাতার বড় বড় অনেক নৌকা ছিল। ইহা দ্বারা দূর দেশ হইতে তিনি দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী করিতেন। এইসব জিনিস ক্রয় বিক্রয় করা তাঁহার ব্যবসায় ছিল। শুনা যায় অদ্যাপি সুন্দর বনের কোন স্থানে "খেলারাম দাতার লবণের জাঙ্গাল" বলিয়া একটী স্থান আছে। অনুমিত হয় যে দাতা ঐ স্থানে লবণ প্রস্তুত করাইতেন এবং নানাস্থানে পাঠাইয়া বিক্রয় করিতেন। দাতা খেলারামের বৃদ্ধ প্রপৌত্র ও অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রগণ আজও উক্ত পুষ্করিণী পার গ্রামে—বসতি করিতেছেন। দাতা খেলারামের বদান্যতা পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র (গৃহে গৃহে) উল্লিখিত হইয়া থাকে।

আর একটী মহাপুরুষের নাম মধুকর সাহা। শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ ভক্তমাল গ্রন্থের ৬৫৬ পৃষ্ঠায় এই প্রাতঃস্মরণীয় মধুকর সাহার এইরূপ বর্ণনা লিখিত আছে।

ওড়াছো নামেতে গ্রাম মধুকর সাহা।
বৈষ্ণবেতে কত প্রীতি নাহি যায় কহা॥
যথা নাম সারগ্রাহী মধুকর তুল্য।
অনন্য শরণ কৃষ্ণে ভক্তি যে অমূল্য॥
বৈষ্ণবের নাম গান বৈষ্ণব স্মরণ।

ত্রিসন্ধ্যা বৈষ্ণব পূজা চরণ সেবন ॥
বিদূষক লোক যত পাষণ্ড নিন্দুক।
তমের স্বভাব তারা দেখি পায় দুঃখ ॥
দ্বেষ করি তারা এক গাধার গলায়।
তুলসীর মালা দিয়া তিলক নাসায় ॥
মধুকর সাহার গৃহে হাঁকাইয়া দিল।
মধুকর তাহা দেখি বিচার করিল ॥
ভগবদ্ ভক্তের ভেক ইহার যেন হয়।
ইহ পূজ্য হয় পূজা করিতে জুয়ায় ॥
ইহাকে অবজ্ঞা কৈলে অপরাধ হয়।
সাধকের ধর্ম্মহানি শাস্ত্রেতে কহয়।
কৃষ্ণের ভকত হই মোর প্রভুর দাস।
মোর মিত্র কৃপা করি আইল মোর বাস ॥
এত চিন্তি আদর করিয়া গৃহে আনি।
চরণ ক্ষালন করি কহে মিষ্ট বাণী ॥
গন্ধ পুষ্প আদি দিয়া করিলা পূজন।
বন্দন করিয়া করাইল ভোজন ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম গদগদ ভাবে কৈল।
সেবন সম্মানে করি বিদায় করিল ॥
অতএত ধন্য ধন্য তাঁর মতি রীতি।
ধন্য যে স্বভাব তার ধন্য কৃষ্ণে রতি ॥
রসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে শ্রীরূপ গোসাঞি।
বৈষ্ণবের মাহাত্মাতে কহিল তাহাই॥
বৈষ্ণব দুর্ব্বৃত্তমতি সেহ পূজ্যতম।
পশু পক্ষ সেহ যদি লয় কৃষ্ণ নাম ॥
সেহ তো পরম পূজ্য দূরে থাকু সেহ।

গাধার শরীরে যদি ভেখ দেখি কেহ॥
দণ্ডবত প্রণাম সম্মান নাহি করে।
কেমন ভরসা তার কি সাহস ধরে॥
অপরাধে ভয় নাহি নরকে না ডরে।
কৃষ্ণ ভক্তি ধনে বুঝি আকাঙ্ক্ষা না করে।
সর্ব্ব অর্থে বহিষ্কৃত বুঝি হৈতে চাহে।
এই যে আশয়ে শ্রীল গোস্বামিজী কহে॥
অতএব বৈষ্ণবের সাধন ভজন।
বিচার কর্ত্তব্য নহে ভেখ দরশন॥
মাত্রেতে আদর পূজা সৎকার কর্ত্তব্য।
ইহাতে সন্দেহ নাহি অবশ্য সুসেব্য॥
অতএব মধুকর সাহা যে করিল।
ধন্য বটে আচার্য্যের সিদ্ধান্তে মিলিল॥
তাঁহার চরণে কোটি কোটি নমস্কার।
কুমতি যাউক লালদাস অভাগার॥

তৃতীয় ব্যক্তির নাম "বাবা চাঁদজী" অথবা "চাঁদজী গোঁসাই," অনেক অনুসন্ধান করিয়া এই মহাপুরুষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ সাহা বণিক সমাজে অদ্বিতীয়। সুপ্রসিদ্ধ বর্দ্ধমান নগরের মধ্যে যে প্রশস্ত ও প্রকাণ্ড রাজবর্ত্ম বীরহাট্টাপল্লী অতিক্রম করিয়া দামোদর নদের সদর ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যস্থিত এক স্থানে বহু প্রাচীনকাল হইতে "সাহা" উপাধিধারী এক ধনবান গৃহস্থ বাস করিয়া আসিতেছেন। এক সময়ে ইহাদের জমিদারী নীলকুঠি, আড়ত, তেজারতি প্রভৃতি ছিল, এখন ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা পূর্ব্ববৎ না হইলেও দরিদ্র নহে। এই বংশে চন্দ্রকুমার সাহা নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রকুমারের পিতার নাম শিবকুমার, পিতামহের নাম শ্রীবৎস এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের

নাম কানাই লাল। জননার নাম মঙ্গলা। চন্দ্রকুমারের পিতা মৃত্যু-কালে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নগদ এবং তদ্ভিন্ন বহু মূল্যবান ভূসম্পত্তি ও বিশেষ লাভজনক ব্যবসাগার রাখিয়া যান। মাতার মৃত্যু হইলে উভয় সহোদর সোণার দান-সাগর করিয়া ধূমধামসহ শ্রাদ্ধ করেন। বাটীর অদূরে দামোদর নদ তটে প্রশস্ত ও পুরাতন শ্মশান ক্ষেত্র। সেই সময়ে মহামারী বশতঃ প্রতিদিন বহু মৃত লোকের দেহ দাহ হইত। চন্দ্র কুমার তাহা দর্শন করিয়া বৈরাগ্যভাবে আপ্লুত হয়। এক রাত্রে অবিবাহিত চন্দ্রকুমার গোপনে একখানি কাগজে লিখিল "অদ্য রাত্রি শেষ না হইতে হইতে আমি বাটী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, আর ফিরিব না, আমার পিতার সম্পত্তির ও নগদ টাকার অর্দ্ধ অংশের আমি অধিকারী, এই সমুদয় জ্যেষ্ঠ সহোদরের পুত্রগণকে উপহার দিলাম কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কারগুলি কালীমাতার মন্দিরে দেবীর ব্যবহার জন্য দেওয়া হইবে। তদ্ভিন্ন পঞ্চবিংশ সহস্র টাকা দরিদ্রগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে দিয়া গেলাম। বিধবা স্ত্রীলোকদিগের জন্য পঞ্চ সহস্র টাকা, আগামী শীত ঋতুতে যেন ব্যয় করা হয়।" এইরূপে লিখিয়া তিনি রাত্রি শেষে নবদ্বীপ ধামে যাত্রা করিলেন। তথায় গুপ্তভাবে কয়েক বৎসর বাস করিয়া ন্যায়, স্মৃতি, ব্যাকরণ, কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য প্রভৃতি অধ্যয়ন করতঃ বিশেষ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অধ্যাপকের নাম শ্রীচরণ বিদ্যারত্ন, ইহাঁরই টোলে (নবদ্বীপের রঘুনাথ তলা নামক স্থানে) চন্দ্রকুমার বিদ্যার্থী ছিলেন। তদনন্তর নারায়ণ গোস্বামী নামক প্রসিদ্ধ মোহান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া চন্দ্রকুমার আসাম, উড়িষ্যা, অযোধ্যা, উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ, রাজপুতানা, প্রভৃতি নানাদেশ ও নানা তীর্থ পরিব্রজন করেন। এই সময়ে হিন্দি, উর্দ্দু, পারস্য ও আরব্য ভাষায় তিনি বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনধামে আগমন করিয়া যমুনা তটে আশ্রম (পর্ণ কুটির) নির্ম্মাণ করতঃ চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন। ইহার টোলে প্রায় ৬২ জন

বিদ্যার্থী ছিল। ইনি শ্রীমৎভাগবৎ পড়াইতেন। বৃন্দাবন ধামে বহু লোক তাঁহাকে দেখিতে আসিত; নানাকারণে বিরক্ত হইয়া তিনি বৃন্দাবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক মেড়ু নামক স্থানে আগমন করেন। এই স্থান ব্রজধামের অন্তর্গত, ইহার নাম হাটরাশ (Hatras), বর্ত্তমান কালে এখানে এক সুবৃহৎ রেলওয়ে ষ্টেশন আছে। এই স্থানে সে সময় এক স্বাধীন হিন্দু রাজা রাজত্ব করিতেন। ইহাঁর একটী মুসলমান জাতীয়া উপপত্নী ছিল। ঐ উপপত্নীর পিতা নগর মধ্যে প্রকাশ্য ভাবে গোহত্যা করিত, রাজা বাহাদুর তাঁহার উপপত্নীর খাতিরে এই দুষ্ট মুসলমানকে কিছুই বলিতে পারিত না। এক দিবস রাজা ও ঐ মুসলমান অশ্ব পৃষ্ঠে প্রান্তরাভিমুখে গমন করিতেছিল এমত সময় চন্দ্রকুমার সন্ন্যাসী ("চাঁদজী বাবা" অথবা" চাঁদজী গোঁসাই" নামে ইনি খ্যাত) গোঁসাই কহিলেন" খাড়া রও" (অর্থাৎ দাঁড়াও)। উভয়ে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে কষাঘাত করিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই জনেই ঘোটক পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া এমন গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইল যে, নগরের বহুলোক আসিয়া রাজাকে ও ঐ মুসলমানকে অর্দ্ধ মৃতাবস্থায় উঠাইয়া লইয়া গিয়াছিল। একজন দুষ্টলোক দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া গোসাইজীকে প্রহার করিতে আসিয়াছিল, গোঁসাইজী কহিয়া ছিলেন "ইয়ে হাত গিরেগা নেহি" অর্থাৎ এই হাত এইরূপ উপরেই থাকিবে, নীচে নামিবে না। শুনা যায় ঊর্দ্ধবাহু সাধুর ন্যায় ঐ দুষ্টের হাত আর কখন নীচে নামে নাই, উপরেই থাকিত, এই ব্যক্তি দ্বাদশ দিবস মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। রাজা ও ঐ মুসলমান আরোগ্য লাভ করিয়া চাঁদজী গোঁসাইয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। এই সময়ে রাজার কনিষ্ঠ সহোদর বিদেশে ছিলেন। কিছুকাল পরে তিনি হাট্রাশে প্রত্যাগমন করিয়া ঘটনার সকল কথা শ্রবণ পূর্ব্বক ক্রোধে গোসাইজীক সায়ংকালে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন, কিন্তু এক প্রহর অতীত না হইতে হইতে গোঁসাইজীকে দেখা গেল যে তিনি প্রকাশ্য রাস্তায়

হরিনাম গাহিয়া নাচিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে ভাগবতের শ্লোক আবৃত্তি করিতেছেন। অবশেষে রাজার সহোদরও ইঁহার শিষ্য হয়েন। চাঁদ গোঁসাই মুসলমান ভাষাসমূহে সে সময়ে অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হইতেন। তদ্ভিন্ন সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় তিনি দিগ্‌দিগন্ত-বিশ্রুত পণ্ডিত ছিলেন। হাট্রাশে ইহার স্বর্গবাস হইয়াছিল। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর মথুরা ও বৃন্দাবন তীর্থ দশন করিতে আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার দর্শন প্রাপ্ত হয়েন। ব্রজধামে চন্দ্র কুমার সাহা এখনও চাঁদজী বাবা এবং চাঁদজী গোঁসাই নামে প্রসিদ্ধ। ইনি যে বর্দ্ধমানবাসী বাঙ্গালী সাহা বণিক ছিলেন আমরা তাহা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইয়াছি। সাহাজাতির মধ্যে এত বড় সাধক, পণ্ডিত, অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন পুরুষ এবং ভক্ত ও প্রেমিক বৈষ্ণব আর কেহ জন্ম গ্রহণ করে নাই।

চতুর্থ ব্যক্তি জগন্নাথবাবু যাঁহার নামে ঢাকানগরীতে সেই ভারত বিখ্যাত "জগন্নাথ কলেজ" প্রতিষ্ঠিত। এই কলেজ দ্বারা বঙ্গদেশের, বিশেষতঃ পূর্ব্ব বঙ্গবাসীদিগের, প্রভূত উপকার সাধিত হইয়াছে ও হইতেছে। জগন্নাথ কলেজে পাঠ করিয়া অনেকে সুশিক্ষিত হইয়াছেন, অনেকে সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং বহু লোকে উচ্চপদ লাভ করিয়া সম্মানিত হইয়া উঠিয়াছেন; জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুশিক্ষা আত্ম-মর্য্যাদা, দেশ হিতৈষীতা প্রভৃতির উন্নতি বিষয়ে "জগন্নাথ কলেজ" বঙ্গবাসীদিগের অন্যতম প্রধান সহায়। জগন্নাথবাবু ঢাকা জিলান্তর্গত বালিয়াটি গ্রাম নিবাসী দধিরাম রায় নামক জনৈক ধনবান পুরুষের পৌত্র এবং নিত্যানন্দ রায়ের পুত্র। দধিরাম রায়ের দুই পুত্র, নিত্যানন্দ ও রামচাঁদ। কালক্রমে দুই ভাই পৃথকান্ন হইয়া বাস করেন; প্রথমের বসত বাটী "পশ্চিমবাড়ী" ও দ্বিতীয়ের বসত বাটী "পূর্ব্ব বাটী" নামে খ্যাত। নিত্যানন্দ রায়ের তিন পুত্র; বৃন্দাবনচন্দ্র, জগন্নাথ ও কা[illegible]নাথ। শেষোক্ত ব্যক্তি তরুণাবস্থায় দেহত্যাগ করেন।

বাঙ্গালা ১২১৮ সালের ১৫ই বৈশাখ দিবসে জগন্নাথের জন্ম হয়। শুনা যায় বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত আত্মমর্য্যাদাসম্পন্ন, ক্রোধী, অভিমানী, অধ্যবসায়ী, তেজস্বী, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং পরিশ্রমী ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া গিয়া ছিল। ঐ সময়ে তিনি দয়া গুণেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ক্রমকালে মিরজাপুর নিবাসী রায়চাঁদ সাহা মহাশয়ের কণিষ্ঠা কন্যার সহিত জগন্নাথ বাবুর বিবাহ হয়। জগন্নাথবাবুর তিন কন্যা ও ছয় পুত্র, ইহার মধ্যে এক কন্যা ও দুই পুত্র শৈশবাবস্থায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অপরাপর সন্তান সন্ততির নাম এই—কানাইয়া লাল, রাধিকালাল, কিশোরীলাল ও যশোদালাল। জ্যেষ্ঠা কন্যা জগৎপ্যারী ও কণিষ্ঠা কন্যা কৃষ্ণপ্যারী। জগন্নাথবাবুর যৌবনাবস্থায় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়; পিতাঠাকুর বিপুল অর্থ ও বিপুল মূল্যবান সম্পত্তি রাখিয়া স্বর্গবাসী হয়েন। জনকের মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরে জগন্নাথবাবু বহু সংখ্যক তালুক, নাখারাজ সম্পত্তি, দেবোত্তর সম্পত্তি প্রভৃতি খরিদ করিয়া সুন্দর বন্দোবস্ত করেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেক পরগণা, জমিদারী, দায়েমী বন্দোবস্ত মহল প্রভৃতি ক্রয় করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ প্রতাপী, প্রভুত্বশালী ও প্রখ্যাত পুরুষ মধ্যে গণ্য হইয়া উঠেন। ঢাকা সদর থানার অন্তর্গত মীরপুরের বাবুদের সম্পত্তিসমূহ নীলামে খরিদ করিয়া দখল করিবার সময় জগন্নাথ বাবু উক্ত গ্রাম নিবাসী ঘোষ বাবুগণের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়েন। এই বিবাদে উভয় পক্ষের অনেক ক্ষতি ও কষ্ট হইয়াছিল। এই সম্পত্তি রীতিমত হস্তগত করিতে জগন্নাথবাবুকে বহুকাল ব্যাপিয়া বহু অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল। ইহার পরে তিনি পরগণা চাঁদ প্রতাপের কিয়দংশ খরিদ করেন। ঐ পরগণা দখল করা উপলক্ষে রোয়াইলের স্বনামখ্যাত জমিদার বাবু রাজমোহন রায়ের সহিত জগন্নাথবাবুর ঘোরতর মনোমালিন্য ও কলহ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, জগন্নাথবাবু অত্যন্ত স্বাধীন চেতা, অভিমানী, তেজস্বী,

আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন এবং জিদ্দী পুরুষ ছিলেন, তিনি যাহা আরম্ভ করিতেন তাহা শেষ না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি যেমন অকৃত্রিম বন্ধু তেমনি অত্যাচারী শত্রুর অত্যাচারী শত্রু। প্রয়োজন হইলে বাঘকে ও ছাগকে একত্রে আনিয়া একই ঘাটে জল খাওয়াইয়া দিতেন। সুতরাং দীর্ঘকাল ব্যাপী বহুতর দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিলেও তিনি রোয়াইলের বাবুদিগকে পরাস্ত করিয়া চাঁদপ্রতাপ অধিকার করেন। নাগরপুর নিবাসী যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, জগন্নাথবাবুর জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত চৌধুরী মহাশয়ের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য দূর হয় নাই। চৌধুরী মহাশয়কে করতলে রাখিবার জন্য জগন্নাথবাবু নাগরপুরের নিকটবর্ত্তী বহু স্থান খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। জগন্নাথবাবুর প্রখর বুদ্ধি ও প্রতিভা কেবল এক বিষয়েই নিবদ্ধ ছিল না। তিনি জমিদারী ও তালুকদারী খরিদ করিয়া কেবল তাহা লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন না। পৈতৃক কারবারের প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে পৈতৃক কারবারগুলি সমধিক উন্নত হইয়াছিল, পরন্তু তিনি মাণিকগঞ্জ মোকামে স্বনামে দুইটি নূতন কারবার খুলিয়াছিলেন। জগন্নাথবাবু তিনটী পুত্র ও দুইটী কন্যা রাখিয়া ১২৭৭ সনের ২০শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১টা ২৫ মিনিটের সময় ৫৯ বৎসর বয়সে ক্ষত রোগে কলিকাতা নগরীতে মানবলীলা সম্বরণ করেন। জগন্নাথবাবুর চরিত্র অনুশীলন করিলে তাহাতে কতকগুলি অসাধারণ গুণ লক্ষিত হয়। তাঁহার প্রতিভা, দয়া, দানশীলতা, অমায়িকতা, অধ্যবসায়, আত্মমর্য্যাদা, স্বাধীনতা প্রিয়তা ও কৌতুক প্রিয়তা আদর্শ স্থানীয়। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গে তাঁহার বহুকীর্ত্তি অদ্যাবধি বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহাকে সজীব রাখিয়াছে। নিম্নে তদনুষ্ঠিত কয়েকটী কীর্ত্তির নাম মাত্র উল্লেখ করা গেল। কৃষ্ণ শ্বেতাদি নানাবর্ণের বহু মূল্যের প্রস্তর দ্বারা কাশীধামে তিনি অন্নপূর্ণার আঙ্গিনা বান্ধাইয়া দিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। বৃন্দাবনধামে গোবিন্দজির সিংহদ্বার নির্ম্মাণ করিয়া

দিয়াছেন এবং বহু সহস্র টাকা ব্যয় করিয়া দ্বারের উভয় পার্শ্বে সুবৃহৎ দালান প্রস্তুত করাইয়াছেন। বাঁকিপুরে গয়ালীদের থাকিবার দালান, গয়াধামে ধর্ম্মারণ্যের দালান এবং ফল্গু নদীর সুবৃহৎ ঘাটেলা তাঁহার অটল কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

তৎপর নবদ্বীপধামে শ্রীশ্রীমদনগোপাল মহাপ্রভুর বাটীতে একটী নাট্য মন্দির প্রস্তুত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তির নিশান উড্ডীন করিয়াছেন। লাঙ্গলবন্ধের পঞ্চমীঘাট জগন্নাথবাবুর অন্যতম উজ্জ্বল কীর্ত্তি। ঢাকার প্রসিদ্ধ 'ব্যক্‌ল্যাণ্ড রোড নির্ম্মাণ সময়ে তিনি ১০০০০৲ দশ হাজার টাকা এবং ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ জন্য ৫০০৲ পাঁচ শত টাকা দান করিয়াছিলেন। নিজধাম বালিয়াটীতে শ্রীশ্রী৺রাধাবল্লভ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ২০০০৲ দুই হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দিয়াছেন। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত জগন্নাথবাবু এই সকল পুণ্যময় কার্য্য করিয়া নিরস্ত ছিলেন না; তিনি নানাস্থানে বহু জলাশয় খনন করিয়া জনসাধারণের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বালিয়াটীতে ক্ষুদ্র বৃহৎ চারিটী, জগন্নাথপুরে একটী, রাউতারা গ্রামে একটী, ধামরাই ও সুয়াপুর গ্রামে দুইটি পুষ্করিণী খনন করিয়া দিয়াছেন। মাণিকগঞ্জ মহকুমায় আর একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন; ঐ পুষ্করিণী জগন্নাথ ট্যাঙ্ক নামে কথিত হইয়া থাকে। তিনি বালিয়াটী হইতে সাটুরিয়া পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণের জন্য উদ্যোগী হইয়া ঐ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থানীয় অন্যান্য জমিদারগণ ভূমি ছাড়িয়া না দেওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তিনি কাষ্ঠফলকে বহু উপদেশ বাক্য খোদিত করিয়া বালিয়াটী ঢাকা ও কলিকাতাস্থ বাটীর স্থানে স্থানে রাখিয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান থাকিয়া তদীয় প্রতিভার পরিচয় দিতেছে। জগন্নাথবাবুর সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন রায় চৌধুরি মহাশয় তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় পিতার সম্মান ও স্মরণার্থে ঢাকানগরীতে জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার স্বর্গগত

পূজনীয় পিতৃদেবের এবং তাঁহার নিজের নাম, জাতি ও কুলকে গৌরবান্বিত ও সৌরভান্বিত করিয়াছেন।

উপসংহার।—এইবারে আমি এই পুস্তকের উপসংহার করিতে আকাঙ্খা করি। পুস্তকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ইতিপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে; আশাকরি যাহাদের জাতির বিবরণ সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ করিতে আমি যৎপরোনাস্তি যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছি তাঁহারা (অর্থাৎ সাহাজাতি ভুক্ত নর নরনারীগণ) এই পুস্তক পাঠ ও প্রচার করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে অমনোযোগ প্রদর্শন করিবেন না। আমার আনন্দময়ী আশা বৃথা হইবে না, ইহা আমি বিশ্বাস করি, কিন্তু কেবল পুস্তকের পাঠ ও প্রচার যথেষ্ট নহে, যাহাতে স্বজাতি ভুক্ত প্রত্যেক শ্রেণীর শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির বিধান জন্য সুচারুরূপে বন্দোবস্ত হয়, সাহা জাতিদিগের প্রধান প্রধান পুরুষের পক্ষে তাহা অবশ্য করণীয়। এই সুপ্রধান ও সুবিশাল হিন্দুসমাজ নানাবর্ণ নানা জাতি ও নানা উপজাতি লইয়া সংগঠিত; এক একখানি ইষ্টক লইয়া যেমন একটা সুদৃঢ় প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মিত হয় তদ্রূপ এক একটী বর্ণ, ও উপজাতি লইয়া বহুবর্ষকালব্যাপী শিক্ষা, দীক্ষা, শ্রম, যত্ন, সভ্যতা, ধনবৃদ্ধি, ধর্ম্মালোচনা, সামাজিক স্ব স্ব বৃত্তির অনুসরণ দ্বারা এই প্রকাণ্ড, প্রাচীন ও সুদৃঢ় হিন্দুসমাজ সংগঠিত হইয়াছে, সুতরাং এই সমাজভুক্ত একটী জাতিকেও বা একটী উপজাতিকেও পরিত্যাগ করা যাইতে পারে না। ইহাদের কেহই পরিত্যাজ্য নহে। সমগ্র হিন্দুসমাজের পুনরুন্নতি সাধন করিতে হইলে সমাজান্তর্গত প্রত্যেক জাতি ও উপজাতির উন্নতির দিকে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। কেবল জাতি-বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের উন্নতিতে সমগ্র হিন্দুসমাজ কখনও উন্নত হইতে পারে না। যেমন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, হস্ত, পদ, দেহ, মন, মস্তিষ্ক, আত্মা, এই সমুদয়ের পূর্ণ পরিস্ফুরণে আদর্শ মনুষ্যের সৃষ্টি হয় সেইরূপ সমাজান্তর্গত যাবতীয় জাতির পূর্ণ উন্নতিতে সমগ্র সমাজ পূর্ণোন্নতি প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। এই কারণে হিন্দু সমাজের একটি জাতিও পরিত্যাজ্য নহে। হিন্দুসমাজের প্রত্যেক জাতি ও উপজাতি যদি স্ব স্ব জাতির উন্নতি বিধানে ও কল্যাণ সাধনে যত্নপর হয় তাহা হইলে ভারতভূমি আবার শিক্ষা, সভ্যতা, ধন, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বিক্রম, শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক তেজে বিশ্বমণ্ডলে গণণীয়া হইয়া উঠিতে পারে, নতুবা আর আশা বা ভরসা কোথায়? প্রত্যেক জাতির ইতিবৃত্ত বর্ণনা করিয়া প্রাচীন ও আধুনিক কালের অবস্থা বুঝাইয়া দেওয়া, "সিদ্ধান্ত সমুদ্র" গ্রন্থ প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, গ্রন্থের প্রথম খণ্ড হইতে ষষ্ঠ খণ্ড পর্য্যন্ত তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। কিয়ৎপরিমাণেও উদ্দেশ্য সফল হইলে পরমানন্দ লাভ করিব। আমি নিজে সন্ন্যাসী সুতরাং শাস্ত্রমতে কোনও নিয়মের বাধ্য নহি; শাস্ত্রমতে আমি বর্ণাশ্রম বিধির বহির্দ্দেশে অবস্থিত; কিন্তু তথাপি আমি বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম (জাতিভেদ প্রথা) মান্যকরি এবং যথারীতি পালন করিয়া থাকি। শাস্ত্রমতে আমরা সকল সমাজ, সকল শ্রেণী, সকল সম্প্রদায় এবং সকল জাতি হইতে স্বতন্ত্রাবস্থায় অবস্থিত হইয়াও কেবল জাতি সমূহের কল্যাণ কামনায় জাতির ইতিহাস আলোচনা ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আমি যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ সরল বিশ্বাসের ফল স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। শাস্ত্র, যুক্তি, অধ্যয়ন, অনুসন্ধান, বিবিধ প্রকারে শ্রম স্বীকার, গুরুকৃপা প্রভৃতি দ্বারা যাহা কিছু জানিয়াছি এবং যাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছি তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়া সত্যের জয় ঘোষণা করিতে ত্রুটি করি নাই। হিন্দু পিতার ঔরসে ও হিন্দু মাতার গর্ভে আমার জন্ম; হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে আমি আমাকে গৌরবান্বিত বলিয়া বিবেচনা করি; পৃথিবীর অন্যান্য সুসভ্য জাতিদিগের ধর্ম্মের আমি অকারণে নিন্দা বা বিরোধাচরণ না করিলেও, সনাতন ও শাশ্বত হিন্দুধর্ম্মকে আমি সমগ্র বিশ্বমণ্ডলবাসী জনগণের ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম, শুদ্ধতম ও প্রাচীনতম

বলিয়া সম্পূর্ণ সরল হৃদয়ে এবং সুদৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, অথচ শাস্ত্রমতে গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীগণ কোনও ধর্ম্ম বিশেষেরই অন্তর্ভুক্ত নহেন। আমি নিজে কাহারও রাজা বা প্রজা নহি; কাহারও ভৃত্য বা সেবক নহি; কাহারও উত্তমর্ণ বা অধমর্ণ নহি; কাহারও পিতা বা ভর্ত্তা নহি; সুতরাং ন্যায় ও নিরপক্ষতা সহকারে জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে ভীরু বা পরাঙ্মুখ হইব কেন? যাহার শ্রেণী বা সম্প্রদায় নাই, যাহার গৃহ বা সমাজ নাই, যাহার বাধ্য বাধকতা সম্পর্ক নাই, যাহার চক্ষে সকল ধর্ম্মাবলম্বীর শাস্ত্র ও সাহিত্য প্রিয় বলিয়া গণ্য, যাহার বিবেচনায় ঈশ্বরোপাসনার স্থল মাত্রই পবিত্র এবং মহাপুরুষদিগের আশ্রমস্থান মাত্রই তীর্থ তাহার পক্ষে নিরপেক্ষ ভাবে লেখনী পরিচালনা করা কি সহজ কথা নয়? আজি কালি বঙ্গদেশে জাতিতত্ত্ব লইয়া ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্বেষ, মনোমালিন্য, হিংসা পরায়ণতা, কুসংস্কার, ভ্রমাত্মক অভিমত প্রকাশ ইত্যাদি দ্বারা অনেকে ভয়ানক কুদৃষ্টান্ত সমূহ স্থাপন করিয়া যাইতেছেন। কেহ কেহ অর্থ লোভে যদৃচ্ছা কহিয়া বা লিখিয়া রাখিতেছেন। এজন্য আমার বিবেচনায় অগৃহী ও অসংসারী নিরপেক্ষ পুরুষ দিগের দ্বারাই জাতিতত্ত্বের মিমাংসা হওয়া সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য। যাহার পুত্র, কন্যা, গৃহ, আশ্রম, তেজারতী, রাজা, প্রজা, খাতক মহাজন কেহই নাই, যাহার ইচ্ছা হইলে প্রাতেঃ কাশী অথবা সায়াহ্নে মক্কা যাইতে পারে; যাহার হাঁড়ি ও হুকা অথবা জল ও জাতির সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই, যাহার ঝুলিতে গীতা, পকেটে কোরাণ, বগলে বাইবেল এবং কম্বলে বৌদ্ধশাস্ত্র "ত্রিপিঠক"—

যার নদীয়াতে গৌর নাচে, কালীঘাটে কালী।
যার কাশীধামে শিব নাচে, ব্রজে বনমালী॥
যার সিন্ধুদেশে সূর্য্য পূজা, বোম্বায়ে গণেশ।
যার নির্জ্জনেতে উপাসনা গুরু পরমেশ।

যার কুর্শীকাছে পাদ্রী বসে, মোড়ার কাছে মোল্লা।
যার ব্যাঘ্র চর্ম্মে যোগী বসে, পরে আলখাল্লা
যার বৈষ্ণবেতে বাসাভরা ; বৌদ্ধের উকি ঝুকি।
যার শাক্ত শৈবে সমাজশক্ত ; পাদ্রী নাহি বাকি।
যার থিয়সফির বাতীর আলো, কর্ম্মফলে জ্বলে।
যার মাথা খোলা, কাছা খোলা, কবর হবে মলে॥
যার আগে পাছে অষ্টরম্ভা, ও গো না চাল না চুলো।
যার মোটা সিহি সমান কথা, না ঢেকি না কুলো॥
যার কাজী আছে, হাজী, আছে, পাজীও আছে কত।
যার হিন্দু আছে, খৃষ্টান আছে, ব্রাহ্মবন্ধু শত।

এমন একজন সব্ব স্বাধীনতাময় গৈরিক বসন ধারী ব্যক্তিদ্বারা জাতিতত্ত্বের বিচার বা মিমাংসা কথনই ন্যায় ও নিরপেক্ষতার বিরোধী হইতে পারে না। যাহা হউক, স্বজাতি প্রতিপালন, স্বজাতীয় বৃত্তি অনুসরণ এবং স্বধর্ম্ম রক্ষা করা প্রত্যেক মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। গুণবান বিধর্ম্মী, গুণহীন স্বধর্ম্মী অপেক্ষা যেমন হীন, দরিদ্র স্বজাতি পরকীয় জাতি হইতে তেমনি শ্রেষ্ঠতর। ব্রাহ্মণ হইতে অন্যান্য জাতিগণ পর্য্যন্ত সকলে যদি সুচারুরূপে স্ব স্ব বৃত্তির অনুসরণ করিয়া স্বজাতির উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হয় তাহা হইলে সমগ্র হিন্দুসমাজের অভূতপূর্ব্ব পুনরুন্নতি অবশ্যম্ভাবী। প্রথমে নিজের তদন্তর পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের, তদনন্তর প্রতিবাসী ও আত্মীয় কুটুম্বের এবং তাহার পরে স্বজাতিভুক্ত নরনারীর উন্নতি করিতে যত্নবান হইয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র দেশ ও সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের পরোপকার করিতে মনুষ্য শিক্ষা করে। সর্ব্বপ্রথমে স্বজাতির কল্যাণ কামনা করা বিধেয়। স্বজাতির হিতসাধনা করা পরমধর্ম্ম বলিয়া গণ্য।

স্বজাতির কল্যাণেতে শ্রম যেবা করে।
দেবকৃপা উপজয় তাহার উপরে।
স্বজনের অপরাধ না ঘোষিবে কদা।

নির্গুণ স্বজন শ্রেষ্ঠ পর পর সদা॥
ফুলে ফুলে করে যথা উদ্যান সৌরভ।
প্রতিজন-গৌরবেতে জাতির গৌরব॥
জাতিহিতে যেই জন করে ধনব্যয়।
লভিবে সুযশ কীর্ত্তি অমর অক্ষয়॥
স্বজাতির ইতিহাস বেদ সমতুল্য।
যতনে রাখিবে এই ঐশ্বর্য্য অমূল্য॥
অধ্যয়ন অধ্যাপন আর বিতরণ।
শাস্ত্রতুল্য জ্ঞান করি, করিবে শ্রবণ॥
গুরু জনে, বিপ্রগণে যদি কর দান।
অবশ্য বাড়িবে তব বিপুল সম্মান।
সভাস্থলে উৎসবে পাঠ যেবা করে।
ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ পাঠকের ঘরে॥
শ্রবণেতে বহুফল বর্ণিতে না পারি।
স্ত্রীলোক শুনিলে "ধন্যা" লিখে দিতে পারি।
শ্রাদ্ধে আর বিবাহেতে যদি দান হয়।
"মৃত্যু পরে স্বর্গ বাস", শাস্ত্র মিথ্যা নয়॥

যাহা হউক, আমার জীবিতাবস্থায় অথবা পাঞ্চভৌতিকদেহ পঞ্চভূতে মিলিত হইবার পরেও যদি সাহা জাতিভুক্ত নরনারীবৃন্দ এই ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণেও উপকার প্রাপ্ত হয়েন, যদি তাঁহারা এই পুস্তকরূপ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বীজের সহায়তায় ক্রমে এক বিরাট ইতিহাসতরুর উৎপাদন করিতে পারেন, যদি এই জাতির ভবিষ্য ঐতিহাসিক লেখকদিগের পক্ষে এই পুস্তক বিন্দুমাত্রও উপকার বিধান করিতে পারে অথবা এই পুস্তকান্তর্গত উপদেশের অনুসরণ করিয়া এই জাতি উৎসাহিতান্তকরণে জাতীয় জীবন লাভের জন্য বদ্ধ পরিকর হয়, তাহা হইলে আমার আনন্দময় পরিশ্রমকে সুফলপ্রদায়ী বলিয়া বিবেচিত

হইবে। এই পুস্তকের সহস্র সহস্র সংখ্যা মুদ্রিত, পঠিত, প্রচারিত ও বিতরিত হউক; সাহাসমাজের প্রত্যেক প্রধান প্রধান গৃহস্থে, প্রধান প্রধান সামাজিক গ্রাম ও নগরে বিজ্ঞাপিত হউক; সাহাসমাজভুক্ত ব্যক্তিরা বৈশ্যবর্ণোচিত বিশুদ্ধ আচারাদি পালন করিয়া উন্নত হউক এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র হিন্দুসমাজের, সমগ্র ভারতবর্ষের, সমগ্র বিশ্বমণ্ডলের পরমকল্যাণ সাধন করিয়া অভূতপূর্ব্ব ঐহিক ও পারত্রিক শক্তিতে বিক্রমী হইয়া উঠুক, আমার ইহাই কামনা ও ইহাই প্রার্থনা।

স্বজাতির ইতিহাস আলোচনা করা এবং জাত্যান্তর্ভুক্ত বালক বালিকা ও নরনারীবর্গকে জাতীয় ইতিহাস শিখাইয়া দেওয়া, স্বজাতির প্রধান প্রধান পুরুষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

দর্পণ সমান হয় জাতি ইতিহাস।
জাতিতত্ত্বে ধর্ম্ম, কর্ম্ম, শাস্ত্রের প্রকাশ॥

স্বজাতির ইতিহাস আলোচনায় জাতীয় ভাব বদ্ধমূল হয় এবং জাতিভুক্ত প্রত্যেক নরনারীর সহিত পারস্পরিক সৌহার্দ্দ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্বজাতির প্রতিপালন, স্বজাতির সেবা, স্বজাতির উন্নতি বিধান জন্য পরিশ্রম বা অর্থ ব্যয় অথবা স্বজাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের প্রতি স্নেহ ও সম্মান প্রদর্শন, ধর্ম্ম কর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য। দ্বিজ পরশুরাম লিখিয়াছেন—

কাশী আদি অনেক তীর্থ আছে এ ভুবনে।
সর্ব্বতীর্থের ফল হয় গোষ্ঠি দরশনে।
জ্ঞাতির মহিমা গৌরী সমগণ্য।
জাতিকে বিদিত তাহা নাহি হয় অন্য।
যাহার ঘরেতে হয় গোষ্ঠির গমন।
পাপতাপ দুঃখ তার আপদ মোচন॥
নাহিক নিস্তার তার গোষ্ঠি যদি রোষে।
তাহার প্রমাণ গরুড়ের পাখা খষে।

জ্ঞাতি বাক্য না রাখিয়া রাজা দুর্য্যোধন !
সবংশে শতেক ভাই হইল নিধন ॥
গোষ্ঠির প্রণামে বাড়িবেক ধন মান।
ধর্ম্মের আজ্ঞায় দ্বিজ পরশুরাম গান ॥

(সিদ্ধান্ত সমুদ্র ৫ম খণ্ড)

অতএব জ্ঞাতি, প্রতিবাসী, স্বগ্রামনিবাসী প্রভৃতির উপকার সাধন করা যেমন কর্ত্তব্য, সেইরূপ আত্মীয়, কুটুম্ব এবং স্বজাতিভুক্ত প্রত্যেকেরই কল্যাণ কামনা করা ও প্রত্যেকের সহিত সদ্ভাবস্থাপন করা ধার্ম্মিক পুরুষ মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। দয়াময় পরমেশ্বর যাঁহাদিগকে ধন, মান, বুদ্ধি, বিদ্যা, সামর্থ, প্রভুত্ব প্রভৃতি প্রদান করিয়াছেন, যাঁহারা পূর্ব্বজন্মের ও ইহজন্মের সুকৃতি বলে সমাজের মধ্যে সম্মানিত গণনীয় ও প্রধান পুরুষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, স্বজাতির হিতসাধনায় তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথমেই অগ্রসর হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে সকল "প্রধান" পুরুষ স্বজাতির কল্যাণে নিযুক্ত হইয়া পথভ্রষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সুপথ দেখাইয়া দেন তাঁহারা, মহর্ষি মহাত্মাদিগের অনুজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, মৃত্যুর পরে সুখময় স্বর্গধামের অধিকারী হইয়া অক্ষয় অক্ষরানন্দ ভোগ করিতে থাকেন।

যস্ত্যক্ত মার্গাণি কুলানি রাজা।
শ্রেণীশ্চ জাতিশ্চ গুণাশ্চ লোকান
আনীয় মার্গে বিদধাতি ধর্ম্মান
না কোপি গীর্ব্বাণ গনৈঃ প্রশস্য ঃ॥

যাহা হউক, সাহা বণিকগণ তাঁহাদের পুরাতনকালের বিভব, বিক্রম, শিক্ষা, সামাজিক শ্রেষ্ঠতা এবং বিশেষতঃ বিশুদ্ধ বৈশ্যবর্ণত্ব স্মরণ করিয়া যেন, বৈশ্যোচিত আচার ব্যবহার প্রতিপালনে বদ্ধ পরিকর হয়েন, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। অতঃপর ইহাঁরা পঞ্চদশ দিবস অশৌচ পালন করেন ইহাও আমার ব্যবস্থা। প্রত্যেক স্থানের

সাহাসমাজে এই ব্যবস্থা প্রচারিত হওয়া আবশ্যক এবং সাহাজাতির সভা ও সমিতি কর্ত্তৃক ইহার আন্দোলন হওয়া উচিত। কিন্তু সাহা-দিগের মধ্যে উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা দিতে আমি সম্মত নহি, তাহার কারণ অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। সাহাবণিক জাতির বৈশ্যত্ব ইতি-পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; এই পুস্তকের উপসংহার ভাগের মুদ্রাঙ্কণের সময় আরও কয়েকটি নূতন কথা প্রাপ্ত হইলাম, তাহা এস্থলে সন্নিবিষ্ট করা আবশ্যক বলিয়া বিবেচনা করি। সিরাজগঞ্জ হইতে বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "পাবনা জেলার সাহাজাতপুর নামে একগ্রাম আছে, উহাতে এক্ষণে একটি পুলিষ ষ্টেশন অবস্থিত। এইগ্রাম সাহাদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। মুসলমান শাসনের সমসাময়িক দেওয়ান, পোদ্দার প্রভৃতি উপাধিধারী সম্ভ্রান্ত ও প্রাচীন সাহাবংশ এখনও সেখানে বর্ত্তমান আছে। হোলী (দোল) হইবার সময় এখানে সাহাদিগের পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা একত্র হইয়া হিন্দী ভাষায় "হোলী" গান করে।" ব্রজেন্দ্রবাবুর লিখিত এই প্রমাণ, সাহাদিগের বিহার হইতে বঙ্গে আগমনের অন্যতম সুস্পষ্ট প্রমাণ। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ঘোষকৃত "কুলদর্পণ" নামক একখানি পুস্তিকায় দেখা গেল তিনি লিখিয়াছেন, সাহাজাতির ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ফুলিয়া, খড়দহ প্রভৃতি মেল ও বন্দ্যঘটি, মুখটি, ডিংসহি, ভাদুড়ী, লাহিড়ী প্রভৃতি গাঁই থাকায়, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়, ইহারা রাঢ়ী ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণবংশ হইতে সমুদ্ভূত। সাহাদিগের মধ্যে পুরাকালে অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করায় বোধ হয় হিন্দুসমাজ কর্ত্তৃক নিন্দিত ও কেহ কেহ "পতিত" বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। ইহাদের জল পূর্ব্বে সমাজে অনাচরনীয় ছিল না।" পশ্চিমোত্তর প্রদেশের এটাওয়া নাম্নী সুপ্রসিদ্ধা নগরীর প্রসিদ্ধ উকিল লালা মিহিলাল সাহেবের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত লালা রামচরণ লাল, বি, এ, বি, এল (হাইকোর্টের উকিল) মহাশয় লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, সমুদয় পশ্চিমোত্তর প্রদেশে বৈশ্য

জাতির মধ্যে—বিশেষতঃ আগরওয়ালা বিশুদ্ধ বৈশ্য ও বণিকদিগের মধ্যে—দুই প্রকার শাখা প্রধান, একের নাম বিশা, অপরের নাম দাসা। "দাসা" গণের প্রকৃত নাম দাসীপুত্র, অর্থাৎ বিশা দিগের দাসীপুত্রগণ দাসী নামে খ্যাত।" বাঙ্গালার সাহাসমাজেও বিশা সম্প্রদায় আছে এবং খানসামা সম্প্রদায় অথবা দাসীপুত্র বলিয়া আর একটি শ্রেণীও দেখা যায়। লালা রামচরণের লিখিত এই প্রমাণ সাহাদিগের বৈশ্যত্বের একটি সুন্দর প্রমাণ, এইরূপে আরও অনেক প্রমাণ প্রদান করা যাইতে পারে কিন্তু তাহা অনাবশ্যক।

পরিশেষে সাহাজাতিভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি সার কথা কহিয়া আমি পুস্তক সমাপ্ত করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে একদিন পুণ্য তোয়া সরস্বতী নাম্নী স্রোতস্বতী কূলে কোনও এক নিস্তব্ধ তপোবনে এক ত্রিকালজ্ঞ বৈদিকমহর্ষি ধ্যানাসনে উপবেশন পূর্ব্বক উদাত্ত স্বরে গান গাহিয়া কহিয়াছিলেন—

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা যাবে দিব্য ধামানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্য বর্ণং পরমং পরস্তাৎ॥

অর্থাৎ—"হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা শ্রবণ কর, আমি সেই তিমিরাতীত মহানপুরুষকে জানিয়াছি।" পাঠকগণ! এই উষাকালে, মার্গশীর্ষমাসে, এই নির্ব্বাণদীপ তিমিরাচ্ছন্ন সাহাসমাজের গাঢ় নিদ্রাময় নিশ্চেতন লোকালয়ের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আমিও এক্ষণে কহিতে পারি, হে মোহশয্যাশায়ী সাহাগণ! আমি তোমাদের আশায় আনন্দময় আলোকের ভবিষ্যতকে অনতিদূরে দেখিতে পাইতেছি; তোমাদের সামাজিক তিমির তিরোহিত হইয়াছে; তোমরা জাগ, উঠ ও অগ্রসর হও।

সমাপ্ত।

অভিমত।

(প্রকাশক কর্ত্তৃক সংগৃহীত)

সিদ্ধান্ত সমুদ্রের প্রথম হইতে পঞ্চম পর্য্যন্ত এই কয়েক খণ্ডে শ্রীযুক্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের পুস্তকাবলী প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রায় ৮৩টা অভিমত প্রকাশ করা গিয়াছে। বর্ত্তমান খণ্ডে আরও কতকগুলি অভিমত সন্নিবিষ্ঠ হইল। "মুক্তমাধব" নাটক সম্বন্ধে "অনুসন্ধান" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন।

৮৪। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় "মুক্তমাধব" নামে একখানি নাটক লিখিয়াছেন। আজিকালি কলিকাতা এবং মফঃস্বলে "পিউরিটি সোসাইটি" "সুনীতি সভা" প্রভৃতি কর্ত্তৃক থিয়েটরের বিরুদ্ধে যেরূপ আন্দোলন চলিতেছে, তাহাতে এবম্প্রকার ধর্ম্মোপদেশপূর্ণ ও ধর্ম্মনীতিময় মনোদ নাটকের প্রণয়ন, প্রচার ও অভিনয় সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। নাটকখানি আদ্যন্ত আধ্যাত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ। অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া প্রবীণ মহাভারতী মহাশয় এই নাটকখানি বিরচন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, কলিকাতা ও মফঃস্বলের রঙ্গভূমির অধ্যক্ষগণ এই অভিনব নাটকখানি পাঠ ও অভিনয় করিয়া দেখিবেন। (অনুসন্ধান। ১৮ ভাদ্র ১৩১১ সাল)

৮৫। মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি পত্রের সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। পরিব্রাজক স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়কে আমরা ঋষি তুল্য লোক বলিয়া জানি। * * প্রাচীন ঋষি প্রণীত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা, আধুনিক ঐতিহাসিক দিগের ও অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের মতামত, পূজনীয় পণ্ডিত মণ্ডলীর প্রদত্ত ভাষ্য, তদ্ভিন্ন বহুতর শাস্ত্র, গ্রন্থ এবং পুরাতন কাগজ পত্রাদি অনুসন্ধান ও

পাঠ করিয়া, নানাদেশ পর্য্যটনকারী, বহুভাষাভিজ্ঞ এবং বহুদর্শী পণ্ডিত মহাভারতী মহাশয় এই প্রশংসনীয় ও চিন্তাশীল সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থ প্রচারপূর্ব্বক বাঙ্গালাদেশের পরমোপকার সাধন করিলেন। এই পুস্তক সকল শ্রেণীর লোকের পাঠ্য; পঞ্জিকার ন্যায় হিন্দুর গৃহে গৃহে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ থাকা উচিত।" (মুর্শিদাবাদ প্রতিনিধি। ৪ঠা অগ্রহায়ণ ১৩১০, এবং ৮ই মাঘ, ১৩১০ প্রভৃতি।)

৮৬। Extract from the "Epiphany" the organ of the Oxford Mission, Calcutta: "Swami Dharmananda Mahavarati writes an interesting letter to the *Indian Nation* on Neo-Hindooism. The name of the writer has so much authority among Hindoos that we venture to reproduce his letter in full." March 19 of 1904.

৮৭। "Swami Dharmananda Mahavarati's "Siddhanta Samudra" is just out. The task which the swamiji has undertaken is a stupendous one, but it must be admitted that he is eminently qualified for it by his unco: mmonly vast eruidition and his liberal sympathies."—The Bengalee, 24 Febiuary" 1904.

৮৮। Extract from the "Missionary Review of the world' (London), Eebruaiy, 1904: "Swami Dharmananda Mahavarati is a Hindu gentleman of extensive reputation as a scholar and a preacher."

৮৯। Extract fiom the "Missionary Herald" (London), August. 1903. "Hero is a remarkable article fiom a Hindoo gentleman of extensive reputation. We do not know if any other gentleman could write a better article on the subject."

৮৯। Extract from a letter from (the eldest son of Mr. Justice Chandro Madhav Ghose, Judge, High Court, Calcutta) Baboo Jogendro Chandro Ghose, M.A.,

B L., Pleader, High Court, and Honorary Secretary to the Scientific and Industrial Association—

"I read your (Swami's) articles with much interest and I am one of your greatest admirers."

"THE VOGI AND HIS MESSAGE."

১০। This is a remarkable little pamphlet by an orthodox Hindu and a learned Sannyasi. The writer (Swami Dharmananda Mahavarati) is a man of deep learning possessing a most intimate acpuaintance with the Christian as well as other sacred scriptures, and having travelled through many conntries the Swami possesses a rich store of knowledge and experience which he happily brings to bear on his treatment of his subject. Both the lectures in the pamphlet are extremely interesting and worth careful perusal by both Hindoos and Christians."—Christian Patriot Madras 30 July, 1904.

১১। These lectures are well worth reading by all." —The Baptist Misssionary Review (Madras) August; 1904.

১২। "This little book has been causing a great stir in the religious work of India. Singularly oriental in its setting it is doing remarkable service in this country. * * The author is a learned writer. He has travelled widely and has mixed with all classes of persons' and religions. There is much in the lectures that must appeal to the Hindu mind, The lecturer is evidently a man in close touch with the religious thought and progress of India."—Bombay Guardian. 13 August 1904 and 27 August 1904.

১৩ । "The Yogi and his Message is an interesting little book by Swami Dharmananda Mahavarati. * * It is a curious sign of the times that lectures on such subjects should have been delivered by an orthodox Hindu, and there is very much in them that will be useful in quarters where Christian literature does not usually penetrate. The author is full of enthusiasm for the character of Christ, and no Christian could surpass the fervour of admiration with which he speaks of the Bible. It is evident from this book that the author knows a great deal about Christianity."—The Epiphany 30 July, 1904.

১৪ । "The book is admirable, remarkable and splendid. The author is a well-known speaker, a voluminous writer and a great traveller of vast acumen and experience. The swami has the merit of speaking out everything boldly and correctly. He has read and studied a good deal of Christian literature. He quotes the Holy Bible with great accuracy and adroitness.—Bombay Catholic Examiner 16 July and 30 July, 1904.

১৫ । "Swami Dharmananda Mahavarati is an authority among Hindoos; he tells us much in this little volume which may be made of great use to missionaries in dealing with Hindoos and Mahomedans. It is profitable for us to look at these things from the standpoint of a learned Hindu, and we advise those who have to do with all classes of native Christians to read this interesting

little book."—Indian Witness, Calcutta 11 August 1904.

১৬ । "The Yogi and his Message is the title of a remarkable little book we have received. The book contains a reprint of two lectures delivered by Swami Dharmananda Mahavarati. The lectures are very inspiring to read. Unoffensive, sweet and Majestic the sentiments so beautifully expressed in the lectures appeal to the higher self of the man. The reader feels himself elevated and he closes the book a better and a wiser man. Swami Dharmananda Mahavarati is a great scholar, and a profoundly religious man. This small book deserves to be widely read. We have read the book with very great delight."—Madras Standard 14 July, 1904.

১৭ । "The Yogi and his Message" is an interesting little book, as throwing light upon the working of an acute Hindu mind, brought into contact with Western ideas, while trammelled by an apparently real devotion to the contemplative side of Hindooism. * * The Swami is an educated man and his life is a life of action."—Indian Standard, (Ajmere, Rajputana) September, 1904.

১৮ । Extract from an article on the Progress of Christianity in India contributed by Lord Radstock to the "Times" (London). "During the course of my travels in India in last cold weather I visited a remarkable Hindu asetic in Bengal by name Swami Dharmananda

Mahavaratee. He had a large number of disciples from among the highest classes, including Magistrates, Lawyers, Judges, Zemindars, Merchants and scholars. He learnt Hebrew and Greek in order to read the Bible in the original, he learnt Arabic to read the Koran, he travelled in Europe, spent a long time in Rome, went to Constantinople, and from thence to Arabia, China, Japan, Australia, Ceylon and many other countries of great historical interest. He believes that Jesus Christ was a Mahapooroosh and he has very ably proved the Messiaship of Christ in his excellent and interesting English book entitled the "Yogi and His Message." The Swami expressed to me his opinion that India owed her modern civilization and her modern education to the Christian Missionaries. Such a testimony to the excellency of Lord Jesus Christ from an orthodox Hindu Sannyasi of profound learning, deep thought, and of such high birth, that Brahmans take a low place before him, and who has in an amulet the dust of two hundred and thirty holy places in India in which he has been a pilgrim, can not fail to awaken a yet deeper inquiry among the twenty crores of Hindus in India, and is an evidence of how profouud is the impression of the truth of Christian faith made by the present condition of Christianity in India, * * We had large meetings in the Calcutta Towu Hall in which eighteen hundred Christians

—English. Eurasians, Americans, Bengalis—from the Lieutenant Governor to the humblest native christian, all joined in the prayer and silent worship closing with hymns. In prominent place was the learned Swami Dharmananda, close by the Lieutenant Governor of Bengal, who seemed to have been moved. Race distinctions and denominational diversity of method were all forgotten and all merged as they sat under the same banner "We are all one in God."

৯৯। "Swami Dharmananda's Siddhanta Samudra is an able and interesting work."—Revd. C. Jordan, Baptist Mission, Calcutta.

১০০। "Impartially speaking, Swami Dharmananda Mahavarti is the chief among the living Bengalee writers. He is the contributor-in-chief to the Bengali Magazines, reviews and periodicals. Many English, Urdu, Hindi and Bengali newspapers are also graced by his learned contributions. There is something original something charming, something devotional, something fascinating, and something inspired in his articles which is rare in the contributions of other writers of the day. The learned Swami's articles appear in the Bharati, Nabyavarat, Probashi, pradip, Nabaprobha, Sahitya-samhita, Bamabobhini patrika, Asha, Atithi, Barta, Bangobhasha, Ootsaha, Sakhi, Janmabhumi, Beerbhoomi, Gourbhoomi, Sahitya, Soodha, Arati, Biswajanani,

pantha, Bharatsoorhid, Samalochani, Bangadarshan, prakriti, Kahinoor, Krishak, Chatra, Alochana, Nobo Bikash, &c "—

Banga samachar.

Extracts from the Amrita Bajar patrika (21 September 1903) —

১০১ । Review.—"Sidhanta Samudra." Vols. II, III, IV and V, respectively, by Swami Dharmananda Mahavarati. This is a complete social history of Hindoo castes and subcastes with enthological accounts of several tribes and Puranic accounts of religious sects of the Hindus. The work is unique in its character and when complete is likely to be a valuable addition to the Bengali language and literature. It supplies a great social desidertum and we expect that the publication will be well received by the public. Every page of the book is an unassailable proof of Swami Mahavarati's profound learning, varied researches, deep study, extensive experiences and indefatigable labors. The first volume gives a complete social history of the Gopes, the Sadgopes, the Kaibartas and the Gandhabaniks. The volumes under review contain eleborate social accounts of Soobarnabaniks, the Baruis, the Vaidyas, the Telis, the Tamoolis the Moyras (confectioners) and the Oograkhatrias or the Agooris. In the succoeding volumes the aurthor intends to publish a complete history of the Brahmins, the Kaysthas and various other Hindu castes. All the volumes are highly interesting and we are of opinion that they are a safe guide to the Hindu public of Bengal on matters social and ethnological. In these days of caste agitation and revival of Puranic Dharma, a book like the "Siddhanta Samudra" is a real gain to the Hindoo society.

০২ । "Dharmananda Prabandhabali"—Or Essays in Bengali Voll,II By Swami Dharamananda Mahavarati. Price One Rnpee. Published by Gooroodas Chatterjee, 201 Cornwallis Street, Calcutta. We have had occasion to review the first volume of the above book which was favourably received by the Public. The Present volume is also like its predecessor a collection of some of the highly interesting essays contributed by the learned author to the leading vernacular periodicals in Bengal. In this volume which covers more than 265 pages in the body, there are twentyfour essays on varied subjects such as sociology, religion, antiquities. literature, biography, theology and miracles. The essays are learned and interesting to the extreme, and they were very favourahy reviewed by the press and appreciated by the public at the times of their publications in the periodicals. We doubt not that many will find in the essays much that they do not know and much that they should know. The essays are written in such a happy style that they should be liked by all classes of readers, young and old. The author who has travelled widely in various parts of the world and is well known for his extensive linguistic and theological attainments has given herein much wholesome food for reflection." (A. B. Patrika 15 September, 1904.)

১০৩ । Extract from the "Epiphany," the organ of the Oxford Mission, Calcutta. "Swami Dharmananda Mahavarati writes an interesting letter to the Indian Nation on Neo-Hindooism. The name of the writer has so much authority among Hindoos that we venture to reproduce his letter in full." March 19 of 1904.

১০৪ । যশোহর মিউনিসিপালিটির "সুযোগ্য চেয়ারম্যান এবং সেই দিকদিকন্ত বিশ্রুত নামা উকীল, লেখক, পণ্ডিত ও জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, এম, এ, বি, এল মহাশয়

তাঁহার "হিন্দুপত্রিকায়", ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী সম্বন্ধে কি লিখিয়াছেন, পাঠ করুন। (১৩১০ সালের মাঘ মাসের হিন্দু পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

"ধর্ম্মানন্দ-প্রবন্ধাবলী।" প্রথমখণ্ড। এই গ্রন্থের প্রণেতা মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। পরিব্রাজক মহাভারতী মহোদয় একজন অসাধারণ পুরুষ। স্বদেশে—বিদেশে—তাঁহার কর্ম্মজীবন সমভাবে সমাদৃত। ভারতের আর্য্যশাস্ত্রের গভীর গবেষণা, এবং পাশ্চাত্যের নবপ্রতিভাময়ী প্রণোদনা, এই উভয়ের অপূর্ব্ব সমাবেশে তাঁহার জীবন, এক মহত্ত্বের নিলয়, এবং তাঁহার জ্ঞান, এক বহুদর্শনের বিকাশ স্বরূপ হইতে পারিয়াছে। মাসিক পত্রের পাঠকমাত্রেই এই স্বনামখ্যাত মহাপুরুষের পরিচয় অবগত আছেন, এবং ইঁহার ওজস্বিনী তত্ত্বভারগুর্ব্বী লেখনীর প্রসাদে অনেক মূল্যবান তত্ত্ব আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন। বহু মাসিক পত্রিকায় সুদীর্ঘকাল—ইনি যে সকল স্বদেশবিদেশের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সুফল প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিয়া, মাতৃভাষা এবং মাতৃভূমির অশেষ উপকার সাধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাহারই কতক গুলি এই প্রথমখণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। পুস্তকের আকার বৃহৎ। বিষয় গুলিও গুরুতর। এই পুস্তকপাঠে অনেক অভিজ্ঞতার অধীশ্বর হওয়া যায়। 'হিন্দুশব্দতত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ মহাভারতী মহোদয়ের অতুল প্রতিভার অমূল্য সৃষ্টি। ইহাতে ১৯টী প্রবন্ধ আছে। এই সকল প্রবন্ধের অনেকগুলি বহু ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, এবং ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সুদূরদেশে প্রামাণিকরূপে আদৃত হইয়া, অপূর্ব্বগৌরব প্রকাশ করিয়াছে। বঙ্গে কি এ রত্নের আদর হইবে না? আমরা আশা করি, প্রত্যেক অনুসন্ধিৎসু বঙ্গবাসী ইহা পাঠে আনন্দিত হইবেন। এই পুস্তকের প্রচার প্রার্থনীয়।

১০৫। "অনুসন্ধান" পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা দেখুন—আমরা শ্রীযুক্ত মহাভারতী মহাশয়ের ১ম খণ্ড প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া লিখিয়াছিলাম, এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়া

শোভার ভাণ্ডার সৃষ্টি হইল।" দ্বিতীয় খণ্ড দেখিয়াও বুঝিতেছি, এই গ্রন্থ বঙ্গ-সাহিত্যের মুকুট মণি মধ্যে স্থান পাইবে। পাণ্ডিত্য, গবেষণা অনুসন্ধিৎসা, সর্ব্ব বিষয়েই গ্রন্থ খানি সাহিত্যের সম্পৎ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ড প্রবন্ধাবলী মধ্যে ২৪টী প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটিই অভিনবতত্ত্ব পূর্ণ। কিছু না কিছু নূতনতত্ত্ব—কিছু না কিছু শিক্ষনীয় বিষয়—সকলটির মধ্যেই প্রত্যক্ষী-ভূত। দেখিয়া বোধ হয় গ্রন্থকার মহাশয় তর তর বেগে লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন, অথচ তাহারই মধ্যে মণি—মাণিক্য দ্যুতি প্রতিভাত হইতেছে। গ্রন্থকার অশেষ শক্তিশালী পুরুষ। তাঁহার রচনা, পড়িতে উপন্যাসের ন্যায় আকর্ষনী শক্তি বিশিষ্ট, অথচ জ্ঞানদানে দর্শন—ইতি-হাসের সমকক্ষ। "ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী" ঘরে ঘরে পঠিত হইবার যোগ্য। আমরা উহার বহুল প্রচার কামনা করি। (অনুসন্ধান। ২৯ শ্রাবণ। ১৩১১)

১০৬। স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ লেখকও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম, এ, বি, এল, (রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিভোগী) মহাশয় স্বহস্তে লিখিত একপত্রে স্বামীজিকে লিখিয়াছিলেন—"আপনার প্রবন্ধাবলী পুস্তকের জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ আছি, আমার অশেষ ধন্যবাদ জানিবেন। আপনি সুপরিচিত লেখক, আপনার গ্রন্থের প্রশংসা নিষ্প্রয়োজন।" কলিকাতা। ২৫ জুলাই। ১৯০৪।

১০৭। আনন্দবাজার পত্রিকার সূক্ষ্মদর্শী ও চিন্তাশীল সম্পাদক মহাশয় কি লিখিয়াছেন, দেখুন।—"শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের নাম বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজে সুবিদিত। আমরা মহাভারতী মহাশয়ের লেখার চিরপক্ষপাতী। তাঁহার প্রবন্ধগুলি যেমন গভীর গবেষণা পূর্ণ অপর দিকে তেমনি উহার ভাষা সুললিত প্রাঞ্জল, মনোমদ এবং সর্ব্ব সাধারণের অতি প্রীতিপদ। কোনও প্রবন্ধ পাঠ আরম্ভ করিলে উহা পরি সমাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত অন্য কার্য্যে পাঠকের মনোনিবেষ্ট

হয় না। ইহাঁর লিপি কৌশলের এমনি মোহিনী শক্তি যেগ্রন্থ খানি খুলিয়া পাঠক একটি ছত্র পাঠ করিলেই সমুদয় গ্রন্থ পাঠে আকৃষ্ট হইয়া পড়েন। গঙ্গা যমুনার স্রোতের মত ভাষাটি তর তর বেগে ছুটিতেছে আর উহার সঙ্গে বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের সুন্দর, সুন্দর, মৃদুল তরঙ্গমালা পাঠকের মানসিক নেত্রের পুরোভাগে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। মহাভারতী মহাশয়ের গ্রন্থ পাঠ করা,আমরা এক মহা আনন্দময় ব্যাপার বলিয়া মনে করি। প্রত্যেক প্রবন্ধই ভাষার মাধুর্য্যে এবং সুললিত ও সুমধুর জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক প্রবন্ধ লেখকের বহু বিষয়ে পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতার পরিচায়ক।" আনন্দ বাজার পত্রিকা। ৮ই ভাদ্র। ১৩১১।

১০৮। "সুধা" পত্রিকায় প্রথম সংখ্যায় স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী ঠাকুরের যৌবন বয়সের ছবি দেখিয়াছিলাম। এবারে (১৩১০ সালের পৌষ মাসে) "প্রদীপ" পত্রে তাঁহার বর্ত্তমান বয়সের (বৃদ্ধ বয়সের) ছবি প্রকাশিত হইয়াছে। এই দুইখানি ছবিই অতীব সুন্দর হইয়াছে। যে ছবিই দেখ, এই অসামান্য পুরুষের প্রতি স্বতঃই শ্রদ্ধা ও ভক্তির উদয় হয়। ইনি নানা বিদ্যা, নানা গুণ ও নানা ক্ষমতার ভাণ্ডার। বিশেষতঃ প্রবন্ধের ইনি অক্ষয় আকর। দেশে বিদেশে ইনি এক্ষণে সুপরিচিত। (সোম প্রকাশ)।

১০৯। The following is from the "Harvest Field" (Mysore).

"A Hindu Biblical Translation. Swami Dharmananda Mahavarti, a learned Bengali gentleman and a High caste Hindoo, has just published a translation of the Epistle to the Hebrews. We have often wondered why Hindoo scholars have not undertekan to translate the Bible for themselves. Western scholars devote years of hard labour to the translation of India's "Sacred

Books" but Indian scholars take very little interest in securing for themselves a translation of the Bible. * * of course there are difficulties in the way goes without saying. A knowledge of Greek and Hebrew is essential, for it is not a translation of the English Bible that is wanted, but of the original languages in which it is written. Swami Dharmananda Mahavarati is a linguist, and he has devoted many years of his life to the deep study of the Holy Bible * * * The learned translator has been eminently successful.

The "Monthly Reporter" of Lahore, the "Dnanoday" of Bombay and almost all the leading Christian journals in India have favourably noticed the translation.

১১০। জনৈক সুশিক্ষিত হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হিন্দীভাষায় "ভারত মিত্র" নামক সমাচার পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। "আমরা সময়ে সময়ে বাঙ্গালা সম্বাদ পত্র ও মাসিক পত্র হইতে প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের কাগজে তাহাদের অনুবাদ প্রকাশ করিয়া থাকি, এজন্য উক্ত সম্পাদক মহাশয়-দিগের নিকটে আমরা ঋণী আছি, কিন্তু যে অসামান্য পুরুষের প্রবন্ধ আমরা অনুবাদ করি তাঁহার নিকটে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী। আমরা এ পর্য্যন্ত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের প্রবন্ধ ভিন্ন আর কাহারও প্রবন্ধ অনুবাদ করি নাই। তিনি বিখ্যাত লেখক এবং মহাবিদ্বান ও চিন্তাশীল সৎ পুরুষ। * * * "প্রকৃতি" পত্রে প্রকাশিত তাঁহার এক পেয়ালা মদ নামক অতি সুন্দর প্রবন্ধ আমরা সম্প্রতি অনুবাদ করিয়াছিলাম। এবারে দেখিলাম, প্রতিবাসী, প্রচার, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রেও উহার আদ্যন্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। * * সাপ্তাহিক অনু-

সন্ধান সম্বাদ পত্রে শ্রীযুক্ত মহাভারতী স্বামীজীর লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রায়ই উদ্ধৃত হইয়া থাকে।" ১১১। "প্রবাসী" পত্রে রাণী ভবানীর পত্র নামক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিস্ময় ও পুলকে সর্ব্ব শরীর রোমাঞ্চিত না হইবে এমন লোক নাই। ধন্য স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের অনুসন্ধানের ক্ষমতা! ("সুধা", পৌষ, ১৩০৮) সন। ১১২। শ্রাবণের ভারতী পত্রিকায় এবং আশ্বিনের সংখ্যায় প্রকাশিত স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের অজহর ও হিন্দুশব্দ তত্ব প্রবন্ধ বাঙ্গালা ভাষায় তুলনা রহিত। এই অত্যাশ্চর্য্য লেখকের লেখনী ধন্যবটে। ("সুধা"। ১ সংখ্যা। ১ম খণ্ড।) ১১৩। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমুদ্র নামক প্রকাণ্ড গ্রন্থের পঞ্চমখণ্ড পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে দেখিয়া আমার নিতান্ত সুখী হইলাম। বঙ্গদেশে প্রত্নতত্বের যত আন্দোলন হয় ততই ভাল। "মিহির ও সুধাকর। ২৮ ফাল্গুণ। ১৩১০ সাল। ১১৪। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় উদার প্রকৃতির লোক। ইনি একদেশ দর্শী নহেন ইহাঁর কথাগুলি সকলেরই মনোযোগ সহকারে চিন্তা করা উচিত। আরতি। শ্রাবণ। ১৩০৯ সাল। ১১৫ স্বামী ধর্ম্মানন্দের জীবন ধর্ম্মময় ও কর্ম্মময়। ইনি অসংসারী হইয়াও সংসারের কল্যাণের সদত পরিশ্রমী। হিন্দু সমাজ ও বঙ্গসাহিত্য ইহাঁর নিকটে বিশেষ ঋনী ("সিন্ধু", সেপ্টেম্বর, ১৯০৪ অব্দ)। ১১৬। বিলাতের স্পেকটেটর নামক সুপ্রসিদ্ধ সমাচার পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল—"Swami Dharmananda is a writer of rank. * * He is a profoundly learned Bengali scholar. The Swami rightly deserves the enconiums which Lord Radstock bestows on him in the Times."—("Spectator.") London.

১১৭। ধর্ম্মানন্দ প্রবন্ধাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)।—সুন্দর অক্ষরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে যাবতীয় মাসিক পত্রিকায়

যে সকল গবেষণাপূর্ণ শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ লিখিয়া ভাষার পরিপুষ্টি করিয়াছিলেন, তাহাই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধেরই ভাষা অতি প্রাঞ্জল, বিশুদ্ধ ও নানা জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। মহাত্মা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী জন্মভূমির পাঠক মাত্রেরই সুপরিচিত। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার লিখিত সুধীজন পাঠ্য অনেক প্রবন্ধই জন্মভূমিতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা স্বামীজীকে ভক্তির চক্ষে দেখিয়া থাকি। আমরা এই পুস্তক পাঠে যার-পর-নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। (জন্মভূমি। ভাদ্র। ১৩১১ সাল। ১১৮। স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের শক্তি অসাধারণ। উদ্ভাবন বিষয়ে ইনি বিশেষ পটু। লিখিবার ও চিন্তা করিবার এই উভয় শক্তিই প্রচুর পরিমাণে ইহাঁতে দেখা যায়। (লতিকা। আষাঢ়। ১৩১০ সাল।)

১১৯। THE YOGI AND HIS MESSAGE.—পূজনীয় শ্রীযুক্ত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী ; বাঙ্গালা, ইংরাজী, উর্দ্দু, পার্শি, লাটিন প্রভৃতি অনেক ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত ; প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিত ইহঁার ইংরাজী ভাষার অভিজ্ঞতায় মুগ্ধ। বর্ত্তমান পুস্তকে ইহঁার ইংরাজী দুইটিমাত্র বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। (জন্মভূমি। ভাদ্র। ১৩১১ সাল।

১২০। অমৃতবাজার পত্রিকায় যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল, জমিদার লেখক ও মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান লিখিয়াছেন, I know Swami Dharmananda Mahavarati, and I have great regard for him.

১২১। we are glad to appreciate Swami Dharmananañda Maha varatri's undoubted intellectual and spiritual merits through this small book "The Yogi and his Message." His peculiarity consists in having a *true feeling* of univeısal religion. Men of impartial views should see his true

spirituality in reading that 'the same divine spirit dwells in the temples of the Hindus, in the churches of the Christians and in the mosques of the Mahomedans. (Theosophist, October 1904)

১২২। সিমুলতলা হইতে জগদ্বিখ্যাত অনরেবল সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছিলেন "প্রিয় মহাশয়! আপনার মুক্ত-মাধব নাটক অতীব মনোযোগ সহ পাঠ করিয়া আমার সহধর্ম্মিণী ও কন্যাগণ অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছেন। তাঁহারা নাটক পাঠ করিয়া বিমুগ্ধ চিত্ত হইতেছেন।" ১২৩। বিলাতের (লণ্ডনের) সুপ্রসিদ্ধ "Christian" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"IN view of the interest that has gathered round the utterances of Swami Dharmananda Mahavarati, it is right to bear in mind that the Swami's book, "The Yogi and His Message," is well regarded by all as having the significance with which Lord Radstock invested it in his recent letter to *The Times*. The Swami is an orthodox Hindu; and we are assured that he looks upon Christ as one among many divinities, not as a manifestation of the Eternal God, not as the Redeemer of a fallen race, but as a great Yogi and Mahapooroosh. He has a high notion of Christ, but not one that is in harmony with New Testament or Evangelical conceptions. The book is interesting and the author is a learned monk."— The Christian, (London), October, 20, of 1904.

১২৪। বেনারসের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারিকা, বাপটীসট্ জেনানামিশন

প্রাত্রিনী মিশ্‌জোসেফ্‌ বিলাতের পত্রে লিখিয়াছেন—Many Hindus numbers of women whom we visit in the zenanas believe in the Lord Jesus, and adore him as *a* god, but not to the exclusion of all gods aud goddesses; they love to read the Bible as *a* God-given book, bnt not to the exclusion of Hindu sacred books, which also they believe to be the Word of God. The fact is that one who believes in milions of gods finds it easy to add one more to the number; but the difficulty is to bring them to see that Jesus is the *only* true Incarnation of God, and the *only* saviour of mankind. .What does Swami Dharmananda do more than European Unitarians, Brahmos, and numbers of Hindus? He calls Jesus the 'Son of God,' not in the sense that He is the 'Only Begotten Son, which is in the bosom of the Father,' but in the sense that all yogis, if not all men, are sons of God. Many Brahmos, if not all, call Jesus the Son of God, but only in the sense that all men are in their estimation sons of God. "The Swami is rightly compared to Keshab Chandra Sen, who, when he visited England, declared himself a profound admirer of the person and character of Jesus, and spoke in the highest terms of the Bible, which the Brahmos read at their services; but he never became a Christian. Such men as Keshab Chandra Sen and the Swami are a hindranee to Christianity. We hoped that the Swami come so near the Kingdom, he would ulti

mately enter it ; but, alas ! he never did, but rather hindered the educated Hindus from entering in. "I fear the Swami's lectures also will pesuade the educated men of India that Hindu yogis are equal to Christ, hence Hinduism is equal to Christianity ; and while learning from the Swami to admire Christ and His Gospel, they will at the same time learn from him to revere in the same degree Hindu yogis and all the sacred books mentioned by him."

১২৫। বিশ্বকোষ প্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন—"সিদ্ধান্ত সমুদ্র গ্রন্থের ১ম হইতে ৫ম খণ্ড পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়া পরমপ্রীত হইলাম। এই গ্রন্থ আপনার প্রশংসনীয় পাণ্ডিত্য ও গবেষণায় পরিপূর্ণ।

১২৬। মুকুন্দমাধব—এই নামে একখানি নাটক আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহার লেখক দেশ বিখ্যাত বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী, পুস্তকখানি ষোল পেজি ফরমার ১৩৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। ছাপা ও কাগজ পরিষ্কার। এই পুস্তক পাঠে যেমন ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়, তেমন হৃদয়ে নানা প্রকার হাস্য রসেরও উদ্রেক হয়, পুস্তক খানি সুখপাঠ্য হইয়াছে। আশা করি বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞ নরনারীগণ ইহা পাঠ করিয়া লেখকের পরিশ্রম সার্থক করিবেন। এবং নিজেরাও ধন্য হইবেন। মহাভারতী মহাশয় সংস্কৃত বাঙ্গলা ও ইংরেজী ভাষায় একজন সুপণ্ডিত, প্রকৃত হিন্দু নামে তিনিই গৌরবান্বিত, তিনি বিলাতেও গিয়াছিলেন। সেখানে খ্রীষ্টান সম্প্রদায় তাঁহাকে একজন জ্ঞানবান হিন্দু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মহাভারতী মহাশয় একজন প্রকৃত হিন্দু সন্ন্যাসী। আমরা এই নাটক খানি পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিয়াছি। "কাশীপুরনিবাসী"—২৪শে কার্ত্তিক ১৩১১ বরিশাল।

১২৭। ৬। 'মুক্ত-মাধব—প্রণেতা বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী। প্রণেতা বহুদর্শী বিচক্ষণ ও ধর্ম্মানুশীলনে ব্রতী। গ্রন্থকারের বহুদর্শিতার ফলস্বরূপ বিবিধ তত্ত্ব ও ধর্ম্মোপদেশ নাটকাকারে বিবৃত। নীতি-শিক্ষা-দানের জন্য মহাভারতী মহাশয় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, নাটকচ্ছলে তিনি সেই মহানীতি শিখাইবারই প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইলে সুখেরই বিষয় হয়। হিতবাদী। ১০ই অগ্রহায়ণ ১৩১১।

১২৮। বিলাতের প্রসিদ্ধা লেখিকা ও পণ্ডিতা মিশ্ এইচ্, এ, ডালাশ্, লণ্ডন নগরের কিংহেন্‌রী রোড হইতে লিখিয়াছেন "I have read your book entitled Yogi and his message with profound interest and admiration." ১২৯। জর্ম্মনীর এক খানি মাসিক পত্রে যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহার নিম্নে অনুবাদ দেওয়া গেল। "ভাষা, ভাব, ভক্তি, সাহস ও সত্যবাদীতা এই সকল বিষয়ে যোগী ও মেশেজ্ পুস্তক অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" ১৩০। আর একখানি প্রসিদ্ধ বিলাতী মাসিক পত্র কি লিখিয়াছেন শুনুন। "Swami Dharmananda Mahavarati is a genuine Hindoo. His "Yogi and his Message" is an interesting book. The author is to be congratulated upon holding such liberal views for that Western Mahayogi Lord Jesus Christ. India needed such men to break asunder those limitations, which bind the nations to degrade humanity."—Theosophical Gleaner. Nov. and Dec. 1904. । ১৩১। অমৃত বাজার পত্রিকা লিখিতেছেন—Swami Dharmananda Mahavarati is a man of vast information. He studied Mahomedanism with the reverence of a Mahomedan and accepted all the good that it contained. In the same manner, he benefitted himself by a deep

study of Christianity; and thus it was that Lord Radstock fancied that the Swami had accepted Christianity, though he did nothing of the kind—he was only studying the tenets."—A. B. Patrika, December 12 of 1904. ১৩২। ইণ্ডিয়ান মিরর লিখিতেছেন—The rumour is absolutely false that Swami Dharmananda Mahavarati has discarded his faith in Hindooism and avowed it in Christianity. The Swami is still a Hindoo and a Hindoo of Hindoos. He writes to us that he will be the last man on earth to discard his firm faith in Hindooism even for half the world. He believes in Jesus Christ as a Mahapooroosh and that's all. (Indian Mirror.) ১৩৩। "বসুমতী" সমাচার পত্র লিখিয়াছেন "হিন্দুসন্ন্যাসীর খৃষ্টান হওয়া অপবাদের কথায় আমরা মর্ম্মাহত হই। কতকগুলি লোক জনরব তুলিয়াছিল যে, স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামীজী নিজে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। পাঠকেরা ইহাতে বুঝিতে পারিবেন, স্বামী নিজে কহিয়াছেন যে তিনি হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হয়েন নাই। তিনি যিশুখৃষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করেন না সুতরাং তিনি খৃষ্টান নহেন। হিন্দু সন্ন্যাসীর নামে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম।" (বসুমতী)। ১৩৪। সুপ্রসিদ্ধ "বেঙ্গলী" সম্বাদ পত্র লিখিয়াছেন—'The Revd. Mr. Brown, M.A. Superior of the Oxford

Calcutta:

PRINTED AND PUBLISHED BY PRABHAT CHANDRA DUTTA
AT THE ANTAHPUR PRESS, 32, SUKEA'S STREET.

1905.